# চতুর্থ মণ্ডল

## প্রথম অষ্টক

### অনুবাক-১

### (সূক্ত-১)

**অগ্নি, ২য়-৪র্থ ঋকের অগ্নি অথবা বরুণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১ অষ্টি, ২ অতিজগতী, ৩ ধৃতি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২০।**

**ত্বাং হ্যগ্নে সদমিৎ সমন্যবো দেবাসো দেবমরতিং ন্যেরির ইতি ক্রত্বা ন্যেরিরে।**
**অমর্ত্যং যজত মর্ত্যেষ্বা দেবমাদেবং জনত প্রচেতসং বিশ্বমাদেবং জনত প্রচেতসম্ ॥১॥**

হে অগ্নি, তোমাকে, দেবতাকে, সমমনস্ক দেবগণ সর্বদা এইস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, দূতরূপে অথবা (যজ্ঞের) চক্ররূপে তাঁদের জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাকে সন্নিহিত করেছেন; [দেবগণ—মানুষের প্রতি]—মরণধর্মী (মানবদের) মধ্যে মৃত্যুহীন (অগ্নি)র প্রতি যজনা কর; সেই দেবতা-প্রেরিত প্রাজ্ঞ দেবতাকে সৃষ্টি কর; প্রত্যেক অথবা সর্বত্র বিদ্যমান [নূতন নূতন অগ্নিকে] দেবপ্রেরিত এবং জ্ঞানীরূপে সৃজন কর ॥১॥

**স ভ্রাতরং বরুণমগ্ন আ ববৃৎস্ব দেবাঁ অচ্ছা সুমতী যজ্ঞবনসং জ্যেষ্ঠং যজ্ঞবনসম্।**
**ঋতাবানমাদিত্যং চর্ষণীধৃতং রাজানং চর্ষণীধৃতম্ ॥২॥**

হে অগ্নি, আনুকূল্যের সঙ্গে এইস্থানে তোমার ভ্রাতা বরুণকে দেবগণের অভিমুখী কর, যিনি (বরুণ) যজ্ঞের জন্য কামনা করেন, তোমার অত্যুৎকৃষ্ট (ভ্রাতা) যিনি যজ্ঞের জন্য কামনা করেন, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ আদিত্য, যিনি মনুষ্যগণের ধারণকর্তা, সেই রাজা, জনগোষ্ঠী সকল যাঁকে অবলম্বন করে ॥২॥

**সখে সখায়মভ্যা ববৃৎস্বাশুং ন চক্রং রথ্যেব রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।**
**অগ্নে মৃলীকং বরুণে সচা বিদো মরুৎসু বিশ্বভানুষু।**
**তোকায় তুজে শুশুচান শং কৃধ্যস্মভ্যং দস্ম শং কৃধি ॥৩॥**

হে বন্ধু, যিনি আমাদের মিত্রস্বরূপ, আমাদের অভিমুখে তাঁকে আবর্তিত কর। চক্রের ন্যায় দ্রুত বেগে, রথাশ্বযুগলের ন্যায় শীঘ্রগতিতে আমাদের অভিমুখে, হে অদ্ভুতকর্মা, শীঘ্রগতিতে। অগ্নি, তুমি বরুণের সঙ্গে, সর্বতো প্রদীপ্ত মরুৎগণের সঙ্গে আমাদের জন্য আনুকূল্য লাভ কর। হে জ্যোতির্ময়, সন্তানের জন্য, বংশধারার জন্য আমাদের প্রতি মঙ্গল (বর্ষণ) কর, হে অদ্ভুতকর্মা, কল্যাণ কর ।।৩।।

**ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽব যাসিসীষ্ঠাঃ ।**
**যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ।।৪।।**

হে জ্ঞানবান্ অগ্নি, আমাদের জন্য বরুণ দেবতার ক্রোধ অপনোদন কর। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ-সম্পাদক, তুমি (হব্যাদির) সর্বোত্তম বাহক, নিয়ত জ্যোতির্ময়! আমাদের নিকট হতে সকল বিদ্বেষ প্রকৃষ্টভাবে দূরীভূত কর ।।৪।।

**স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ।**
**অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃলীকং সুহবো ন এধি ।।৫।।**

অগ্নি, তোমার সুরক্ষাসহ আমাদের নিকটস্থিত হয়ে থাক; এই উষাকালের উদ্ভাসন সময়ে আমাদের সর্বাধিক সমীপস্থিত থাক। যজ্ঞের মাধ্যমে বরুণকে আমাদের প্রতি অনুকূল কর, তিনি যেন দানে রত থাকেন। তাঁর প্রসন্নতা উপভোগ কর। আমাদের জন্য সহজে আহ্বানের যোগ্য হয়ে থাক ।।৫।।

**অস্য শ্রেষ্ঠা সুভগস্য সংদৃগ্ দেবস্য চিত্রতমা মর্ত্যেষু ।**
**শুচি ঘৃতং ন তপ্তমঘ্ন্যায়া স্পার্হা দেবস্য মংহনেব ধেনোঃ ।।৬।।**

এই উজ্জ্বলতম সৌন্দর্য, যা এই কল্যাণকর দেবতা মানবগণের প্রতি প্রকাশ করেন তা অত্যুৎকৃষ্ট; হননের অযোগ্যা (গাভীর) উত্তপ্ত ঘৃতের ন্যায় সমুজ্জ্বল সেই দেবতার (প্রকাশ) যেন গাভীর (প্রদত্ত) প্রাচুর্যের ন্যায় কাম্য ।।৬।।

**ত্রিরস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পার্হা দেবস্য জনিমান্যগ্নেঃ ।**
**অনন্তে অন্তঃ পরিবীত আগাচ্ছুচিঃ শুক্রো অর্যো রোরুচানঃ ।।৭।।**





এই অগ্নি দেবতার সেই শ্রেষ্ঠ পরম সম্মাননীয় তিনবার জন্ম যা সত্যভূত—যা একান্তভাবে কাম্য। সীমাহীন লোকের মধ্যে পরিবেষ্টিত রূপে তিনি এই স্থানে প্রকাশ হয়েছেন, (সেই) শুদ্ধ সমুজ্জ্বল, মৈত্রীভাবাপন্ন এবং অত্যুগ্র দীপ্তি বিকিরণ করছেন ।।৭।।

**স দূতো বিশ্বেদভি বষ্টি সদ্মা হোতা হিরণ্যরথো রংসুজিহ্বঃ ।**
**রোহিদশ্বো বপুষ্যো বিভাবা সদা রণ্বঃ পিতুমতীব সংসৎ ।।৮।।**

সেই দূত সকল যজনস্থানকে উপভোগ করে থাকেন; সেই হোতা যাঁর রথ সুবর্ণময়, যাঁর সুষ্ঠু জিহ্বা বা (শিখা) আনন্দ (হব্য) উপভোগ করে; যিনি রক্তিম অশ্বের অধিপতি, শোভনবপুষ্মান, প্রদীপ্ত, অন্নসমৃদ্ধ সভার ন্যায় সর্বদা প্রীতিজনক ।।৮।।

**স চেতয়ন্মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ প্র তং মহ্যা রশনয়া নয়ন্তি ।**
**স ক্ষেত্যস্য দুর্যাসু সাধন্ দেবো মর্তস্য সধনিত্বমাপ ।।৯।।**

তিনি যজ্ঞের মাধ্যমে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে যেন মানবগণকে বিবেচনা শিক্ষা দেন, মহান নিয়ামকের[১] সাহায্যে তারা তাঁকে অগ্রভাগে আনয়ন করে থাকে। এই মানবসকলের গৃহে গৃহে তিনি ফলপ্রদায়ক-রূপে অবস্থান করে থাকেন; সেই দেবতা মানবের সাহচর্য প্রাপ্ত হন ।।৯।।

১. মহান নিয়ামক—নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের পরম্পরার দ্বারা।

**স তূ নো অগ্নির্নয়তু প্রজানন্নচ্ছা রত্নং দেবভক্তং যদস্য ।**
**ধিয়া যদ্ বিশ্বে অমৃতা অকৃণ্বন্ দ্যৌষ্পিতা জনিতা সত্যমুক্ষন্ ।।১০।।**

সেই জ্ঞানবান অগ্নি যেন আমাদের সম্পদের অভিমুখে পরিচালিত করেন, যে (সম্পদ) দেবগণ তাঁর জন্য বিভাজন করেছিলেন। যে (সম্পদ) সকল অমর্ত্য তাঁদের মনীষার সাহায্যে নির্মাণ করেছেন। পিতা দ্যৌ যার সৃষ্টিকর্তা, (যাকে) যথাযথ (আশীর্বাদ দ্বারা) সিক্ত করেছেন ।।১০।।

টীকা—সায়ণ—যে অগ্নিকে (ঘৃতাহুতি দ্বারা) যথাযথ সিক্ত করেছেন।

**স জায়ত প্রথমঃ পস্ত্যাসু মহো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ ।**
**অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা ঽঽয়োযুবানো বৃষভস্য নীলে[১] ।।১১।।**

প্রথমে তিনি বাসগৃহ সমূহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, এই বিপুল অন্তরিক্ষ লোকের মূলদেশে যা তাঁর জন্মস্থান স্বরূপ; পাদহীন, মস্তকহীন, উভয় প্রান্তদেশ সংগুপ্ত অবস্থায়, বৃষভের বাসস্থানে নিরন্তর (নিজ অঙ্গসকল = শিখাগুলি) সংহত করতে করতে (জন্ম নিয়েছিলেন) ।।১১।।

১. বৃষভস্য নিলয়ে—বর্ষার মেঘের মধ্যে। পাশ্চাত্য মতে— অগ্নির ইন্ধনে অর্থাৎ যার দ্বারা তিনি বল প্রাপ্ত হন। —সায়ণ

**প্র শর্ধ আর্ত প্রথমং বিপন্যাঁ ঋতস্য যোনা বৃষভস্য নীলে ।**
**স্পার্হো যুবা বপুষ্যো বিভাবা ১সপ্ত প্রিয়াসোঽজনয়ন্ত বৃষ্ণে ॥১২॥**

প্রথম তিনি ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিলেন প্রশস্তির সঙ্গে যজ্ঞের অথবা সত্যের উৎপত্তিস্থানে, সেই বৃষভের আবাস স্থলে—সেই আকাঙ্ক্ষিত নবীন, রমণীয়, প্রভূত দীপ্তিমান (অগ্নি)—সপ্ত প্রিয় সখা (অঙ্গিরসগণ) সেই বলবানের জন্য (তাঁকে) সৃষ্টি করেছিলেন ।।১২।।

১. সপ্তপ্রিয়াসঃ— অথবা অগ্নির সপ্ত জিহ্বা।

**অস্মাকমত্র পিতরো মনুষ্যা অভি প্র সেদুর্ঋতমাশুষাণাঃ ।**
**অশ্মব্রজাঃ সুদুঘা বব্রে অন্তরুদুস্রা আজন্নুষসো হুবানাঃ ॥১৩॥**

আমাদের মানব পূর্বপুরুষগণ১ যজ্ঞের পবিত্র বিধি অনুসরণের আগ্রহে (অথবা সত্যের আকাঙ্খার) এইস্থানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছিলেন; তাঁরা উচ্চরবে আহ্বান করতে করতে, উষার উজ্জ্বল দুগ্ধবতী গাভীসকল (রশ্মিসমূহকে) যারা প্রস্তরের গোষ্ঠে, পর্বতের গুহায় সংগুপ্ত ছিল (তাদের) নির্গমন করিয়েছিলেন ।।১৩।।

১. পূর্বপুরুষ—অঙ্গিরসগণ।

**তে মর্মৃজত দদৃবাংসো অদ্রিং তদেষামন্যে অভিতো বি বোচন্ ।**
**পশ্বযন্ত্রাসো অভি কারমর্চন্ বিদন্ত জ্যোতিশ্চকৃপন্ত ধীভিঃ ॥১৪॥**

পর্বতকে বিদারণ করতে করতে তাঁরা (অঙ্গিরসগণ) সম্যক দীপ্তিমান হয়েছিলেন (আলোকরশ্মিপাতে উজ্জ্বল হয়েছিলেন); তাঁদের এই (কীর্তিকথা) অন্যেরা সর্বত্র ঘোষণা করেছিলেন; পশুগুলিকে বন্ধন-মুক্ত করার প্রয়াসে তাঁরা স্তুতি করেছিলেন; তাঁরা আলোক লাভ হয়েছিলেন, শোভনমতি দ্বারা তাঁরা (আলোক) অন্বেষণ করেছিলেন (তাঁরা যজ্ঞ করেছিলেন—সায়ণ) ।।১৪।।





**তে গব্যতা মনসা দৃধ্রমুব্ধং গা যেমানং পরি ষন্তমদ্রিম্ ।**
**দৃল্হং নরো বচসা দৈব্যেন ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥১৫॥**

বিজিত ধনের অথবা গাভীর অভিলাষে মনকে একাগ্র করে তাঁরা সেই কঠিন, সংহত, বেষ্টনকারী প্রস্তর স্তূপ যা গাভীসকলের অবরোধ স্বরূপ তাকে (বিদারণ করেছিলেন); দিব্য বাক্য১ সকলের সাহায্যে সেই মানব ঋত্বিগগণ দৃঢ়বদ্ধ গাভীসমৃদ্ধ গোষ্ঠকে উদ্ঘাটন করেছিলেন ।।১৫।।

১. দিব্য বাক্য —স্তোত্র।

**তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্ ।**
**তজ্জানতীরভ্যনূষত ব্রা আবির্ভুবদরুণীর্যশসা গোঃ ॥১৬॥**

তাঁরাই (দুগ্ধবতী) গাভীর প্রথম নাম মনে চিন্তা করেছিলেন। মাতার ত্রিগুণিত সপ্ত (একবিংশতি) শ্রেষ্ঠ (আকৃতি অথবা নাম?) তাঁরা জেনেছিলেন। সেই কথা জ্ঞাত হয়ে কুমারীগণের ন্যায় (গাভীগুলি?) সরব হয়েছিল। গাভীর (আলো?) তেজ দ্বারা সেই অরুণ বর্ণা (উষা) প্রকাশ লাভ করেছিলেন ।।১৬।।

টীকা—সায়ণ—দুগ্ধবতী গাভী—বাক্ অথবা স্তুতিমন্ত্র। Wilson অনুবাদ করেছেন মাতার একবিংশতি নাম অর্থাৎ একুশটি বৈদিক ছন্দ।

**নেশৎ তমো দুধিতং রোচত দ্যৌরুদ্ দেব্যা উষসো ভানুরর্ত ।**
**আ সূর্যো বৃহতস্তিষ্ঠদজ্রাঁ ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ॥১৭॥**

অস্বচ্ছ অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। আকাশ উদ্ভাসিত হয়েছিল। দেবী উষার দীপ্তি উদ্গত হয়েছিল। মানবগণের মধ্যে সরল ও কুটিল সকলকে পরিদর্শন করতে করতে সূর্য বিপুল বিস্তারের ঊর্ধ্বদেশে আরোহণ করেছিলেন ।।১৭।।

**আদিৎ পশ্চা বুবুধানা ব্যখ্যন্নাদিদ্ রত্নং ধারয়ন্ত দ্যুভক্তম্ ।**
**বিশ্বে বিশ্বাসু দুর্যাসু দেবা মিত্র ধিয়ে বরুণ সত্যমস্তু ॥১৮॥**

অনন্তর তারা (অঙ্গিরসগণ) প্রবুদ্ধ অবস্থায় সর্বদিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; এবং তখন তাঁরা স্বর্গের দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পদ ধারণ করেছিলেন। সকল দেবগণ গৃহে গৃহে (ধারণ করেছিলেন)। হে মিত্র, বরুণ (আমাদের) মনীষার প্রতি যেন (সেই সম্পদ) যথার্থ হয় ।।১৮।।

টীকা—দ্যুভক্তম্ রত্নম্— পুনঃ প্রাপ্ত সূর্যালোক।

**অচ্ছা বোচেয় শুশুচানমগ্নিং হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠম্ ।**
**শুচ্যূধো অতৃণন্ন গবামন্ধো ন পূতং পরিষিক্তমংশোঃ ॥১৯॥**

আমি অত্যন্ত জ্যোতিষ্মান অগ্নিকে হোতৃরূপে এই স্থান-অভিমুখে আহ্বান করি, যে অগ্নি, সর্বপ্রকার (দায়)বহনকারী, যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। তিনি যেন গাভীর শুদ্ধ বা উজ্জ্বল পয়োধরের ন্যায় সেই পরিস্রুত ও পরিষিক্ত সোমলতার রস। সায়ণ শেষ ছত্রের অনুবাদে 'ন' কে না অর্থে গ্রহণ করেছেন— তোমার আহুতির জন্য গাভীর পয়োধরকে দোহন করা হয় না, সোমের শুদ্ধ অথচ অল্পরস বিশিষ্ট অংশ আহুতি না দিয়ে তার দ্বারা কেবলমাত্র স্তুতি করা হয় ।।১৯।।

**বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামতিথির্মানুষাণাম্ ।**
**অগ্নির্দেবানামব আবৃণানঃ সুমৃলীকো ভবতু জাতবেদাঃ ॥২০॥**

সকল যজনীয় (দেবতা)গণের অদিতির ন্যায়, সকল মানুষের (গৃহে) অতিথির ন্যায় যেন অগ্নি (জাতবেদা), সকল প্রাণীকে যিনি অবগত আছেন, যিনি দেবগণের সহায়তাকে বরণ করেন, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ।।২০।।

## (সূক্ত-২)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২০।**

**যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা দেবো দেবেষ্বরতির্নিধায়ি ।**
**হোতা যজিষ্ঠো মহ্না শুচধ্যৈ হব্যৈরগ্নির্মনুষ ঈরয়ধ্যৈ ॥১॥**

যিনি মানবগণের মধ্যে মৃত্যুহীনরূপে সন্নিবেশিত হয়েছেন, দেবগণের মধ্যে সেই দেবতা, সত্য সন্ধ (যজ্ঞের) চক্র স্বরূপ। তিনি হোতা, যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠাতা, তাঁর মহিমার মাধ্যমে দীপ্তি বিকীরণের জন্য, মানবের হব্যসমূহ দ্বারা উদ্দীপনের যোগ্য; (তিনিই) অগ্নি ।।১।।

**ইহ ত্বং সূনো সহসো নো অদ্য জাতো জাতাঁ উভয়াঁ অন্তরগ্নে ।**
**দূত ঈয়সে যুযুজান ঋষ্ব ঋজুমুষ্কান্ বৃষণঃ শুক্রাংশ্চ ॥২॥**





হে বলের পুত্র, হে অগ্নি, আজ এইস্থানে তুমি আমাদের জন্য সৃষ্ট হয়েছ। উভয় প্রকার জীবকুলের মধ্যবর্তী হয়ে, হে মহান, তোমার দৃঢ় দেহী ও মাংসল উজ্জ্বল বলবান (অশ্ব)গুলিকে রথে যোজনা করে তুমি দূতরূপে পরিক্রমণ কর ।।২।।

১. উভয়ান্ জাতান্—যারা দেব ও মনুষ্য উভয় প্রকারে জন্ম নিয়েছেন।

**অত্যা বৃধস্নূ রোহিতা ঘৃতস্নূ ঋতস্য মন্যে মনসা জবিষ্ঠা ।**
**অন্তরীয়সে অরুষা যুজানো যুষ্মাংশ্চ দেবান্ বিশ আ চ মর্তান্ ॥৩॥**

সেই সত্য স্বরূপ (তোমার) অশ্বযুগল, রক্তবর্ণ, সমৃদ্ধিদায়ক, ঘৃতপৃষ্ঠ, (তারা) মন অপেক্ষা দ্রুতগতি সম্পন্নরূপে আমি বিচার করি। সেই রক্তাভ (অশ্ব) যুগলকে (রথে) যোজনা করে তুমি দেবগণ ও এইস্থানে অবস্থিত মানবগোষ্ঠী সকলের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ কর ।।৩।।

**অর্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতো অশ্বিনোত ।**
**স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায় ॥৪॥**

এই সকল (দেবতার) মধ্যে অর্যমন, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু, মরুৎগণ ও অশ্বিনদের এই স্থানের অভিমুখে বহন কর, সুষ্ঠু হব্যদাতা যজমানের প্রতি (আনয়ন কর)—হে অগ্নি, উত্তম অশ্ব, উত্তম রথ এবং উৎকৃষ্ট ধন সমন্বিত তুমি (দেবগণকে আনয়ন কর) ।।৪।।

**গোমাঁ অগ্নেঽবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ ।**
**ইলাবাঁ এষো অসুর প্রজাবান্ দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্ ॥৫॥**

হে অগ্নি, আমাদের এই যজ্ঞ যেন চিরন্তন হয়, যেন শোভন মিত্র যুক্ত, গো, মেষ, অশ্ব সমৃদ্ধ থাকে। অন্ন সমৃদ্ধ এবং সন্তান সমৃদ্ধ হয়ে, হে প্রভু এই প্রভূত ধন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সভাতে (উপস্থাপন) যোগ্য ।।৫।।

**যস্ত ইধ্মং জভরৎ সিষ্বিদানো মূর্ধানং বা ততপতে ত্বায়া ।**
**ভুবস্তস্য স্বতবাঁ পায়ুরগ্নে বিশ্বস্মাৎ সীমঘায়ত উরুষ্য ॥৬॥**

যে মানব ঘর্মাক্ত (গাত্রে) তোমার জন্য সমিন্ধন বহন করবে অথবা তোমার পরিচর্যার কারণে যার মস্তক (রৌদ্রে) উত্তপ্ত হবে অগ্নি তার প্রতি তুমি স্বয়ং দৃপ্ত রক্ষাকর্তা হয়ে থাকবে; তাকে সকল বিদ্বেষী অপকারীর বিরুদ্ধে বিস্তারিত ভাবে রক্ষা করবে ।।৬।।

**যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং নিশিষন্মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।**
**আ দেবয়ুরিনধতে দুরোণে তস্মিন্ রয়ির্ধ্রুবো অস্তু দাস্বান্ ॥৭॥**

যে মানব অন্ন কামনা করা মাত্র তোমার জন্য অন্ন বহন করে আনবে, (তোমাকে) তীব্রতর করে তুলবে এবং প্রীতিপ্রদ অতিথিরূপে (তোমাকে) উন্নীত করবে; যে দেবতার অনুরাগী রূপে স্বগৃহে তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করবে তার প্রতি যেন নিশ্চিত সম্পদ অবাধে দান করা হয় ।।৭।।

**যস্ত্বা দোষা য উষসি প্রশংসাৎ প্রিয়ং বা ত্বা কৃণবতে হবিষ্মান্।**
**অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্ তমংহসঃ পীপরো দাশ্বাংসম্ ॥৮॥**

যে কেহ তোমার প্রতি প্রদোষে বা প্রত্যূষে স্তুতি করবে, এবং হব্যাদি সহযোগে তোমার প্রিয় কর্ম সম্পাদন করবে, তার স্বগৃহে স্বর্ণরশ্মিযুক্ত অথবা প্রভূততেজসমন্বিত অশ্বের ন্যায় সেই হবির্দাতা (যজমানকে) তুমি সকল বিপদ হতে পার করবে ।।৮।।

**যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় দাশদ্ দুবস্ত্বে কৃণবতে যতস্রুক্।**
**ন স রায়া শশমানো বি যোষন্নৈনমংহঃ পরি বরদঘায়োঃ ॥৯॥**

যে কেহ তোমার জন্য, অমর অগ্নির জন্য হবিঃ দান করবে, যে কেহ তার স্রুক্ (আহুতিপাত্র)কে উন্নীত করে তোমার পরিচর্চা করবে, সেই ব্যক্তি, প্রভূত পরিশ্রম করতে করতে যেন ধন হতে বিযুক্ত না হয় এবং পাপীগণের বিদ্বেষ যেন তাকে বেষ্টন করতে না পারে ।।৯।।

**যস্য ত্বমগ্নে অধ্বরং জুজোষো দেবো মর্তস্য সুধিতং ররাণঃ।**
**প্রীতেদসদ্ধোত্রা সা যবিষ্ঠাংসাম যস্য বিধতো বৃধাসঃ ॥১০॥**

যে মানবের সুষ্ঠু নিহিত যজ্ঞকে তুমি উপভোগ কর হে অগ্নি, হে দেবতা, এবং (উপভোগ করতে করতে) যখন তুমি অপর্যাপ্ত দান কর—হে নবীনতম, তাঁর কৃত যজ্ঞ তোমার প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে, তিনি তোমাকে পূজা করলে আমরা তাঁকে বর্ধিত করব ।।১০।।

**চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্ পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্তান্।**
**রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য ॥১১॥**





যিনি জ্ঞানবান তিনি মনুষ্যগণের বোধ এবং বোধহীনতার ভেদ জ্ঞাত থাকেন। যেমন (অশ্বের) শোভন ও দুর্বহ পৃষ্ঠদেশের (ভেদ)। এবং আমাদের জন্য শোভন ধন ও শোভন সন্তানের জন্য, হে দেব, আমাদের প্রতি ধন দান কর এবং অপ্রাচুর্যকে দূরীকৃত কর ।।১১।।

**কবিং শশাসুঃ কবয়োঽদব্ধা নিধারয়ন্তো দুর্যাস্বায়োঃ।**
**অতস্ত্বং দৃশ্যাঁ অগ্ন এতান্ পড্‌ভিঃ[১] পশ্যেরদ্ভুতাঁ অর্য এবৈঃ ॥১২॥**

অনিন্দিত কবিগণ, জীবিত (মানব সকলের) গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত সেই কবিকে নির্দেশ দান করেছেন; অতএব, হে অগ্নি, যেন তুমি দ্রুত পদক্ষেপের (নিজ তেজের) মাধ্যমে এই দৃশ্যমান সকলকে অবলোকন কর যাঁরা বিস্ময়কর এবং দর্শনীয় ।।১২।।

১. পদ্‌ভিঃ—এই শব্দটির অর্থ pischel করেছেন – চক্ষু দ্বারা।
টীকা—সেই কবি—অগ্নি, কবিগণ –অপর দেবগণ, নির্দেশ দিয়েছেন—হোতা অথবা পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

**ত্বমগ্নে বাঘতে সুপ্রণীতিঃ সুতসোমায় বিধতে যবিষ্ঠ।**
**রত্নং ভর শশমানায় ঘৃষ্বে পৃথু শ্চন্দ্রমবসে চর্ষণিপ্রাঃ ॥১৩॥**

হে অগ্নি, যিনি সোমরসসবন করে তোমার পরিচর্যা করেন সেই যজ্ঞনির্বাহকের প্রতি তুমি সুষ্ঠু পরিচালনা করে থাক, হে নবীনতম! হে মনুষ্যগণের অধিপতি, প্রভূত এবং প্রীতিকর ধন শ্রমনিরত (স্তোতা)কে সহায়তার জন্য প্রদান কর ।।১৩।।

**অধা হ যদ্ বয়মগ্নে ত্বায়া পড্‌ভির্হস্তেভিশ্চকৃমা তনূভিঃ।**
**রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজোর্ঋতং যেমুঃ সুধ্য আশুষাণাঃ ॥১৪॥**

অনন্তর হে অগ্নি, আমরা (ঋত্বিগগণ) তোমার উদ্দেশে যা কর্ম সম্পাদন করেছি, পদ, হস্ত এবং শরীরসমূহ দ্বারা; যেমনভাবে কারিগরগণ দুই হস্তকৃত কর্মের মাধ্যমে রথ নির্মাণ করে থাকেন, সেইভাবে মেধাবী (কবি)গণ সত্যের অথবা যজ্ঞের প্রতি কর্মব্যাপ্ত অবস্থায় অনুগত থাকেন ।।১৪।।

**অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্।**
**দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেমাঽদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ ॥১৫॥**

অতঃপর যেন জননী উষার (নিকট) হতে আমরা সপ্ত সংখ্যক ঋষিকবি, মানব সকলের প্রতি মুখ্য বিধিনির্ধারকরূপে জন্ম লাভ করি। যেন আমরা, অঙ্গিরসগণ, স্বর্গের পুত্ররূপে দীপ্তিমান হয়ে ধনের আকর পর্বতকে বিদারণ করতে পারি ।।১৫।।

টীকা—ধনিনম্ অদ্রিম্ —জলগর্ভ মেঘ অথবা যে গুহায় গাভী অথবা আলোক রশ্মি অবরুদ্ধ ছিল।

**অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ ।**
**শুচীদয়ন্ দীধিতিমুক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ ॥১৬॥**

যেমনভাবে পূর্বকালে আমাদের পিতৃপুরুষগণ সত্যের জন্য (যজ্ঞের জন্য) শীঘ্র কর্মরত অবস্থায়, হে অগ্নি, শস্ত্র-পাঠ করতে করতে পবিত্র ও আলোকময় মনীষা সন্ধান করেছিলেন; ভূমিকে বিদারণ করে তারা অরুণ বর্ণ উষাকে অনাবৃত করেছিলেন ।।১৬।।

**সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তো হয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ ।**
**শুচন্তো অগ্নিং ববৃধন্ত ইন্দ্রমূর্বং গব্যং পরিষদন্তো অগ্মন্ ॥১৭॥**

শোভনকর্ম ও শোভনদীপ্তির অধিকারী, দেবগণের অভিলাষী সেই দেবতাসকল (অঙ্গিরস?), স্বকীয় (মানব) জন্মকে ধাতুর ন্যায় বিদ্রাবিত করেছিলেন। তাঁরা অগ্নিকে ও ইন্দ্রকে দীপ্তিমান, সমৃদ্ধ করেছিলেন; বিপুল গোষ্ঠকে সর্বদিকে অবরুদ্ধ করেছিলেন ।।১৭।।

**আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্ দেবানাং যজ্জনিমান্ত্যুগ্র ।**
**মর্তানাং চিদুর্বশীরকৃপ্রন্ বৃধে চিদর্য উপরস্যায়োঃ[১] ॥১৮॥**

হে মহাবলিন। তিনি তাদের অবেক্ষণ করেছিলেন যেরূপে খাদ্যসমৃদ্ধ (চারণভূমিতে) পশুযূথকে (নিরীক্ষণ করা হয়)—নিকটস্থিত দেবতা-গোষ্ঠীকেও অবেক্ষণ করেছিলেন। মানব সকলের জন্য, সত্যকে, সমীপস্থিত, প্রাণবন্তকে সহায়তা করার জন্য তাঁদের তীব্র আগ্রহ প্রকট হয়েছিল ।।১৮।।

১. অর্যঃ, উপরস্য, আয়োঃ— অগ্নির বিশেষণ (Griffith). পশুযূথ—অবহৃত আলোকরশ্মি।

**অকর্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ ।**
**অনূনমগ্নিং পুরুধা সুশ্চন্দ্রং দেবস্য মর্মৃজতশ্চারু চক্ষুঃ ॥১৯॥**





আমরা তোমার জন্য কর্ম সম্পাদন করেছি; আমরা শোভন কর্মা উজ্জ্বল উষা সকল (যেন) সত্যের আবরণ পরিধান করেছেন (আমাদের কৃত যজ্ঞের প্রতি আলোকপাত করেছেন)। অনবদ্য অগ্নিকে বিবিধভাবে সৌন্দর্যযুক্ত করে, দেবতার রমণীয় চক্ষুকে অথবা তেজকে আমরা সমুজ্জ্বল করে থাকি ।।১৯।।

**এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো হবোচাম কবয়ে তা জুষস্ব।**
**উচ্ছোচস্ব কৃণুহি বস্যসো নো মহো রায়ঃ পুরুবার প্র যন্ধি ॥২০॥**

হে অগ্নি, জ্ঞানবান তোমার উদ্দেশে এই সকল প্রশস্তি ঘোষিত হয়েছে; হে (ন্যায়ের) বিধায়ক, সানন্দে গ্রহণ কর। উদ্গত-তেজ হয়ে ওঠ, আমাদের অধিকতর ধনী কর। প্রভূত সম্পদ দান কর হে বিপুল অনুগ্রহদাতা ।।২০।।

## (সূক্ত-৩)

**অগ্নি, ১ম ঋকের রুদ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৬।**

**আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ ।**
**অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ॥১॥**

তাঁকে অনুকূল কর— সেই রুদ্র, যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিপতি, হোতা, যাঁর সম্পাদিত যজ্ঞ উভয়লোকে যথার্থ (ফলপ্রদ হয়); সুবর্ণ(তুল্য) আকৃতি বিশিষ্ট অগ্নি—আকস্মিক বজ্রপাতের[১] (বিপদের) পূর্বেই তাঁকে তোমার সুরক্ষার জন্য (অভিমুখী কর) ।।১।।

১. বজ্রপাত— Ludwig এর মতে মৃত্যু।

**অয়ং যোনিশ্চকৃতমা যং বয়ং তে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ।**
**অর্বাচীনঃ পরিবীতো নি ষীদেমা উ তে স্বপাক প্রতীচীঃ ॥২॥**

তোমার জন্য এই আসন প্রস্তুত করেছি। যেমন করে ব্যাকুলা পত্নী তার স্বামীর জন্য উত্তম বসন পরিধান করে। আমাদের অভিমুখে আসন গ্রহণ কর, হে (শিখাদ্বারা) বেষ্টিত অগ্নি! হে জ্ঞানবান, এই (স্তুতি সকল) তোমার অভিমুখে (নিবেদিত) ।।২।।

**আশৃণ্বতে অদৃপিতায় মন্ম নৃচক্ষসে সুমৃলীকায় বেধঃ ।**
**দেবায় শস্তিমমৃতায় শংস গ্রাবেব সোতা মধুষুদ্ যমীলে ॥৩॥**

তাঁর প্রতি (অগ্নি), যিনি অবিচলিত ভাবে স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাঁর প্রতি যিনি মানবগণকে অবলোকন করেন, সেই অত্যন্ত করুণাময়ের প্রতি— হে স্তোতা, সেই মৃত্যুহীন দেবতার প্রতি প্রশস্তি গান কর। যে দেবতাকে মধু-পেষণকারী প্রস্তরের ন্যায় সবনকারী আবাহন করে থাকেন ।।৩।।

**ত্বং চিন্নঃ শম্যা অগ্নে অস্যা ঋতস্য বোধ্যৃতচিৎ স্বাধীঃ ।**
**কদা ত উক্থা সধমাদ্যানি কদা ভবন্তি সখ্যা গৃহে তে ॥৪॥**

হে অগ্নি সত্যজ্ঞ, তুমি আমাদের এই যজ্ঞীয় কর্মের বিষয়ে সম্যক অবহিত হও, তুমি যথার্থই মনোযোগী। কখন আমাদের স্তোত্রসকল আনন্দের সঙ্গে তোমার জন্য গীত হবে? কখন আমাদের গৃহে তোমার মিত্রতা (প্রকট) হবে? ।।৪।।

**কথা হ তদ্ বরুণায় ত্বমগ্নে কথা দিবে গর্হসে কন্ন আগঃ ।**
**কথা মিত্রায় মীলহুষে পৃথিব্যৈ ব্রবঃ কদর্যম্ণে কদ্ ভগায় ॥৫॥**

কেমনভাবে এই বিষয়ে তুমি বরুণকে অভিযোগ কর, অগ্নি, কেমনভাবে স্বর্গের প্রতি? কি আমাদের অপরাধ? কেমনভাবে তুমি দানকারী মিত্রের প্রতি কথা বলবে? পৃথিবীর প্রতি? অর্যমন এবং ভগকে কী বলবে? ।।৫।।

**কদ্ ধিষ্ণ্যাসু বৃধসানো অগ্নে কদ্ বাতায় প্রতবসে শুভংয়ে ।**
**পরিজ্মনে নাসত্যায় ক্ষে ব্রবঃ কদগ্নে রুদ্রায় নৃঘ্নে ॥৬॥**

হে অগ্নি, পবিত্র ভূমি সমূহে (যজ্ঞ বেদি সমূহে) সমুজ্জ্বল অবস্থায় (তুমি কী বলবে?) প্রবল কল্যাণকর বায়ুর প্রতি (কী বলবে?)। নাসত্যদ্বয়ের পৃথিবী ভ্রমণকারী (রথকে) কী (বলবে)? হে অগ্নি, মানব-বিধ্বংসী রুদ্রকে বা কী বলবে? ।।৬।।

**কথা মহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে কদ্ রুদ্রায় সুমখায় হবির্দে ।**
**কদ্ বিষ্ণব উরুগায়ায় রেতো ব্রবঃ কদগ্নে শরবে বৃহত্যৈ[১] ॥৭॥**





কেমনভাবে সমৃদ্ধিবর্ধক মহান পূষণকে (অভিযোগ করবে)? কেমনভাবে অতি পূজনীয় রুদ্রকে, যিনি হবিঃদান করেন; আমাদের কোন অপরাধ দূর ভ্রমণকারী বিষ্ণুকে, অগ্নি তুমি কী জানাবে (রুদ্রের) মহান তীরকে? ।।৭।।

১. শরবে বৃহত্যৈ— বিদ্যুৎ—Griffith.

**কথা শর্ধায় মরুতামৃতায় কথা সূরে বৃহতে পৃচ্ছ্যমানঃ ।**
**প্রতি ব্রবোঽদিতয়ে তুরায় সাধা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ॥৮॥**

সত্যসন্ধ মরুৎগণকে তুমি কী জানাবে? যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হবে কীভাবে মহৎ সূর্যকে (উত্তর দেবে?) (কেমনভাবে) অদিতিকে বলবে? শক্তিমান (ইন্দ্রকে?) হে সর্বজ্ঞ জাতবেদস্, স্বর্গের প্রতি গমন কর ।।৮।।

**ঋতেন ঋতং নিয়তমীল আ গোরামা সচা মধুমৎ পক্কমগ্নে ।**
**কৃষ্ণা সতী রুশতা ধাসিনৈষা জামর্যেণ পয়সা পীপায় ॥৯॥**

সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (রহস্যময়) গাভীগণ হতে উপলব্ধ সত্যকে, কে আমি স্তুতি করি; হে অগ্নি, অপক্ব হলেও সেই (গাভী) এবং সুমিষ্ট রন্ধিত, (দুগ্ধ) একত্র (অবস্থান করে)। যদিও কৃষ্ণবর্ণা, তবু এই (গাভী) উজ্জ্বল (শ্বেত) বর্ণ দুগ্ধের স্রোত দ্বারা, জীবগণকে পোষণের জন্য পূরিত ।।৯।।

**ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন ।**
**অস্পন্দমানো অচরদ্ বয়োধা বৃষা শুক্রং দুদুহে পৃশ্নিরূধঃ ॥১০॥**

সত্যের মাধ্যমে সেই শক্তিমান অগ্নি, সেই পুরুষও দুগ্ধ (নবনী অথবা ঘৃত) দ্বারা ঊর্ধ্বদেশে অবলিপ্ত হয়েছিলেন। অচঞ্চলভাবে তিনি তেজ বিতরণ করতে করতে বিচরণ করেছিলেন। সেই ফলদায়ক পৃশ্নি (সূর্য?) পবিত্র অথবা শ্বেতবর্ণ পয়োধর দোহন করেছিলেন ।।১০।।

**ঋতেনাদ্রিং ব্যসন্ ভিদন্তঃ সমঙ্গিরসো নবন্ত গোভিঃ ।**
**শুনং নরঃ পরি ষদন্নুষাসমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ ॥১১॥**

ন্যায়ের সাহায্যে তাঁরা—সেই অঙ্গিরসগণ পর্বতকে বিদারণ পূর্বক উদ্ঘাটিত করেছিলেন, গাভীদের সঙ্গে (প্রার্থনা) গান করতে করতে। কল্যাণের কামনায় মানবগণ উষাকে সর্বদিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, অগ্নির প্রাদুর্ভাবকালে সূর্যও উদ্গত হয়েছিলেন ।।১১।।

**ঋতেন দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভিরাপো মধুমদ্ভিরগ্নে।**
**বাজী ন সর্গেষু প্রস্তুভানঃ প্র সদমিৎ স্রবিতবে দধন্যুঃ ॥১২॥**

ন্যায়ের দ্বারা অমৃতময়ী, অবারিতা দেবীগণ সেই সকল, জলধারা তাদের সুমিষ্ট তরঙ্গভঙ্গ-সহ, হে অগ্নি, গমন পথে প্রোৎসাহিত হতে হতে যেমন অশ্ব ধাবন করে তেমনি দ্রুতগতিতে সম্মুখে নিয়ত প্রবাহিত হতে থাকে ॥১২॥

**মা কস্য যক্ষং সদমিদ্ধুরো গা মা বেশস্য প্রমিনতো মাপেঃ।**
**মা ভ্রাতুরগ্নে অনৃজোর্ঋণং বের্মা সখ্যুর্দক্ষং রিপোর্ভুজেম ॥১৩॥**

কখনো আমাদের প্রতি ক্ষতিকারক কারও অনুষ্ঠানে যেন উপস্থিত না থাকো, কোন অপকারী প্রতিবেশী বা হিংসক আত্মীয়ের (কৃত যজ্ঞে); কোন অসৎ ভ্রাতার ঋণভার যেন আমাদের না হয়, যেন কোন সখা বা শত্রুর ক্ষমতার (প্রতাপ) আমাদের ভোগ করতে না হয় ॥১৩॥

**রক্ষা ণো অগ্নে তব রক্ষণেভী রারক্ষাণঃ সুমখ প্রীণানঃ।**
**প্রতি ষ্ফুর বি রুজ বীড্বংহো জহি রক্ষো মহি চিদ্ বাবৃধানম্ ॥১৪॥**

হে অগ্নি, তোমার সুরক্ষা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, যখন তুমি প্রসন্ন হয়েছ, হে শোভন ধনবান, সর্বদা রক্ষক রূপে বর্তমান থাক। দৃঢ় বাধার অভিমুখে তুমি প্রদীপ্ত হয়ে থাক এবং পাপ বিনাশ কর; বৃদ্ধিশীল দানবিক শক্তিকে বিচূর্ণ কর ॥১৪॥

**এভির্ভব সুমনা অগ্নে অর্কৈরিমান্ৎস্পৃশ মন্মভিঃ শূর বাজান্।**
**উত ব্রহ্মাণ্যঙ্গিরো জুষস্ব সং তে শস্তির্দেববাতা জরেত ॥১৫॥**

আমাদের এইসকল প্রশস্তির মাধ্যমে অনুকূল হও হে অগ্নি। হে বীর, আমাদের অনুপ্রেরিত চিন্তার সাহায্যে সম্পদকে স্পর্শ কর। হে অঙ্গিরস, এই সকল মন্ত্রকে উপভোগ কর, দেবগণের অভিলষিত এই সকল প্রশংসাবাক্য তোমাকে যেন সংবর্ধিত করে ॥১৫॥

**এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।**
**নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভির্বিপ্র উক্থৈঃ ॥১৬॥**

হে জ্ঞানবান অগ্নি, হে ন্যায়বিধায়ক, এই সকল ফলপ্রদ এবং গূঢ় বাক্যসমূহ তোমার জন্য (পঠিত); এই সকল প্রহেলিকা ও কাব্য রচনা হয়েছে তোমারই জন্য; হে কবি, হে ক্রান্তদর্শিন, আমি প্রেরণার সাহায্যে স্তোত্রসকল রচনা করেছি ॥১৬॥





## (সূক্ত-৪)

রক্ষোবিনাশক অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

**কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।**
**তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানো ঽস্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ ॥১॥**

ব্যাপকভাবে বিস্তারিত (পক্ষী শিকারের) জালের অনুরূপ তেজঃপুঞ্জকে (বিস্তৃত) কর; পারিষদসহ রাজার অনুরূপ গমন কর। তোমার ক্ষিপ্র জালের অনুগমন করে তুমি তীর ক্ষেপণ কর। সর্বাধিক তীব্রদহনকারী (অস্ত্র)যোগে রাক্ষসদের বিদ্ধ কর। [অথবা তোমার তৃষ্ণার্ত হননাস্ত্রের দ্বারা (শত্রুগণকে) নির্মূল করে থাক; তুমি একজন ধনুর্ধর (যোদ্ধা)। তোমার তপ্ততম (অস্ত্র) যোগে রাক্ষসদের বিদ্ধ কর)] ॥১॥

**তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ।**
**তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসংদিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ ॥২॥**

তোমার ঘূর্ণমান (অস্ত্রগুলি) ক্ষিপ্র নিপতিত হয়, দীপ্যমান অবস্থায় তাদের অনুসরণ করে সতেজে স্পর্শ কর। তোমার জিহ্বা দ্বারা, হে অগ্নি, অবাধে উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ সকল নিক্ষেপ কর, সর্বদিকে উল্কা প্রেরণ কর ॥২॥

**প্রতি স্পশো[১] বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।**
**যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ ॥৩॥**

ক্ষিপ্রতম তুমি (শত্রুর) বিরুদ্ধে অগ্রদূত অথবা চর সকলকে প্রেরণ কর। অভ্রান্ত তুমি এইস্থানে এই জনগোষ্ঠীর রক্ষক হয়ে থাক। যে দূরে অথবা নিকটে আমাদের অভিশপ্ত করে, হে অগ্নি যেন কোন বাধাই তোমার (নিকট হতে) আমাদের প্রতিহত না করতে পারে ॥৩॥

১. স্পশঃ —অগ্রদূত অথবা চর—অগ্নির প্রথম শিখা-সকল যেন অগ্রগামী সৈন্যদল।

**উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাঁ ওষতাৎ তিগ্মহেতে।**
**যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্ ॥৪॥**

হে অগ্নি, উত্থিত হও। আমাদের সম্মুখে নিজেকে বিস্তারিত কর। হে তীক্ষ্ণ অস্ত্র (শিখা) সকল সমন্বিত (অগ্নি)! আমাদের শত্রু সকলকে সম্যক দহন কর। হে প্রজ্বলিত! যে কেহ আমাদের বিরুদ্ধে অপকার করেছে, তাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ভক্ষণ কর ।।৪।।

**উর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে ।**
**অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্ ॥৫।।**

উর্ধ্বো স্থিত থাক; বিরোধী (শত্রুকে) বিদ্ধ করে আমাদের হতে দূরীভূত কর; তোমার স্বর্গীয় (রূপ অথবা তেজ?) সকল প্রকট কর, অগ্নি! দানব-প্রেরিত (শত্রু)গণের দৃঢ় (অস্ত্রকে) শিথিল করে দাও। আত্মীয় বা অনাত্মীয়, যেকোন বিরোধীকেই বিনাশ কর ।।৫।।

**স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ ।**
**বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ ॥৬।।**

সেই নবীনতম দেবতা, তোমার অনুগ্রহ তিনি সম্যক অবগত আছেন যিনি এই প্রকার মন্ত্রসমূহ পাঠ করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন; তাঁর জন্য তুমি সকল সমুজ্জ্বল দিবসের, সকল সম্পদের, উত্তম ব্যক্তিগণের গৃহের অভিমুখে দীপ্তি প্রকাশ করেছ ।।৬।।

**সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ ।**
**পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাসদিষ্টিঃ ॥৭।।**

অগ্নি, মাত্র তিনিই যেন সৌভাগ্যবান, শোভনদাতা, যিনি তাঁর স্তুতিসকল ও নিয়ত হবিঃ দ্বারা তাঁর নিজ আয়ুষ্কালে তাঁর নিজগৃহে তোমাকে প্রসন্ন করতে অভিলাষ করেন। যেন তাঁর সকল দিবস শোভন হয়; তাঁর এই অভিলাষ সফল হয় ।।৭।।

**অর্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্বাক্ সং তে বাবাতা জরতামিয়ং গীঃ ।**
**স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্ ॥৮।।**

তোমার সদয় অনুগ্রহকে স্তুতি করি; আমাদের অভিমুখে আনত হয়ে (সেই গান) শ্রবণ কর। যেন আমার এই স্তুতি তোমার প্রতি প্রিয়জনের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা, উত্তম অশ্ব ও উত্তমরথবান ব্যক্তিরা তোমাকে পরিচর্যা করি এবং দিনে দিনে তুমি যেন আমাদের আধিপত্য অথবা ভূসম্পদ প্রদান কর ।।৮।।





**ইহ ত্বা ভূর্যা চরেদুপ ত্মন্ দোষাবস্তর্দীদিবাংসমনু দ্যূন্ ।**
**ক্রীলন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাঽভি দ্যুম্না তস্থিবাংসো জনানাম্ ॥৯।।**

এই স্থানে তোমার সমীপস্থিত হয়ে যেন (যে কেহ) স্বয়ং প্রভূত পরিচর্যা করেন। যে তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে জ্যোতির্ময়। অপর সকলের খ্যাতিকে অভিভূত করে লীলাময় এবং আনন্দময় তোমাকে আমরা পূজা করব ।।৯।।

**যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন ।**
**তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্ জুজোষৎ ॥১০।।**

যে কেহ অশ্ব এবং স্বর্ণে সমৃদ্ধ হয়ে হে অগ্নি, সম্পদে পূর্ণ রথে (আরোহণ) করে তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তুমি তারই রক্ষাকর্তা, তারই বন্ধু হয়ে ওঠ, যে নিরন্তর তোমার আতিথেয়তা উপভোগ করে ।।১০।।

**মহো[১] রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায় ।**
**ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ ॥১১।।**

আমার আত্মীয়তা এবং বাক্যাবলী (স্তুতি)র মাধ্যমে আমি বলবানকে ভগ্ন করি; আমার পিতা গৌতমের নিকট হতে পরম্পরাক্রমে আমি সেই (শক্তি) প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের এই বাক্য-বিষয়ে তুমি অবধান কর হে হোতা নবীনতম, অত্যন্ত জ্ঞানী অথবা কর্মদক্ষ, গৃহের মিত্রস্বরূপ ।।১১।।

১. মহো—রাক্ষস সকলকে—সায়ণ ভাষ্য।

**অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ ।**
**তে পায়বঃ সধ্রযঞ্চো নিষদ্যাঽগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর ॥১২।।**

এই অতন্দ্র, ক্ষিপ্রগামী এবং কল্যাণকর, সচেতন, সদা বন্ধুতাপন্ন ক্লান্তিহীন তোমার রক্ষণশক্তিসকল যেন পরস্পর সংহতরূপে এই স্থানে অবস্থান করে এবং আমাদের রক্ষা করে, হে ভ্রান্তিহীন অগ্নি ।।১২।।

**যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্ ।**
**ররক্ষ তান্ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্ রিপবো নাহ দেভুঃ ॥১৩।।**

অগ্নি, তোমার যে রক্ষণসমূহ পর্যবেক্ষণ পূর্বক অন্ধ মমতাপুত্রকে (দীর্ঘতমসকে) দুর্বিপাক হতে রক্ষা করেছে সেই শোভনকর্মা (রক্ষক সকলকে) সর্বজ্ঞ অগ্নি রক্ষণ করেছেন। যে সকল শত্রু হিংসায় উদ্যত ছিল তারা কোন প্রকার অপকারে অক্ষম হয়েছে ।।১৩।।

**ত্বয়া বয়ং সধন্য স্তোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্ ।**
**উভা শংসা[1] সূদয় সত্যতাতে হনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ ॥১৪।।**

তোমার প্রসাদে যেন আমরা—তোমার রক্ষণপ্রাপ্ত সঙ্গীগণ তোমাকর্তৃক চালিত হয়ে অন্ন অথবা শক্তি লাভ করতে পারি। হে সর্বদা সত্যস্বরূপ, উভয়বিধ স্তুতিকে সার্থক কর। যথাক্রমে (স্থাপনা) কর, হে অপ্রতিহত অথবা বলসমৃদ্ধ (অগ্নি) ।।১৪।।

১. উভা শংসা—দেব ও মনুষ্য উভয়ের স্তুতি।

**অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোমং শস্যমানং গৃভায় ।**
**দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ ॥১৫।।**

হে অগ্নি, এই ইন্ধন দ্বারা তোমার সেবা আমরা করব। এই উচ্চার্যমান স্তুতিমন্ত্রকে অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ কর। স্তুতিহীন রাক্ষসগণকে দগ্ধ কর। আমাদের রক্ষা কর বিরোধ হতে, নিন্দা হতে এবং দুর্বিপাক হতে, হে বহু জনের সখা ।।১৫।।

## (সূক্ত-৫)

**বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।**

**বৈশ্বানরায় মীলহুষে সজোষাঃ কথা দাশেমাগ্নয়ে বৃহদ্ ভাঃ ।**
**অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ স্তভায়দুপমিন্ন রোধঃ ॥১।।**

কেমন করে আমরা, সমবেতভাবে, বৈশ্বানরের প্রতি, অভীষ্টদাতা অগ্নির প্রতি আহুতি দান করব? কেমনভাবে তাঁর মহান দীপ্তিকে পরিচর্যা করব? তাঁর ক্ষয়হীন মহান সমৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি (দ্যুলোককে) উন্নীত করেছেন যেমনভাবে স্তম্ভ ধারণ করে ঊর্ধ্বের আচ্ছাদন ।।১।।





**মা নিন্দত য ইমাং মহ্যং রাতিং[1] দেবো দদৌ মর্ত্যায় স্বধাবান্ ।**
**পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা বৈশ্বানরো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥২।।**

তাঁর অপবাদ কোর না, সেই স্বীয় শক্তিমান দেবতা, যিনি আমাকে, এক পৃথিবীবাসীকে এই সম্পদ দান করেছেন, এক সাধারণ মানবকে (দান করেছেন) সেই মেধাবী মৃত্যুহীন, বিশিষ্ট জ্ঞানী, বৈশ্বানর যিনি শ্রেষ্ঠ নেতা এবং যৌবনদীপ্ত ।।২।।

১. রাতি—সম্পদ—এখানে কাব্যের প্রেরণা; বাক্।

**সাম দ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্ ।**
**পদং ন গোরপগূলহং বিবিদ্বানগ্নির্মহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাম্ ॥৩।।**

দ্বিগুণ মহান, তীক্ষ্ণাগ্র, অসংখ্য তেজঃ সম্পন্ন, সেই বলিষ্ঠ অভীষ্ট দায়ক অগ্নি যিনি হৃত গাভীর পদচিহ্নের ন্যায় সংগোপন মহৎ সামকে অবগত আছেন তিনি আমাকে অনুপ্রেরিত সুমতি বিবৃত করেছেন ।।৩।।

**প্র তাঁ অগ্নির্বভসৎ তিগ্মজম্ভস্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ ।**
**প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি ॥৪।।**

যেন সেই তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত প্রভূতদানকারী অগ্নি তাঁর তপ্ততম শিখাসকল দ্বারা তাদের প্রকৃষ্টভাবে গ্রাস করেন যারা বরুণের বিধানসকল এবং প্রিয় মিত্রের দৃঢ় বিধানসকল অমান্য করে ।।৪।।

**অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ ।**
**পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজনতা গভীরম্ ॥৫।।**

ভ্রাতৃহীনা তরুণীগণ যেমন (পুরুষকে) অনুসরণ করে সেই রূপে, যেমন দুশ্চরিত্রা নারীরা স্বামীর প্রতি ছলনা করে সেইরূপে, যারা দুষ্ট, অসত্যচারী, মিথ্যাবাদী তারা এই অতল স্থান সৃষ্টি করেছেন। [অথবা তারা (অপর কবিরা) এই রহস্যময় (পদ) শব্দবন্ধ সৃষ্টি করেছেন] ।।৫।।

টীকা—সায়ণ—পদ অর্থাৎ নরক।

**ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকাহমিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম ।**
**বৃহদ্ দধাথ ধৃষতা গভীরং যহ্বং পৃষ্ঠং প্রয়সা সপ্তধাতু ॥৬॥**

(কিন্তু) এই (পদবন্ধ) আমারই জন্য, হে পবিত্র অগ্নি! (যখন আমি) তুচ্ছ হলেও (বিধি সকলকে) ব্যাহত করি না, (আমারই জন্য) গুরুভারের ন্যায় এই প্রেরণাকে সবলে নিহিত করেছ, এই মহান, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং শক্তি সমন্বিত সপ্তবিধ 'পৃষ্ঠ' স্তোত্র বিশেষকে হবিঃ যোগে (দান করেছ) ॥৬॥

**তমিন্নেবেব সমনা [1]সমানমভি ক্রত্বা পুনতী ধীতিরশ্যাঃ ।**
**সসস্য চর্মন্নধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রুপ আরুপিতং জবারু ॥৭॥**

যেন আমাদের চিন্তা, যা অনুপ্রেরণার মাধ্যমে পবিত্র করে তোলে, ক্ষণ মাত্রেই একমাত্র তাঁর (অগ্নির) প্রতি একইভাবে উপস্থিত হয়। শস্যের সুন্দর আবরণের উপরে, পৃথিবীর রম্য ঊর্ধ্বভাগে, সমুন্নত স্থানে স্থাপিত, সুন্দর হয়ে থাকে ॥৭॥

১. সমানম্ —বৈশ্বানর অগ্নি। অরূপিতম্ জবারুঃ। সমুন্নত স্থানে স্থাপিত। কিন্তু 'জবারুঃ' শব্দের অর্থ অস্বচ্ছ। Wilson বলেছেন—দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—যে (চিন্তার) দ্রুত আরোহণকারী ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীর পূর্বভাগে স্থাপিত হয়েছে সূর্যের ন্যায়, স্থির আকাশের ঊর্ধ্বভাগে আরোহণের জন্য।

**প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতমুপ নিণিগ্ বদন্তি ।**
**যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রন্ পাতি প্রিয়ং রুপো অগ্রং পদং বেঃ ॥৮॥**

আমার এইসকল বাক্য বিষয়ে কী বক্তব্য থাকবে? গোপনে সংরক্ষিত (পদ অথবা শব্দ) বিষয়ে তারা সূচিত করে থাকে। যখন তারা রক্তাভ (গাভী অথবা আলোকের) আশ্রয়কে যেন অপাবৃত করেছিলেন, তিনি (অগ্নি) সেই প্রিয় পর্বতশীর্ষকে, পাখীর বাসস্থানকে রক্ষা করে থাকেন ॥৮॥

টীকা—গুহাহিতম্ উপনিণিক ইত্যাদি— অঙ্গিরসগণ অপহৃত আলোককে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পাখী—সূর্য অথবা যিনি আকাশ পরিক্রমা করেন।

**ইদমু ত্যন্মহি মহামনীকং যদুস্রিয়া সচত পূর্ব্যং গৌঃ ।**
**ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং গুহা রঘুষ্যদ্ রঘুয়দ্ বিবেদ ॥৯॥**





এই সেই মহিমাময়ের বলিষ্ঠ প্রকাশ[1] যাকে অতীতকাল হতে অগ্রে স্থাপনা করে সেই রক্তবর্ণা দীপ্তি অনুসরণ করেছেন। সত্যের স্থানে অধিক দীপ্যমানরূপে, গোপনে ক্ষিপ্র গমনরত ও দ্রুত প্রবাহিত তাকে তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন ॥৯॥

১. বলিষ্ঠ প্রকাশ—সূর্যালোক। রক্তবর্ণা গৌঃ— উষা, শেষ পংক্তির তাৎপর্য— উষা সূর্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন যখন তিনি গোপনে বা রাত্রিকালে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পরিক্রমা করেন।

**অ অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসাংমনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ ।**
**মাতুষ্পদে পরমে অন্তি ষদ্ গোর্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহ্বা ॥১০॥**

অনন্তর যিনি তাঁর পিতামাতার (অরণিদ্বয়ের) সঙ্গে যুগপৎ দীপ্যমান অবস্থায় (বিদ্যমান হয়ে থাকেন) তিনি পৃশ্নির সংগোপন রমণীয় সম্পদের কথা অবহিত থাকেন। যা (সম্পদ) গাভীমাতার দূরতম স্থানে অবস্থিত—। (অগ্নি) তার বলিষ্ঠ, প্রদীপ্ত এবং প্রসারিত (শিখা সমূহের) জিহ্বা সহ নিকটে (বিদ্যমান হয়েছিলেন) ॥১০॥

**ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্ ।**
**ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং দিবি যদু দ্রবিণং যৎ পৃথিব্যাম্ ॥১১॥**

শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসিত অবস্থায় সত্য কথন করছি, হে অগ্নি, হে জাতবেদস্ তোমারই (বদান্যতার) আশায়। এই যা কিছু সকল (সত্য)। এই সমূহের উপর তোমারই আধিপত্য, —যা কিছু সম্পদ স্বর্গে বিদ্যমান যা কিছু মর্ত্যে ॥১১॥

**কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নং বি নো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ।**
**গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য রেকু পদং ন নিদানা অগন্ম ॥১২॥**

এই সম্পদের কিঞ্চিৎ কি আমাদের জন্য? কী সেই ধন? হে জাতবেদস্, জ্ঞানবান, যা তুমি আমাদের প্রতি অভিব্যক্ত করেছ। এই সংগোপন পথে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? আমরা, অনিন্দিতভাবে বহু দূর স্থানে উপস্থিত হয়েছি ॥১২॥

**কা মর্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামমচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজম্ ।**
**কদা নো দেবীরমৃতস্য পত্নীঃ সূরো বর্ণেন ততনন্নুষাসঃ ॥১৩॥**

**ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকাহমিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম ।**
**বৃহদ্ দধাথ ধৃষতা গভীরং যহ্বং পৃষ্ঠং প্রয়সা সপ্তধাতু ॥৬॥**

(কিন্তু) এই (পদবন্ধ) আমারই জন্য, হে পবিত্র অগ্নি! (যখন আমি) তুচ্ছ হলেও (বিধি সকলকে) ব্যাহত করি না, (আমারই জন্য) গুরুভারের ন্যায় এই প্রেরণাকে সবলে নিহিত করেছ, এই মহান, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং শক্তি সমন্বিত সপ্তবিধ 'পৃষ্ঠ' স্তোত্র বিশেষকে হবিঃ যোগে (দান করেছ) ॥৬॥

**তমিন্ন্বেব সমনা [১]সমানমভি ক্রত্বা পুনতী ধীতিরশ্যাঃ ।**
**সসস্য চর্মন্নধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রুপ আরুপিতং জবারু ॥৭॥**

যেন আমাদের চিন্তা, যা অনুপ্রেরণার মাধ্যমে পবিত্র করে তোলে, ক্ষণ মাত্রেই একমাত্র তাঁর (অগ্নির) প্রতি একইভাবে উপস্থিত হয়। শস্যের সুন্দর আবরণের উপরে, পৃথিবীর রম্য ঊর্ধ্বভাগে, সমুন্নত স্থানে স্থাপিত, সুন্দর হয়ে থাকে ॥৭॥

১. সমানম্ —বৈশ্বানর অগ্নি। অরূপিতম্ জবারুঃ। সমুন্নত স্থানে স্থাপিত। কিন্তু 'জবারুঃ' শব্দের অর্থ অস্বচ্ছ। Wilson বলেছেন—দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—যে (চিন্তার) দ্রুত আরোহণকারী ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীর পূর্বভাগে স্থাপিত হয়েছে সূর্যের ন্যায়, স্থির আকাশের ঊর্ধ্বভাগে আরোহণের জন্য।

**প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতমুপ নিণিগ্ বদন্তি ।**
**যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রন্ পাতি প্রিয়ং রুপো অগ্রং পদং বেঃ ॥৮॥**

আমার এইসকল বাক্য বিষয়ে কী বক্তব্য থাকবে? গোপনে সংরক্ষিত (পদ অথবা শব্দ) বিষয়ে তারা সূচিত করে থাকে। যখন তারা রক্তাভ (গাভী অথবা আলোকের) আশ্রয়কে যেন অপাবৃত করেছিলেন, তিনি (অগ্নি) সেই প্রিয় পর্বতশীর্ষকে, পাখীর বাসস্থানকে রক্ষা করে থাকেন ॥৮॥

টীকা—গুহাহিতম্ উপনিণিক ইত্যাদি— অঙ্গিরসগণ অপহৃত আলোককে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পাখী—সূর্য অথবা যিনি আকাশ পরিক্রমা করেন।

**ইদমু ত্যন্মহি মহামনীকং যদুস্রিয়া সচত পূর্ব্যং গৌঃ ।**
**ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং গুহা রঘুষ্যদ্ রঘুয়দ্ বিবেদ ॥৯॥**





এই সেই মহিমাময়ের বলিষ্ঠ প্রকাশ[১] যাকে অতীতকাল হতে অগ্রে স্থাপনা করে সেই রক্তবর্ণা দীপ্তি অনুসরণ করেছেন। সত্যের স্থানে অধিক দীপ্যমানরূপে, গোপনে ক্ষিপ্র গমনরত ও দ্রুত প্রবাহিত তাকে তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন ॥৯॥

১. বলিষ্ঠ প্রকাশ—সূর্যালোক। রক্তবর্ণা গৌঃ— উষা, শেষ পংক্তির তাৎপর্য— উষা সূর্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন যখন তিনি গোপনে বা রাত্রিকালে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পরিক্রমা করেন।

**অ অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসাঽমনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ ।**
**মাতুষ্পদে পরমে অন্তি ষদ্ গোর্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহ্বা ॥১০॥**

অনন্তর যিনি তাঁর পিতামাতার (অরণিদ্বয়ের) সঙ্গে যুগপৎ দীপ্যমান অবস্থায় (বিদ্যমান হয়ে থাকেন) তিনি পৃশ্নির সংগোপন রমণীয় সম্পদের কথা অবহিত থাকেন। যা (সম্পদ) গাভীমাতার দূরতম স্থানে অবস্থিত—। (অগ্নি) তার বলিষ্ঠ, প্রদীপ্ত এবং প্রসারিত (শিখা সমূহের) জিহ্বা সহ নিকটে (বিদ্যমান হয়েছিলেন) ॥১০॥

**ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্ ।**
**ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং দিবি যদু দ্রবিণং যৎ পৃথিব্যাম্ ॥১১॥**

শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসিত অবস্থায় সত্য কথন করছি, হে অগ্নি, হে জাতবেদস্ তোমারই (বদান্যতার) আশায়। এই যা কিছু সকল (সত্য)। এই সমূহের উপর তোমারই আধিপত্য, —যা কিছু সম্পদ স্বর্গে বিদ্যমান যা কিছু মর্ত্যে ॥১১॥

**কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নং বি নো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ।**
**গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য রেকু পদং ন নিদানা অগন্ম ॥১২॥**

এই সম্পদের কিঞ্চিৎ কি আমাদের জন্য? কী সেই ধন? হে জাতবেদস্, জ্ঞানবান, যা তুমি আমাদের প্রতি অভিব্যক্ত করেছ। এই সংগোপন পথে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? আমরা, অনিন্দিতভাবে বহু দূর স্থানে উপস্থিত হয়েছি ॥১২॥

**কা মর্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামমচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজম্ ।**
**কদা নো দেবীরমৃতস্য পত্নীঃ সূরো বর্ণেন ততনন্নুষাসঃ ॥১৩॥**

সীমা কোথায়? বিধি কী কী? আকাঙ্ক্ষিত ফল কী? যেমন দ্রুতগামী (অশ্বসকল) অন্ন অথবা যুদ্ধের প্রতি ধাবিত হয় সেইভাবে যেন আমরা তার প্রতি ধাবিত হতে পারি। কখন সেই দেবীগণ, মৃত্যুহীনের পত্নীগণ, ঊষা সকল, আমাদের প্রতি সূর্যের বর্ণকে (বিভাকে) বিস্তার করেছেন ।।১৩।।

**অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন প্রতীত্যেন কৃধুনাতৃপাসঃ ।**
**অধা তে অগ্নে কিমিহা বদন্ত্যনায়ুধাস[১] আসতা সচন্তাম্ ॥১৪॥**

অপরিতৃপ্তভাবে, নিষ্প্রাণ ও পরিমিত, বাধাপ্রাপ্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে অতঃপর এইস্থানে তোমার প্রতি কী কথন করে। হে অগ্নি! অস্ত্রহীন তারা যেন দুঃখভাজন হয়ে থাকে ।।১৪।।

১. অনায়ুধাস—যজ্ঞরূপ অস্ত্র যার দ্বারা অগ্নিকে প্রসন্ন করা হয়। সেই যজ্ঞ যাদের নেই তারা।

**অস্য শ্রিয়ে সমিধানস্য বৃষ্ণো বসোরনীকং দম আ রুরোচ ।**
**রুশদ্ বসানঃ সুদৃশীকরূপঃ ক্ষিতির্ন রায়া পুরুবারো অদ্যৌৎ ॥১৫॥**

এই কল্যাণের অথবা সৌন্দর্যের জন্য ইন্ধন যোগে প্রজ্বলন্ত, ফল বর্ষক, উৎকৃষ্ট (অগ্নির) তেজঃপুঞ্জ বাসস্থানের সর্বদিকে দীপ্ত হয়ে থাকে। আলোক দ্বারা আচ্ছাদিত, শোভনদর্শনযোগ্য আকৃতিমান্ সেই বহুবিধ অনুগ্রহকারী (দেবতা) সম্পদ-সমৃদ্ধ গৃহের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছেন ।।১৫।।

## (সূক্ত-৬)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**উর্ধ্ব উ ষু ণো অধ্বরস্য হোতরগ্নে তিষ্ঠ দেবতাতা যজীয়ান্ ।**
**ত্বং হি বিশ্বমভ্যসি মন্ম প্র বেধসশ্চিৎ তিরসি মনীষাম্ ॥১॥**

হে যজ্ঞানুষ্ঠানের হোতা অগ্নি, তুমি উর্ধ্বমুখী রূপে অবস্থান কর, এই দিব্য সম্মেলনে (তুমি আমাদের) শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী। কারণ, তুমি সর্ববিধ চিন্তার অধিপতি; তুমি যজ্ঞবিধি-নিয়ামকের ধী-কে বিস্তারিত করে থাক ।।১।।





**অমূরো হোতা ন্যসাদি বিক্ষ্বগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ ।**
**ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমং স্তভায়দুপ দ্যাম্ ॥২॥**

যিনি মানবগণের মধ্যে অভ্রান্ত অথবা অনিন্দনীয় হোতারূপে সম্যক অধিষ্ঠিত আছেন সেই অগ্নি আনন্দদায়ক এবং যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহে প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান; তিনি সবিতৃদেবের ন্যায় প্রদীপ্ত রশ্মিজালকে ঊর্ধ্বোত্থিত করেছেন, এবং নির্মাতার মতো তিনি ধূম্ররাশিকে স্বর্গ পর্যন্ত স্তম্ভবৎ (পুঞ্জিত) করেছেন ।।২।।

**যতা সুজূর্ণী রাতিনী ঘৃতাচী প্রদক্ষিণিদ্ দেবতাতিমুরাণঃ ।**
**উদু স্বরুর্নবজা নাক্রঃ পশ্বো অনক্তি[১] সুধিতঃ সুমেকঃ ॥৩॥**

সমুজ্জ্বলরূপে সেই জুহূ (যজ্ঞীয় পাত্র বিঃ) হব্যপূর্ণা, ঘৃতপূর্ণা। অবস্থায় উন্নীত হয়েছে; সম্মিলিত দেবগণের প্রতি পরিচর্যারত (অগ্নি) দক্ষিণদিক অভিমুখে আবর্তন করতে থাকেন; সাগ্রহে তিনি নবনির্মিত যূপের ন্যায় উত্থান করেন এবং স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় বদ্ধ অবস্থায় পশুগুলিকে অবলেপন করেন ।।৩।।

১. অনক্তি—ঘৃত দ্বারা অবলেপন।

**স্তীর্ণে ৰর্হিষি সমিধানে অগ্না উর্ধ্বো অধ্বর্যুর্জুজুষাণো অস্থাৎ ।**
**পর্যগ্নিঃ পশুপা ন হোতা ত্রিবিষ্ট্যেতি প্রদিব উরাণঃ ॥৪॥**

কুশসমূহ বিস্তৃত করা হলে এবং অগ্নি (ইন্ধন যোগে) প্রজ্বলিত হলে, অধ্বর্যু সানন্দে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হয়েছেন। হোতা অগ্নি, পশুপালকের ন্যায় তিনবার পরিভ্রমণ করেন—যেমনভাবে অতীতকাল হতে তিনি বিস্তৃত করে থাকেন ।।৪।।

**পরি ত্মনা মিতদ্রুরেতি হোতা হগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা ।**
**দ্রবন্ত্যস্য বাজিনো ন শোকা ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা যদভ্রাট্ ॥৫॥**

পরিমিত গতিতে হোতা স্বয়ং চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন; সেই অগ্নি আনন্দকর, মধুরভাষী, সত্যনিষ্ঠ; তাঁর শিখাগুলি সতেজ অশ্বের ন্যায় ধাবিত, তিনি প্রদীপ্ত হলে সকল প্রাণীকুল ভীত হয়ে থাকে ।।৫।।

**ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সংদৃগ্ ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ।**
**ন যৎ তে শোচিস্তমসা বরন্ত ন ধ্বস্মানস্তন্বী রেপ আ ধুঃ ॥৬॥**

হে শোভনরূপবান অগ্নি, তোমার প্রকাশ কল্যাণকর। এবং যদিও তুমি উগ্রভাবে বিস্তৃত হয়ে থাক, তবু তুমি মনোহর। যেহেতু তারা তোমার শিখাগুলি অন্ধকারে আবৃত করে না তাই ধূম্রজাল তোমার শরীরকে কলঙ্কলিপ্ত করতে পারে না ।।৬।।

**ন যস্য সাতুর্জনিতোরবারি ন মাতরাপিতরা নূ চিদিষ্টৌ[১]।**
**অধা মিত্রো ন সুধিতঃ পাবকো ঽগ্নির্দীদায় মানুষীষু বিক্ষু ॥৭॥**

এই ভোক্তার (আকৃতি?) জন্ম হতে অবাধ, তাঁর পিতা-মাতা সর্বদাই তাঁকে প্রেরণ করতে অথবা অন্বেষণ করতে (বাধাহীন থাকেন)।—তাই উপকারী বন্ধুর ন্যায় সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধিকারী অগ্নি মানবীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে দীপ্তি বিকীরণ করেন ।।৭।।

১. নূচিদিষ্টৌ—দেবলোক ও মনুষ্যলোকের মধ্যে দূত রূপে প্রেরণ করতে।

**দ্বির্যং পঞ্চ জীজনন্ ৎসংবসানাঃ স্বসারো অগ্নিং মানুষীষু বিক্ষু।**
**উষর্বুধমথর্যো ন দন্তং শুক্রং স্বাসং পরশুং ন তিগ্মম্ ॥৮॥**

একত্রবসবাসরত দ্বিগুর্ণিত পঞ্চসংখ্যক ভগিনীগণ যাঁকে, অগ্নিকে মানবীয় আবাসগুলিতে উৎপাদন করেছেন, প্রত্যূষে জাগরিত তিনি শিখাদ্বারা আবৃত জনের দন্তের ন্যায় উজ্জ্বল, শোভন আস্যযুক্ত ও কুঠারের ন্যায় তীক্ষ্ণ (হয়ে থাকেন) ।।৮।।

টীকা—দ্বি-পঞ্চ ভগিনীগণ—ঋত্বিকের দশ অঙ্গুলি।

**তব ত্যে অগ্নে হরিতো ঘৃতস্না রোহিতাস ঋজ্বঞ্চঃ স্বঞ্চঃ।**
**অরুষাসো বৃষণ ঋজুমুষ্কা আ [১]দেবতাতিমহ্বন্ত দস্মাঃ ॥৯॥**

তোমার এইসকল পিঙ্গল (অশ্ব), অগ্নি, ঘৃতলিপ্ত, উজ্জ্বল রক্তাভ বর্ণ, সরল পথে গমন করে, সুষ্ঠুভাবে চালিত থাকে। এবং এই রক্তিম অশ্বগুলি, বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পেশিসংবলিত, আশ্চর্যকর, তারা দেবসভার প্রতি আহূত হয়ে থাকে ।।৯।।

১. দেবতাতি—প্রস্তুত যজ্ঞ।





**যে হ ত্যে তে সহমানা অয়াসস্ত্বেষাসো অগ্নে অর্চয়শ্চরন্তি।**
**শ্যেনাসো ন দুবসনাসো অর্থং তুবিষ্বণসো মারুতং ন শর্ধঃ ॥১০॥**

তোমার এই সকল উজ্জ্বল দীপ্যমান রশ্মিসকল, হে অগ্নি, যা নিয়ত সঞ্চরণশীল, সকলকে অভিভূত করে, যেন শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লক্ষ্যের অভিমুখে ক্ষিপ্র ধাবিত হয়। যেন মরুৎসংঘের ন্যায় সোচ্চারে গর্জন করে ।।১০।।

**অকারি ব্রহ্ম সমিধান তুভ্যং শংসাত্যুক্থং যজতে ব্যূ ধাঃ।**
**হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্নমস্যন্ত উশিজঃ শংসমায়োঃ[১] ॥১১॥**

হে প্রজ্বলন্ত অগ্নি! তোমার জন্য ব্রহ্ম (স্তোত্র) রচিত হয়েছে, হোতা তোমার উদ্দেশে উক্থ (প্রশস্তি) পাঠ করবেন, যজমানের প্রতি ধন দান কর। ঋত্বিগগণ অগ্নিকে মানুষের হোতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবিতের প্রশস্তিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁরা কামনারত থাকেন ।।১১।।

১. শংসম্-আয়োঃ—মানুষের প্রশস্তি—নারাশংস অগ্নি।

## (সূক্ত-৭)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,১ জগতী,২-৬ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ।**
**যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে ॥১॥**

(কর্ম) বিধায়কগণের[১] দ্বারা এইস্থানে ইনি প্রথম সন্নিবেশিত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী হোতারূপে যাঁকে যজ্ঞকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্তুতি করা হয়। যাঁকে অপ্নবান (নামে ঋষি) এবং ভৃগুবংশীয়গণ দ্যুতিমান করেছিলেন। বনভূমিতে সমুজ্জ্বল এবং গৃহ হতে গৃহে বিস্তারিত (করেছিলেন) ।।১।।

১. (কর্ম) বিধায়ক—অধ্বর্যুগণ।

**অগ্নে কদা ত আনুষগ্ ভুবদ্ দেবস্য চেতনম্।**
**অধা হি ত্বা জগৃভ্রিরে মর্তাসো বিক্ষীড্যম্ ॥২॥**

অগ্নি, কখন তোমার, দেবতার অথবা দ্যুতিমানের জ্যোতি যথাবিহিত রূপে প্রকাশ পাবে? সেই কারণেই মর্তবাসীগণ তোমাকে সকল জনসমাজে স্তুতিযোগ্যরূপে অবলম্বন করেছেন ।।২।।

**ঋতাবানং বিচেতসং পশ্যন্তো দ্যামিব স্তৃভিঃ ।**
**বিশ্বেষামধ্বরাণাং হস্কর্তারং দমেদমে ॥৩।।**

তোমাকে (মর্ত্যবাসীগণ) অবলোকন করেন নীতিনিষ্ঠ, সূক্ষ্মবিবেচকরূপে যেমন নক্ষত্রখচিত আকাশকে (করে থাকেন)। যে তুমি গৃহে গৃহে সকল অনুষ্ঠানকে সোল্লাস আলোকের মাধ্যমে উজ্জ্বল কর ।।৩।।

**আশুং দূতং বিবস্বতো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি ।**
**আ জভ্রুঃ কেতুমায়বো ভৃগবাণং বিশেবিশে ॥৪।।**

বিবস্বানের ক্ষিপ্রকারী দূত যিনি সকল মানবকে অভিভূত করে থাকেন। জীবিত সকলে তাঁকে প্রজ্ঞাপক চিহ্নরূপে গ্রহণ করেছে। সেই ভৃগুতুল্য (বিচরণকারী) সকল মানবগোষ্ঠীতে বিচরণ করেন ।।৪।।

১. ভৃগবাণম্— ভৃগুবৎ দীপ্যমান—সায়ণভাষ্য। কারণ, ভৃগুকে প্রকৃত ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মূর্তিমান রূপ বলা হয়েছে।

**তমীং হোতারমানুষক্ চিকিত্বাংসং নি ষেদিরে ।**
**রণ্বং পাবকশোচিষং যজিষ্ঠং সপ্ত ধামভিঃ ॥৫।।**

যথাবিহিতভাবে হোতারূপে সেই (অগ্নিকে) জ্ঞানবানকে তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন, সেই আনন্দদায়ক, শুদ্ধদীপ্তিমান, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী, সপ্তলোকের মধ্যে (তাঁকে স্থাপন করেছেন) অথবা সপ্তবিধ তেজের সঙ্গে (তাঁকে স্থাপন করেছেন) ।।৫।।

**তং শশ্বতীষু মাতৃষু বন আ বীতমশ্রিতম্ ।**
**চিত্রং সন্তং গুহা হিতং সুবেদং কূচিদর্থিনম্ ॥৬।।**

তাঁকে, চিরন্তনী মাতৃগণের মধ্যে, যিনি বনভূমির মধ্যে আবৃত এবং দুষ্প্রাপ্য, যিনি সংগোপনে রক্ষিত অথচ সমুজ্জ্বল। যিনি সহজেই জ্ঞাত হয়ে থাকেন কিন্তু অনির্দিষ্ট স্থানে সন্ধানযোগ্য ।।৬।।





**সসস্য যদ্ বিযুতা সস্মিন্নূধন্নৃতস্য ধামন্ রণয়ন্ত দেবাঃ ।**
**মহাঁ অগ্নির্নমসা রাতহব্যো বেরধ্বরায় সদমিদৃতাবা ॥৭।।**

যখন এই পৃথিবীর বক্ষদেশে সস্য বিস্তারিত হয়ে থাকে। সত্যের আবাসস্থলে দেবগণ আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। মহিমাময় যে অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাসহ হব্যাদি আহুতি দেওয়া হয়। সেই সত্যসন্ধ সর্বদা যজ্ঞের প্রতি শীঘ্র ধাবিত হয়ে থাকেন ।।৭।।

১. সস্মিন্ উধন— যজ্ঞবেদিতে যেখান থেকে হব্যাদি বিস্তার লাভ করে। যজ্ঞীয় আহুতি প্রদত্ত হলে তবেই অগ্নি দেবগণকে আবাহন করেন—Griffith.

**বেরধ্বরস্য দূত্যানি বিদ্বানুভে অন্তা রোদসী সংচিকিত্বান্ ।**
**দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণো বিদুষ্টরো দিব আরোধনানি ॥৮।।**

অগ্নি তুমি, দৌত্যকর্মে অভিজ্ঞ, উভয় লোকের (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে উভয়কে একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে করতে অতীতকাল হতে সমুৎসুক দূতের ন্যায় ক্ষিপ্র কর্ম সম্পাদন কর কারণ, তুমি স্বর্গের আরোহণ স্থানসকল উত্তমরূপে অবগত আছ ।।৮।।

টীকা—উভয় লোকের মধ্যস্থিত দেশ—অন্তরিক্ষ লোক।

**কৃষ্ণং ত এম রুশতঃ পুরো ভাশ্চরিষ্ণ্বর্চির্বপুষামিদেকম্ ।**
**যদপ্রবীতা দধতে হ গর্ভং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীদু দূতঃ ॥৯।।**

হে সমুজ্জ্বল (দেবতা)! তোমার পথ কৃষ্ণবর্ণ, তোমার দীপ্তি সম্মুখভাগে (বিস্তৃত)। তোমার (বিচিত্র) আকৃতিসমূহের চঞ্চল রশ্মিগুলি একই (প্রকার); যখন (তোমার মাতা) নিষিক্তা না হলেও গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং তুমি জন্ম মাত্রেই দৌত্য স্বীকার করেছিলে ।।৯।।

**সদ্যো জাতস্য দদৃশানমোজো যদস্য বাতো অনুবাতি শোচিঃ ।**
**বৃণক্তি তিগ্মামতসেষু জিহ্বাং স্থিরা চিদন্না দয়তে বি জম্ভৈঃ ॥১০।।**

জন্ম মাত্রেই তাঁর তেজ প্রকাশমান হয়েছিল যখন ইহার শিখাকে বায়ু উদ্দীপিত করেছিলেন; বৃক্ষ গুল্মাদিতে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ জিহ্বা প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন। তাঁর দন্ত অথবা হনূ দ্বারা কঠিন খাদ্যও তিনি ভক্ষণ করেছিলেন ।।১০।।

**তৃষু যদন্না তৃষুণা ববক্ষ তৃষুং দূতং কৃণুতে যহ্বো অগ্নিঃ ।**
**বাতস্য মেলিং সচতে নিজূর্বন্নাশুং ন বাজয়তে হিন্বে অর্বা ॥১১॥**

যখন ক্ষিপ্র শিখাসমূহ দ্বারা তিনি ক্ষিপ্রভাবে খাদ্য গ্রহণ করেছেন তখন তারুণ্যে চঞ্চল অগ্নি নিজেকে দ্রুতগামী দূত করেছেন। তিনি বায়ুগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন, (কাষ্ঠাদি) দহন করতে করতে এবং অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে শীঘ্র সেই অগ্নি (যেন) অশ্বকে (বায়ুকে) প্রেরণ করেন ॥১১॥

**(সূক্ত-৮)**

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্ ।**
**যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥১॥**

তোমাকে, হব্যবহনকারী দূতকে যিনি অমর, সর্বসম্পদের অধিপতি ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদক তাঁকে স্তুতির মাধ্যমে আমি প্রসন্ন করি ॥১॥

**স হি বেদা বসুধিতিং মহাঁ আরোধনং দিবঃ ।**
**স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২॥**

তিনি সম্পদ দানের বিষয়ে অবগত আছেন; সেই মহিমাময়, স্বর্গারোহণের উপায় (স্বর্গের অন্তঃস্থল বিষয়ে) অবগত আছেন। তিনি দেবগণকে এই স্থান অভিমুখে বহন করবেন ॥২॥

**স বেদ দেব আনমং দেবাঁ ঋতায়তে দমে ।**
**দাতি প্রিয়াণি চিদ্ বসু ॥৩॥**

সেই দেবতা তাঁর গৃহে (যজ্ঞস্থানে) দেবগণকে সত্যের অভিলাষে কেমন করে প্রকৃষ্টভাবে নয়ন করা (প্রয়োজন); অভীষ্ট সম্পদসকল (তিনি) দান করেন ॥৩॥





**স হোতা সেদু দূত্যং চিকিত্বাঁ অন্তরীয়তে ।**
**বিদ্বাঁ আরোধনং দিবঃ ॥৪॥**

তিনিই হোতা এবং সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে (তিনি) দৌত্যকর্ম (হেতু) (স্বর্গ ও মর্তের) মধ্যে ভ্রমণ করেন। স্বর্গে আরোহণের পথ তিনি জানেন ॥৪॥

**তে স্যাম যে অগ্নয়ে দদাশুর্হব্যদাতিভিঃ ।**
**য ঈং পুষ্যন্ত ইন্ধতে ॥৫॥**

যেন আমরা যাঁরা অগ্নিকে হব্যদান করে পরিচর্যা করি, সেই সকল (যজ্ঞকর্তা) হতে পারি, যাঁরা তাঁকে বর্ধিত করে প্রজ্বলিত করেন ॥৫॥

**তে রায়া তে সুবীর্যৈঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে ।**
**যে অগ্না দধিরে দুবঃ ॥৬॥**

তাঁদের সম্পদের কারণে, তাঁদের সুষ্ঠু পৌরুষের কারণে তাঁদের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়। যাঁরা অগ্নির প্রতি সখ্য অথবা শ্রদ্ধা ভাবাপন্ন ॥৬॥

**অস্মে রায়ো দিবেদিবে সং চরন্তু পুরুস্পৃহঃ ।**
**অস্মে বাজাস ঈরতাম্ ॥৭॥**

আমাদের প্রতি যেন, দিনে দিনে, বহুজনের কাঙ্ক্ষিত ধন উপনীত হয় এবং শক্তি ও সামর্থ্য উদ্গত হয় ॥৭॥

**স বিপ্রশ্চর্ষণীনাং শবসা মানুষাণাম্ ।**
**অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি ॥৮॥**

সেই মেধাবী কবি তাঁর শক্তির সাহায্যে তাঁর তীরগুলিকে মনুষ্য গোষ্ঠী সকলের ক্ষিপ্র তীর অপেক্ষা ক্ষিপ্রতরভাবে নিক্ষেপ করেন ॥৮॥

টীকা—বিপ্র—মেধাবী=অগ্নি। —অনুবাদ—Griffith.

## (সূক্ত-৯)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**অগ্নে মৃল মহাঁ অসি য ঈমা দেবয়ুং জনম্ ।**
**ইয়েথ বর্হিরাসদম্ ॥১॥**

হে অগ্নি, অনুগ্রহ কর। তুমি মহিমাময়—যে তুমি এইস্থানে দেবতার অনুরাগী জনের অভিমুখে দর্ভের উপরে আসন গ্রহণ করার জন্য আগমন করেছ ।।১।।

**স মানুষীষু দূলভো বিক্ষু প্রাবীরমর্ত্যঃ ।**
**দূতো বিশ্বেষাং ভুবৎ ॥২॥**

সেই অমৃতময়, (অগ্নি) যাঁকে প্রতারণা করা দুঃসাধ্য, যিনি প্রকৃষ্টভাবে (কর্তব্য সকল) রক্ষা অথবা অনুগমন করেন, সকল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেন সকলের জন্য দৌত্য (স্বীকার) করেন ।।২।।

**স সদ্ম পরি ণীয়তে হোতা মন্দ্রো দিবিষ্টিষু ।**
**উত পোতা নি ষীদতি ॥৩॥**

আসনের (যজ্ঞবেদির) চতুর্দিকে তাঁকে পরিচালিত করা হয়, প্রত্যূষের অনুষ্ঠানসমূহে তিনি হর্ষোৎপাদন করেন এবং তিনি পোতা রূপে আসন গ্রহণ করে থাকেন ।।৩।।

**[১]উত গ্না অগ্নিরধ্বর উতো গৃহপতির্দমে ।**
**উত ব্রহ্মা নি ষীদতি ॥৪॥**

যজ্ঞস্থানে অগ্নি (দেব) পত্নী সকলকে (পরিচালনা করেন) এবং তিনি গৃহসমূহের অধিপতিরূপে (বর্তমান থাকেন)। তিনি ব্রহ্মণ রূপে আসন গ্রহণ করেন ।।৪।।

১. উতগ্না অগ্নি—অগ্নি যজ্ঞের আগুনে বিদ্যমান থাকেন Griffith এই অনুবাদ করেছেন Max Muller, ও Luduig এর অনুসরণে। তিনি পাঠ রেখেছেন 'উতাগ্না'।

**বেষি হ্যধ্বরীয়তামুপবক্তা জনানাম্ ।**
**হব্যা চ মানুষাণাম্ ॥৫॥**

যে সকল জন যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করে তুমি তাদের প্রতি পরিচালক (উপবক্তা)রূপে আগমন কর এবং মানবগণের কৃত হব্য গ্রহণ কর ।।৫।।





**বেষীদ্বস্য দূত্যং যস্য জুজোষো অধ্বরম্ ।**
**হব্যং মর্তস্য বোলহবে ॥৬॥**

যার যজ্ঞ তুমি উপভোগ করবে তার জন্য তুমি দূত রূপে কার্য নির্বহণ করে থাক, মানুষের হব্য বহন করার নিমিত্ত ।।৬।।

**অস্মাকং জোষ্যধ্বরমস্মাকং যজ্ঞমঙ্গিরঃ ।**
**অস্মাকং শৃণুধী হবম্ ॥৭॥**

আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞ উপভোগ কর। আমাদের (কৃত) যাগ হে অঙ্গিরস, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর ।।৭।।

**পরি তে দূলভো রথো হস্মাঁ অশ্নোতু বিশ্বতঃ ।**
**যেন রক্ষসি দাশুষঃ ॥৮॥**

যেন তোমার ভ্রান্তিহীন রথ, আমাদের সর্বদিকে বেষ্টন করে থাকে। যে রথের সাহায্যে তুমি হবির্দাতা (যজমানকে) রক্ষা কর ।।৮।।

## (সূক্ত-১০)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। পদপংক্তি, ৪,৬,৭ উষ্ণিক্, ৫ মহাপদপংক্তি, ৮ উষ্ণিক্ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**অগ্নে তমদ্যাহশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্ ।**
**ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥১॥**

হে অগ্নি, আজ যেন আমরা তোমার স্তুতিসহ এই (যজ্ঞকে) সফল করতে পারি, যেমন অশ্বকে প্রশস্তি দ্বারা (করা হয়), যেমন সুষ্ঠু কর্ম যা মর্মকে স্পর্শ করে ।।১।।

**অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ ।**
**রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথ ॥২॥**

কারণ অগ্নি। এই জন্যই তুমি শোভন শক্তির অথবা কর্মের, সাফল্যদায়ী দক্ষতার, মহান সত্যের রথী হয়েছ ।।২।।

**এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাঙ্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ ।**
**অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥৩॥**

এই সকল আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রের কারণে তুমি সূর্যলোকের ন্যায় আমাদের অভিমুখে আনত হয়ে থাক, হে অগ্নি, (তোমার) সকল আকৃতি দ্বারা সম্যক প্রকাশিত হয়ে থাক ।।৩।।

**আভিষ্টে অদ্য গীর্ভির্গৃণন্তো ঽগ্নে দাশেম ।**
**প্র তে দিবো ন স্তনয়ন্তি শুষ্মাঃ ॥৪॥**

এই সকল স্তোত্রের দ্বারা স্তুতিরত আমরা আজ তোমার পরিচর্যা করব। হে অগ্নি! তোমার (তেজের) আস্ফালন আকাশের (কণ্ঠধ্বনির) ন্যায় গর্জন করে ।।৪।।

**তব স্বাদিষ্ঠা ঽগ্নে সংদৃষ্টিরিদা চিদহ্ন ইদা চিদক্তোঃ ।**
**শ্রিয়ে রুক্মো ন রোচত উপাকে ॥৫॥**

দিবস ও রাত্রির এইক্ষণে হে অগ্নি, তোমার উদ্ভাসন সুন্দরতম। সৌন্দর্যের কারণে এই (আবির্ভাব) আমাদের সন্নিকটে স্বর্ণালংকারের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করে ।।৫।।

**ঘৃতং ন পূতং তনূররেপাঃ শুচি হিরণ্যম্ ।**
**তৎ তে রুক্মো ন রোচত স্বধাবঃ ॥৬॥**

পরিশুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় তোমার দেহ (কলঙ্ক) চিহ্ন রহিত, সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান; হে নিজতেজে প্রদীপ্ত (অগ্নি)! তোমার সেই (শিখা?) স্বর্ণালংকারের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে ।।৬।।

**কৃতং চিদ্ধি ষ্মা সনেমি দ্বেষো ঽগ্ন ইনোষি মর্তাৎ ।**
**ইত্থা যজমানাদৃতাবঃ ॥৭॥**

যেহেতু, হে অগ্নি, সকল হিংসাদ্বেষকে অনুষ্ঠিত হলেও তুমি সেই মানব হতে সমূলে বিদূরিত করে দাও, হে সত্যসন্ধ, যিনি এইভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন ।।৭।।





**শিবা নঃ সখ্যা সন্তু ভ্রাত্রা ঽগ্নে দেবেষু যুষ্মে ।**
**সা নো নাভিঃ সদনে সস্মিন্নূধন্[১] ॥৮॥**

হে অগ্নি, তোমাদের, দেবতাদের প্রতি যেন আমাদের মৈত্রী আমাদের ভ্রাতৃত্ব কল্যাণকর হয়। এই স্থানে, তোমার বেদি বা আসন যেন (তোমাদের সঙ্গে) একই খাদ্যভাণ্ডারে আমাদের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে ।।৮।।

১. সস্মিন্ ঊধন্ —বেদিতে যেখানে আহুতিদ্রব্য থাকে ।

## অনুবাক-২

## (সূক্ত-১১)

**অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।**

**ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ননীকমুপাক আ রোচতে সূর্যস্য ।**
**রুশদ্ দৃশে দদৃশে নক্তয়া চিদরূক্ষিতং[১] দৃশ আ রূপে অন্নম্ ॥১॥**

—হে বলবান অগ্নি! তোমার রূপ কল্যাণকর; সূর্যের সমীপদেশে এই (রূপ) দীপ্তি বিকীরণ করে। সমুজ্জ্বল দর্শনীয় এই (রূপ) রাত্রিকালেও দৃষ্ট হয়ে থাকে। এবং কর্কশতাবর্জিত খাদ্য (ঘৃত?) তোমার আকৃতির উপর দর্শনযোগ্য ।।১।।

১. অরূক্ষিত—ঘৃত—সায়ণকৃত অনুবাদ।

**বি ষাহ্যগ্নে গৃণতে মনীষাং খং বেপসা তুবিজাত স্তবানঃ ।**
**বিশ্বেভির্যদ্ বাবনঃ শুক্র দেবৈস্তন্নো রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম ॥২॥**

হে বলবানরূপে উদ্ভূত অগ্নি! স্তোতার প্রতি অনুপ্রেরণার উৎসকে উন্মোচিত কর, যখন তোমার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে স্তুতি করা হয়। অপরাপর দেবগণের সঙ্গে, তুমি যা আকাঙ্ক্ষা করবে, হে দ্যুতিমান মহান, আমাদের সেই প্রভূত মনীষা দান কর ।।২।।

**ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্মনীষাস্ত্বদুক্‌থা জায়ন্তে রাধ্যানি ।**
**ত্বদেতি দ্রবিণং বীরপেশা ইত্থাধিয়ে[১] দাশুষে মর্ত্যায় ॥৩॥**

তোমা হতে, হে অগ্নি, কাব্যনির্মিতি সৃষ্টি হয়, তোমা হতে অনুপ্রেরিত চিন্তা, তোমা হতে বিবর্ধক শস্ত্র সকল জন্ম লাভ করে। তোমা হতে বীরগণের দ্বারা সমৃদ্ধ সম্পদ, হবির্দানকারী সত্যনিষ্ঠ মর্তবাসীর জন্য উৎসারিত হয় ।।৩।।

১. ইত্থাধিয়ে—যথার্থ চিন্তাশীল—সায়ণভাষ্য।

**ত্বদ্ বাজী[১] বাজংভরো বিহায়া অভিষ্টিকৃজ্জায়তে সত্যশুষ্মঃ ।**
**ত্বদ্ রয়ির্দেবজূতো ময়োভুস্ত্বদাশুর্জূজুবাঁ অগ্নে অর্বা ॥৪॥**

তোমা হতে সেই বীর জাত হয়ে থাকে যে ধনঞ্জয়, যে সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, শক্তিমান এবং যথার্থ সাহসী; তোমার নিকট হতে দেব-প্রেরিত মঙ্গলময়; সম্পদ উৎপন্ন হয়। হে অগ্নি, তোমার নিকট হতে দ্রুতগতি, দুর্বার অশ্ব (জাত হয়) ।।৪।।

১. বাজী—অর্থান্তরে অশ্ব।

**ত্বামগ্নে প্রথমং দেবয়ন্তো দেবং মর্তা অমৃত মন্দ্রজিহ্বম্ ।**
**দ্বেষোযুতমা বিবাসন্তি ধীভির্দমূনসং গৃহপতিমমূরম্ ॥৫॥**

হে অগ্নি, তুমিই সেই প্রথম দেবতা (যাঁকে) দেবতার অনুরাগী মানবগণ এই স্থানের প্রতি তাঁদের মনীষার সাহায্যে আনয়ন করতে ইচ্ছা করেন; হে মৃত্যুহীন, সেই তুমি যাঁর জিহ্বা (ভাষণ) মধুর, যিনি বিদ্বেষ বিদূরিত করেন, যিনি সংসারের মিত্র, গৃহের অধিপতি স্বরূপ, যিনি ভ্রান্তিরহিত ।।৫।।

**আরে অস্মদমতিমারে অংহ আরে বিশ্বাং দুর্মতিং যন্নিপাসি ।**
**দোষা শিবঃ সহসঃ সূনো অগ্নে যং দেব আ চিৎ সচসে স্বস্তি ॥৬॥**

আমাদের নিকট হতে হীনবুদ্ধিকে দূরে বিতাড়ন কর। পাপকে, সকল অসদভিপ্রায়কে বিদূরিত কর যেহেতু তুমিই আমাদের রক্ষা কর। সন্ধ্যাকালে, সেই বলের পুত্র হে অগ্নি, তুমি যেন মঙ্গলময় হয়ে থাক, (তাঁরপ্রতি) যাকে তুমি দেবতারূপে তার কল্যাণের জন্য সাহচর্য দিয়ে থাক ।।৬।।





## (সূক্ত-১২)

অগ্নি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

**যস্ত্বামগ্ন ইনধতে যতস্রুক্ ত্রিস্তে অন্নং কৃণবৎ সস্মিন্নহন্ ।**
**স সু দ্যুম্নৈরভ্যস্তু প্রসক্ষৎ তব ক্রত্বা জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ॥১॥**

যে কেহ তোমাকে প্রজ্বলিত করে হে অগ্নি, তার স্রুক্ কে উন্নীত করে, যে তোমাকে একই দিবসে তিনবার হব্য প্রদান করে যেন তোমার দীপ্তি দ্বারা সে জয়লাভ করে, সমৃদ্ধি লাভ করে, তোমার প্রদত্ত ধীশক্তির দ্বারা জ্ঞানবান হয়, হে জাতবেদস্ ।।১।।

**ইধ্মং যস্তে জভরচ্ছশ্রমাণো মহো অগ্নে অনীকমা সপর্যন্ ।**
**স ইধানঃ প্রতি দোষামুষাসং পুষ্যন্ রয়িং সচতে ঘ্নন্নমিত্রান্ ॥২॥**

যে কেহ শ্রমনিরত অবস্থায় তোমার ইন্ধন (সমিধ) সংগ্রহ করে, হে মহান, তোমার তেজের অভিমুখে (অনুগতভাবে) পরিচর্যা করে, হে অগ্নি! সে প্রত্যূষে ও প্রদোষে তোমাকে প্রজ্বলিত করে স্বয়ং বর্ধিত হয়ে থাকে এবং ধনলাভ করে, শত্রু বিনাশ করে ।।২।।

**অগ্নিরীশে বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্যাংগ্নির্বাজস্য পরমস্য রায়ঃ ।**
**দধাতি রত্নং বিধতে যবিষ্ঠো ব্যানুষঙ্মর্ত্যায় স্বধাবান্ ॥৩॥**

অগ্নি বিপুল আধিপত্যের প্রতি প্রভুত্ব করেন, অগ্নি বলের এবং প্রভূত ধনেরও অধীশ্বর। তিনি নবীনতম (দেবতা) ও স্বীয় তেজঃ সম্পন্ন অথবা স্বাধীন ক্ষমতাবান! সেবারত মানবের প্রতি তিনি যথা-বিধি সম্পদ প্রদান করেন ।।৩।।

**যচ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাংচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ ।**
**কৃধী ষ্বস্মাঁ[১]অদিতেরনাগান্ ব্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে ॥৪॥**

যা কিছু আমরা তোমার প্রতি সম্পাদন করেছি, হে নবীনতম দেব, আমাদের মানবিক বোধ হেতুতে অথবা অজ্ঞানতাবশে যা কিছু অপরাধ ঘটেছে, অদিতির মাধ্যমে আমাদের দোষমুক্ত কর; হে অগ্নি, আমাদের অপরাধ যা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে তাকে শিথিল (বন্ধন) করে দাও ।।৪।।

১. অদিতি—বিশ্বের নিয়ামক শক্তি যিনি পাপ মোচন করেন।

**মহশ্চিদগ্ন এনসো অভীক ঊর্বাদ্ দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ।**
**মা তে সখায়ঃ সদমিদ্ রিষাম যচ্ছা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥৫॥**

অগ্নি, দেবতা ও মর্তবাসীগণের এমনকী নিকটস্থিত ঘোর পাপ হতে (আমাদের মুক্ত কর)। অগ্নি, দেবতা ও মর্তবাসীগণের অবরোধ হতে (মোচন কর)। যেন আমরা, তোমার মিত্রগণ কখনই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকি, আমাদের সন্তান ও বংশধরগণের জন্য সৌভাগ্য ও আয়ু প্রদান কর ॥৫॥

**যথা হ ত্যদ্ বসবো গৌর্যং চিৎ পদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ ।**
**এবো ষ্বস্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥৬॥**

যেই ভাবে তোমরা পাদবদ্ধা গাভীকে[১] (বন্ধন) মুক্ত করেছ, হে শ্রেষ্ঠ এবং যজনীয় (দেবগণ) সেই ভাবেই আমাদের পাপ বিদূরিত কর। হে অগ্নি, তোমার দ্বারা প্রবৃদ্ধ আমাদের জীবনকাল যেন দীর্ঘায়িত হয় ॥৬॥

১. পাদবদ্ধা গাভী—পাপে আবদ্ধ মানব?

## (সূক্ত-১৩)

**অগ্নি অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে সে মন্ত্রের সে দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদ্ বিভাতীনাং সুমনা রত্নধেয়ম্ ।**
**যাতমশ্বিনা সুকৃতো দুরোণমুৎ সূর্যো জ্যোতিষা দেব এতি ॥১॥**

উদারমনা অগ্নি দীপ্তিমতী উষাগণের সম্মুখে ধনপ্রদান কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। হে অশ্বিনদ্বয়, শোভনকর্মার গৃহের প্রতি গমন কর। দেব সবিতা আলোকসহ ঊর্ধ্বগমন করেন ॥১॥

**ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্ দ্রপ্সং দবিধ্বদ্ গবিষো ন সত্বা ।**
**অনু ব্রতং বরুণো যন্তি মিত্রো যৎ সূর্যং দিব্যারোহয়ন্তি ॥২॥**

সবিতৃদেব তাঁর জ্যোতিকে ঊর্ধ্বমুখে বিস্তার করেছেন, তাঁর ধ্বজকে আন্দোলিত করতে করতে গাভী-অভিলাষী যোদ্ধার ন্যায়। বরুণ ও মিত্র তাঁদের বিধান অনুযায়ী গমন করেন যখন তাঁরা সূর্যকে দ্যুলোকে আরূঢ় করিয়ে থাকেন ॥২॥





**যং সীমকৃণ্বন্ তমসে বিপৃচে ধ্রুবক্ষেমা অনবস্যন্তো অর্থম্ ।**
**তং সূর্যং হরিতঃ[১] সপ্ত যহ্বীঃ স্পশং বিশ্বস্য জগতো বহন্তি ॥৩॥**

যাঁকে তাঁরা অন্ধকারকে বিদারণ করবার জন্য সৃজন করেছেন, (যাঁদের) নিবাস স্থির, যাঁরা লক্ষ্যকে (প্রাপ্তির জন্য) সদা নিরত থাকেন; সেই সূর্যকে, যিনি সকল জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁকে সপ্ত প্রাণচঞ্চল অশ্ব বহন করে থাকে ॥৩॥

১. হরিত—সূর্যের ঘোড়ার নাম।

**বহিষ্ঠেভির্বিহরন্যাসি তন্তুমবব্যয়ন্নসিতং দেব বস্ম ।**
**দবিধ্বতো রশ্ময়ঃ সূর্যস্য চর্মেবাবাধুস্তমো অপ্স্বন্তঃ ॥৪॥**

শ্রেষ্ঠ বাহক (অশ্ব) সকলের যোগে তুমি গমন কর, (তোমার) সূত্রজাল বিস্তার করতে করতে, (রাত্রির) কৃষ্ণ আবরণ অপসারণ করতে করতে, হে দেব! সূর্যের রশ্মিজাল, কম্পমান অবস্থায় অন্ধকারকে যেন চর্মখণ্ডের ন্যায় জলমধ্যে নিমজ্জিত করেছে ॥৪॥

**অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙ্ঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন ।**
**কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্ ॥৫॥**

দৃঢ়ভাবে ধৃতও নয়, আবদ্ধও নয়—কিন্তু কী ভাবে এই (সূর্য) নিম্নমুখী হয়ে নিপতিত হয় না? তিনি কেমন স্বতন্ত্র শক্তিযোগে ভ্রমণ করেন? কে তাঁকে দর্শন করেছেন? দ্যুলোকের দৃঢ়বদ্ধ স্তম্ভরূপে তিনি স্বর্গকে রক্ষা করে থাকেন ॥৫॥

## (সূক্ত-১৪)

**অগ্নি অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে সে মন্ত্রের সে দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**প্রত্যগ্নিরুষসো জাতবেদা অখ্যদ্ দেবো রোচমানা মহোভিঃ ।**
**আ নাসত্যোরুগায়া রথেনেমং যজ্ঞমুপ নো যাতমচ্ছ ॥১॥**

দেব অগ্নি, জাতবেদ ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল উষাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। হে নাসত্যদ্বয়, তোমাদের যে রথ বহু ব্যাপক পরিক্রমণ করে তার দ্বারা আমাদের এই যজ্ঞ-ভিমুখে আগমন কর ।।১।।

**ঊর্ধ্বং কেতুং সবিতা দেবো অশ্রেজ্জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বন্ ।**
**আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং বি সূর্যো রশ্মিভিশ্চেকিতানঃ ॥২॥**

সবিতৃদেব সমগ্র জগতের জন্য দীপ্তি বিস্তার করতে করতে তাঁর পতাকা ঊর্ধ্বে স্থাপিত করেছেন। সেই সূর্য তাঁর রশ্মিসমূহ দ্বারা বিশেষভাবে নিজেকে পরিজ্ঞাপিত করতে করতে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোককে পরিপূর্ণ করেছেন ।।২।।

**আবহন্ত্যরুণীর্জ্যোতিষাগান্মহী চিত্রা রশ্মিভিশ্চেকিতানা ।**
**প্রবোধয়ন্তী সুবিতায় দেব্যুষা ঈয়তে সুযুজা রথেন ॥৩॥**

অরুণবর্ণা (উষা) দীপ্তির সঙ্গে বাহিত হতে হতে এই (স্থান) অভিমুখে আগমন করেছেন, তাঁর আলোকচ্ছটা দ্বারা সেই মহতী দর্শনীয়া পরিজ্ঞাত হয়েছেন। সেই দেবী উষা, তাঁর উত্তম-ভাবে সংযোজিত রথের দ্বারা মানবগণকে আনন্দের জন্য প্রবোধিত করতে করতে দ্রুত গমন করেন ।।৩।।

**আ বাং বহিষ্ঠা ইহ তে বহন্তু রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টৌ ।**
**ইমে হি বাং মধুপেয়ায় সোমা অস্মিন্ যজ্ঞে বৃষণা মাদয়েথাম্ ॥৪॥**

সর্বোত্তম বাহক রথগুলি ও অশ্বগুলি উষার উদ্ভাসনকালে তোমাদের উভয়কে (অশ্বিনদ্বয়) যেন এই স্থান-অভিমুখে বহন করে আনে কারণ, তোমাদের মধুপান করার জন্য সোমরস এই স্থানে (স্থাপিত আছে)। এই যজ্ঞে, হে বলবানদ্বয়! আনন্দ উপভোগ কর ।।৪।।

**অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙ্ঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন ।**
**কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্ ॥৫॥**

দৃঢ়ভাবে ধৃতও নয়, আবদ্ধও নয়—কিন্তু কী ভাবে এই (সূর্য) নিম্নমুখী হয়ে নিপতিত হয় না? তিনি কেমন স্বতন্ত্র শক্তিযোগে ভ্রমণ করেন? কে তাঁকে দর্শন করেছেন? দ্যুলোকের দৃঢ়বদ্ধ স্তম্ভরূপে তিনি স্বর্গকে রক্ষা করে থাকেন ।।৫।।





## (সূক্ত-১৫)

**অগ্নি,৭ম ও ৮ম ঋকের সোমক রাজা, ৯ম ও ১০ম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।**

**অগ্নির্হোতা নো অধ্বরে বাজী সন্ পরি ণীয়তে ।**
**দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ ॥১॥**

হোতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞ-অভিমুখে বলবান অশ্বের ন্যায় সম্যক নীত হয়ে থাকেন। দেবগণের মধ্যে সেই দেবতা যজনীয় ।।১।।

**পরি ত্রিবিষ্ট্যধ্বরং যাত্যগ্নী রথীরিব ।**
**আ দেবেষু প্রয়ো দধৎ ॥২॥**

অগ্নি রথীর ন্যায় (আমাদের) যজ্ঞস্থলের চতুর্দিকে তিনবার[১] ভ্রমণ করেন। দেবগণের প্রতি হব্য বহন করতে করতে ।।২।।

১. তিনবার—তিন প্রকার সবনকার্য।

**পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ ।**
**দধদ্ রত্নানি দাশুষে ॥৩॥**

অগ্নি, বলের অধিপতি, সেই ক্রান্তদর্শী হব্যের চারিদিকে পরিক্রমা করেন, (হব্য)দাতাকে সম্পদ দান করতে করতে ।।৩।।

**অয়ং যঃ সৃঞ্জয়ে পুরো দৈববাতে সমিধ্যতে ।**
**দ্যুমাঁ অমিত্রদম্ভনঃ ॥৪॥**

তাঁকে পূর্বভাগে অথবা সম্মুখে প্রজ্বলিত করা হয়েছে দেববাতের পুত্র সৃঞ্জয়ের জন্য, তিনি জ্যোতির্ময় শত্রুদমনকারী ।।৪।।

**অস্য ঘা বীর ঈবতো ঽগ্নেরীশীত মর্ত্যঃ ।**
**তিগ্মজম্ভস্য মীলহুষঃ ॥৫॥**

এবংবিধ অগ্নিকে কেবলমাত্র কোন বিক্রান্ত মানব শাসন করতে পারে। সেই অগ্নি তীক্ষ্ণদন্ত (তেজস্বী) কিন্তু সম্পদের দাতা ।।৫।।

**তমর্বন্তং ন সানসিমরুষং ন দিবঃ শিশুম্ ।**
**মর্মৃজ্যন্তে দিবেদিবে ॥৬।।**

তাঁকে বলিষ্ঠ অশ্বের অনুরূপভাবে স্বর্গের রক্তবর্ণ শিশুর অনুরূপ প্রতিদিন মার্জনা অথবা পরিচর্যা করা হয়ে থাকে ।।৬।।

**বোধদ্যন্মা হরিভ্যাং কুমারঃ সাহদেব্যঃ ।**
**অচ্ছা ন হূত উদরম্॥৭।।**

যখন সহদেবের পুত্র কুমার দুই পিঙ্গল অশ্বসহ আমাকে স্মরণ করেছেন তখন তাঁর দ্বারা আহূত আমি উত্থিত হয়েছি ।।৭।।

**উত ত্যা যজতা হরী কুমারাৎ সাহদেব্যাৎ ।**
**প্রযতা সদ্য আ দদে ॥৮।।**

এবং এই পিঙ্গল অশ্বদ্বয়, সমাদরযোগ্য, সহদেবপুত্র কুমারের নিকট হতে আমি দান করা মাত্রেই পরিগ্রহণ করেছি ।।৮।।

**এষ বাং দেবাবশ্বিনা কুমারঃ সাহদেব্যঃ ।**
**দীর্ঘায়ুরস্তু সোমকঃ ॥৯।।**

এই সহদেবপুত্র কুমার সোমক তোমাদেরই (অনুগত)। হে অশ্বিনদ্বয়! যেন সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে ।।৯।।

**তং যুবং দেবাবশ্বিনা কুমারং সাহদেব্যম্ ।**
**দীর্ঘায়ুষং কৃণোতন ॥১০।।**

হে দেব অশ্বিনদ্বয়, কুমার সহদেবপুত্রকে দীর্ঘ জীবন দান কর ।।১০।।





## (সূক্ত-১৬)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২১।**

**আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী[১] দ্রবন্তস্য হরয় উপ নঃ ।**
**তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষমিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥১।।**

তিনি যেন এখানে আগমন করেন সেই দুর্বার, সত্যনিষ্ঠ, অপর্যাপ্ত দাতা; যেন তাঁর পিঙ্গল অশ্বগুলি আমাদের অভিমুখে ধাবিত হয়। শুধুমাত্র তাঁরই জন্য আমরা এই সুষ্ঠু সারভূত সোম পেষণ করেছি। স্তুত হয়ে তিনি যেন এই যজ্ঞে আগমনকে সফল করেন ।।১।।

১. ঋজীষী—সায়ণভাষ্য—সোমপানকারী।

**অব স্য শূরাধ্বনো নান্তে হস্মিন্ নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ ।**
**শংসাত্যুক্‌থমুশনেব বেধাশ্চিকিতুষে অসুর্যায় মন্ম ॥২।।**

(রথ) বিমোচন কর, যেন তোমার যাত্রার অবসানে, হে বীর, আজ আমাদের কৃত এই সোমসবনে হৃষ্টতা লাভের জন্য। যজ্ঞবিধায়ক (ঋত্বিক) উশনার[১] অনুরূপভাবে উক্‌থ (স্তোত্র) পাঠ করবেন জ্ঞানবান প্রভুর উদ্দেশে সেই মন্ত্র (পঠিত হবে) ।।২।।

১. উশনা— কাব্য উশনস্ ঋষি।

**কবির্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্ বৃষা যৎ সেকং বিপিপানো অর্চাৎ ।**
**দিব ইত্থা জীজনৎ [১]সপ্ত কারূনহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥৩।।**

সংগোপনে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনরত ঋষিকবির ন্যায় যখন সেই বলবান (সবনের প্রস্তর খণ্ড?) সেচনযোগ্য সোমরস পান করতে করতে স্তুতি করে থাকে; এইভাবেই তিনি (ইন্দ্র?) স্বর্গের সপ্ত স্তোতাকে সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা দিবসকালে স্তুতি করতে করতে তাঁদের কর্ম-জাল বিস্তার করেন ।।৩।।

১. সপ্তকারূন্— সপ্ত রশ্মি—সায়ণভাষ্য।

**স্বর্যদ্ বেদি সুদৃশীকমর্কৈর্মহি জ্যোতী রুরুচুর্যদ্ধ বস্তোঃ ।**
**অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে নৃভ্যষশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥৪।।**

যখন শোভনভাবে দর্শনীয় সেই সূর্য স্তুতি (কিরণ) দ্বারা বিজ্ঞাত হয়েছিলেন (তখন) তাঁরা প্রত্যূষকালে মহান দীপ্তিকে দীপ্যমান করেছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ বীর, তাঁর আবির্ভাব দ্বারা অন্ধকারকারী (গভীর) তিমিরকে বিদারণ করেছিলেন মানুষের স্বচ্ছন্দ দর্শনের জন্য ।।৪।।

**ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষ্যুভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা ।**
**অতশ্চিদস্য মহিমা বি রেচ্যভি যো বিশ্বা ভুবনা ৰভূব ॥৫।।**

দুর্বার ইন্দ্র, সীমাহীনভাবে বর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁর মহিমার মাধ্যমে তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়কেই পূরিত করেছিলেন, ইহার ও অধিক তাঁর গৌরব বিস্তার লাভ করেছিল যা সমগ্র জগৎকে অভিভূত করেছিল ।।৫।।

**বিশ্বানি শক্রো নর্যাণি বিদ্বানপো রিরেচ [১]সখিভির্নিকামৈঃ ।**
**অশ্মানং চিদ্ যে বিভিদুর্বচোভির্ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥৬।।**

সেই শক্র (ইন্দ্র) যিনি মানবের সকলকর্ম বিদিত থাকেন, তাঁর আগ্রহী মিত্রগণের সঙ্গে একত্রে জলরাশিকে প্রবাহিত করেছিলেন। তাঁরা (ঋত্বিগগণ) তাঁদের মন্ত্রবলে পাথরকেও বিদীর্ণ করেছিলেন এবং গাভীসমৃদ্ধ গোষ্ঠকে (বাক্যদ্বারা) পরিজ্ঞাত করেছিলেন ।।৬।।

১. সখিভিঃ —মরুৎগণের সঙ্গে।

**অপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্ প্রাবৎ তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ ।**
**প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ পতির্ভবঞ্ছবসা শূর ধৃষ্ণো ॥৭।।**

জলরাশির অবরোধক বৃত্রকে তিনি বিনাশ করেছিলেন; চেতনাবতী পৃথিবী তোমার বজ্রকে প্রকৃষ্ট ভাবে সহায়তা করেছিলেন। তুমি সমুদ্রের জলরাশিকে তোমার শক্তিতে তাদের অধিপতি হয়ে, দ্রুততর প্রেরণ করে থাক, হে দুর্ধর্ষ বীর ।।৭।।

**অপো যদদ্রিং পুরুহূত দর্দরাবির্ভুবৎ সরমা পূর্ব্যং তে ।**
**স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং গোত্রা রুজন্নঙ্গিরোভির্গৃণানঃ ॥৮।।**

যখন, হে বারংবার অথবা বহুজনের দ্বারা আহূত (ইন্দ্র)! তুমি জলের জন্য পর্বতকে বিদারণ করেছিলে তখন তোমার সম্মুখে সরমা আবির্ভূত হয়েছিলেন। অঙ্গিরসগণের দ্বারা স্তুত হতে হতে, তুমি যেন গাভীর গোষ্ঠসকল ভগ্ন করে আমাদের নায়কস্বরূপ আমাদের জন্য প্রভূত শক্তি প্রদান কর ।।৮।।





**অচ্ছা কবিং নৃমণো গা অভিষ্টৌ স্বর্ষাতা মঘবন্নাধমানম্ ।**
**ঊতিভিস্তমিষণো দ্যুম্নহূতৌ নি মায়াবানব্রহ্মা দস্যুরর্ত ॥৯।।**

হে ধনবান, মানবগণের অনুকূল (মিত্র), সূর্যালোক জয় করার দ্বন্দ্বে যে স্তুতিকার (তোমাকে) অনুরোধ করছে তাকে সহায়তা করার জন্য, তার প্রতি আগমন কর। দিব্যজ্যোতির জন্য তার আহ্বানকে তুমি তোমার সহায়তা দ্বারা অনুপ্রেরিত করেছ। স্তোত্রহীন, মায়াবী দস্যু যেন নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে থাকে ।।৯।।

**আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং ভুবৎ তে কুৎসঃ[১] সখ্যে নিকামঃ ।**
**স্বে যোনৌ নি ষদতং সরূপা বি বাং চিকিৎসদৃতচিদ্ধ নারী ॥১০।।**

(আমাদের) গৃহের অভিমুখে দস্যুবিনাশক মনসহ আগমন কর। কুৎস সাগ্রহে তোমার মিত্রতা আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তুল্য আকৃতি ধারণ করে তোমরা উভয়ে স্বকীয় আসনে উপবেশন কর। সেই সত্যকে উপলব্ধিকারিণী নারী তোমাদের উভয়ের (স্বরূপ নির্ণয়ে) সংশয় করেছিলেন ।।১০।।

১. কুৎস— একজন রাজর্ষি। ঋত চিৎ নারী—শচী—ইন্দ্রপত্নী যিনি একই আকৃতিধারী কুৎস ও ইন্দ্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেননি।—সায়ণভাষ্য

**যাসি কুৎসেন সরথমবস্যুস্তোদো বাতস্য হর্যোরীশানঃ ।**
**ঋজ্রা বাজং ন গধ্যং যুযূষন্ কবির্যদহন্ পার্যায় ভূষাৎ ॥১১।।**

সুরক্ষা কামনা করে তুমি কুৎসের সঙ্গে একই রথে ভ্রমণ কর—যে তুমি বায়ুর প্রেরয়িতা, হরী অশ্বদ্বয়ের প্রভু। সেই অশ্বদ্বয়কে জয়লভ্য ধনের ন্যায় অধিগত করতে (তুমি) ইচ্ছুক থাক, যেন সেই (নির্দিষ্ট) দিনে ঋষি কবি সাফল্যলাভে সক্ষম হতে পারেন ।।১১।।

**কুৎসায় শুষ্ণমশুষং নি ৰর্হীঃ প্রপিত্বে অহ্নঃ কুযবং[১] সহস্রা ।**
**সদ্যো দস্যূন্ প্র মৃণ কুৎস্যেন প্র সূরশ্চক্রং ৰৃহতাদভীকে ॥১২।।**

কুৎসের কারণে, তুমি অতিলোভী এবং শস্যের হানিকারী শুষ্মকে তার সহস্র সংখ্যক (পরিজন) সহ দিবসের পূর্বভাগেই অবদমন করেছিলে, অতিশীঘ্র কুৎস্যের সহায়তা দ্বারা দস্যুগণকে বিনাশ কর এবং সূর্যের চক্রকে আমাদের সংগ্রামে অথবা সমীপে আবর্তিত কর ।।১২।।

১. কুযব—সায়ণভাষ্যে অপর একজন অসুর, কুৎস্য —সায়ণভাষ্যে—সহায়কারী বজ্র; সুরশ্চক্রম্ বৃহতাদ্— সূর্যের আলোকে ফিরিয়ে দাও।

**ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসমৃজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।**
**পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নি বপঃ সহস্রা ঽৎকং ন পুরো জরিমা বি দর্দঃ ॥১৩॥**

তুমি শক্তিমত্ত পিপ্রুমৃগয়কে বিদথিনের পুত্র ঋদ্বিগণের অধীন করেছিলে। তুমি কৃষ্ণবর্ণ পঞ্চাশ সহস্রকে বধ করেছিলে এবং পুরীসকল ভগ্ন করেছিলে যেমন করে বয়স কোন পরিচ্ছদকে রূপে জীর্ণ করে ।।১৩।।

**সূর উপাকে তন্বং দধানো বি যৎ তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।**
**মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ সিংহো ন ভীম আয়ুধানি বিভ্রৎ ॥১৪॥**

সূর্যের সমীপে যখন দেহকে স্থাপন করে থাক, তখন, হে মৃত্যুহীন! তোমার আকৃতি (স্পষ্টভাবে) জ্ঞাত হয়। বন্যহস্তীর অনুরূপ তেজের দ্বারা আবৃত হয়ে থাক এবং যখন তোমার অস্ত্রসকল ধারণ কর তখন ভয়ংকর সিংহের অনুরূপ প্রতিভাত হয়ে থাক ।।১৪।।

**ইন্দ্রং কামা বসূয়ন্তো অগ্মন্ ৎস্বর্মীলেহ ন সবনে চকানাঃ।**
**শ্রবস্যবঃ শশমানাস উক্থৈরোকো ন রণ্বা সুদৃশীব পুষ্টিঃ[১] ॥১৫॥**

ধনপ্রত্যাশী আকাঙ্ক্ষাসকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করেছে, সূর্যকে জয়ের সংগ্রামে এবং (সোম) সবনকার্যে তাঁকে কামনা করতে করতে (সেইসকল আকাঙ্ক্ষা) খ্যাতি-প্রার্থী হয়, স্তুতির সাহায্যে শ্রমনিরত থাকে। তিনি গৃহের ন্যায়, রমণীয় সমৃদ্ধির ন্যায় শোভন দর্শন ।।১৫।।

১. পুষ্টি—সায়ণভাষ্য অনুসারে 'লক্ষ্মী'।

**তমিদ্ ব ইন্দ্রং সুহবং হুবেম যস্তা চকার নর্যা পুরূণি।**
**যো মাবতে জরিত্রে গধ্যং চিন্মক্ষূ বাজং ভরতি স্পার্হরাধাঃ ॥১৬॥**

মাত্র সেই ইন্দ্রকেই, যিনি সহজে আহ্বানযোগ্য তাঁকে আমরা তোমাদের জন্য আহ্বান করি, যিনি মানবগণের জন্য বহু (কর্ম) সম্পাদন করেছেন। যিনি আমার তুল্য স্তোতার জন্যও গ্রহণযোগ্য সম্পদ শীঘ্র আনয়ন করেন, যিনি ঈর্ষণীয় সম্পদের অধিকারী ।।১৬।।

**তিগ্মা যদন্তরশনিঃ পতাতি কস্মিঞ্চিচ্ছূর মুহুকে জনানাম্।**
**ঘোরা যদর্য সমৃতির্ভবাত্যধ স্মা নস্তন্বো বোধি গোপাঃ ॥১৭॥**





যখন এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র মনুষ্যগণের কোন সংগ্রামের মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়; হে বিক্রান্ত! যখন কোন ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন যেন হে সখা! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক হতে পার ।।১৭।।

**ভুবোঽবিতা বামদেবস্য ধীনাং ভুবঃ সখাবৃকো বাজসাতৌ।**
**ত্বামনু প্রমতিমা জগন্মোরুশংসো জরিত্রে বিশ্বধ স্যাঃ ॥১৮॥**

বামদেবের প্রেরণাগুলির যেন তুমি সহায়ক হয়ে থাক। যেন তুমি সম্পদজয়ের দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষহীন মিত্র হয়ে থাক। যে তুমি আমাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ আমরা (সেই তোমাকে) লক্ষ্য করে আগমন করেছি। হে প্রভূত স্তুত (ইন্দ্র)! তোমার আনুকূল্য যেন স্তোতার জন্য সর্বব্যাপী হয় ।।১৮।।

**এভির্নৃভিরিন্দ্র ত্বায়ুভিষ্ট্বা মঘবদ্ভির্মঘবন্ বিশ্ব আজৌ।**
**দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তো অর্যঃ ক্ষপো মদেম শরদশ্চ পূর্বীঃ ॥১৯॥**

হে ইন্দ্র, এই সকল তোমার অনুগত মানবের দ্বারা, ধনবানদের সাহায্যে, হে মঘবন্! সকল সংগ্রামে যেমনভাবে দিবসগুলি জ্যোতির মাধ্যমে রাত্রি সকলকে অভিভূত করে, সেইভাবে যেন আমরা শত্রু দমন করে বহু শরৎঋতু (সংবৎসর) উপভোগ করতে পারি ।।১৯।।

**এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণে ব্রহ্মাকর্ম ভৃগবো ন রথম্।**
**নূ চিদ্ যথা নঃ সখ্যা বিয়োষদসন্ন উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ ॥২০॥**

ইদানীং এইভাবে আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম স্তোত্র রচনা করেছি, সেই অভীষ্ট ফলদায়ক বলবানের জন্য যেমন (ভাবে) ভৃগুবংশীয়গণ রথ (নির্মাণ করেছেন)। যেন তিনি তাঁর মৈত্রী হতে আমাদের কখনই বিযুক্ত না করেন, যেন আমাদের শক্তিশালী সহায়ক, শরীর রক্ষাকারী হয়ে থাকেন ।।২০।।

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥২১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতিপ্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য, হে পিঙ্গল অশ্ববান! নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ।।২১।।

## (সূক্ত-১৭)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,১৫ একপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২১।**

**ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা অনু ক্ষত্রং মংহনা মন্যত দ্যৌঃ।**
**ত্বং বৃত্রং শবসা জঘন্বান্ সৃজঃ সিন্ধূঁরহিনা জগ্রসানান্ ॥১॥**

তুমি মহান হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি পৃথিবী, তোমার প্রতি স্বর্গ সাতিশয় আনুকূল্যের সঙ্গে তোমার আধিপত্য স্বীকার করেছেন। তুমি সবলে বৃত্রকে হত্যা করে সেই সর্পের দ্বারা অবরুদ্ধ নদীগুলিকে মুক্ত করে দিয়েছ ॥১॥

**তব ত্বিষো জনিমন্ রেজত দ্যৌ রেজদ্ ভূমির্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।**
**ঋঘায়ন্ত সুভ্ব পর্বতাস আর্দন্ ধন্বানি সরয়ন্ত আপঃ ॥২॥**

দীপ্যমান তোমার জন্মের ফলে আকাশ কম্পিত হয়েছিল এবং তোমার ক্রোধের ভয়ে ভূমি কম্পিত হয়েছিল। দৃঢ়বদ্ধ পর্বতসকল আন্দোলিত হয়েছিল, উষর মরুসকল প্লাবিত হয়েছিল এবং জলধারা প্রধাবিত হয়েছিল ॥২॥

**ভিনদ্ গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্নাবিষ্কৃণ্বানঃ সহসান ওজঃ।**
**বধীদ্ বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ সরন্নাপো জবসা হতবৃষ্ণীঃ ॥৩॥**

সবলে বজ্রকে নিক্ষেপ করে তিনি পর্বত বিদারণ করেছেন, (নিজের) তেজকে প্রকটিত করে তিনি শক্তি প্রদর্শন করেছেন। হর্ষোৎফুল্ল (ইন্দ্র) বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছেন, তাদের বলবান (প্রভুর) বিনাশের ফলে জলরাশি শীঘ্র প্রবাহিত হয়েছিল ॥৩॥

**সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্তা স্বপস্তমো ভূৎ।**
**য ঈং জজান স্বর্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং সদসো ন ভূম ॥৪॥**

শোভন-বীর সমৃদ্ধ দ্যুলোককে তোমার জনক মনে করা হয়। শ্রেষ্ঠতম কারিকর ইন্দ্রের নির্মাতা ছিলেন। যিনি এই (ইন্দ্রকে), গর্জনকারীকে, শোভন বজ্রের অধিপতিকে, পৃথিবীর ন্যায় নিজ আসন হতে অবিচলিতকে সৃষ্টি করেছিলেন ॥৪॥





**য এক ইচ্চ্যাবয়তি প্র ভূমা রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ।**
**সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ ॥৫॥**

যিনি এককভাবেই ভূমিদেশকে প্রকম্পিত করেন, সেই ইন্দ্র জনগণের অধিপতি; ব্যাপক ভাবে আহূত সেই সত্যসন্ধ ইন্দ্রকে সকলেই অনু(সরণ করে) আনন্দিত থাকেন এবং সেই প্রভূত দানকারী দেবতার দানসমূহের স্তুতি করেন ॥৫॥

**সত্রা সোমা অভবন্নস্য বিশ্বে সত্রা মদাসো বৃহতো মদিষ্ঠাঃ।**
**সত্রাভবো বসুপতির্বসূনাং দত্রে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ ॥৬॥**

সকল সোমরস সম্পূর্ণভাবে এই (ইন্দ্রের)। সেই সর্বাপেক্ষা মাদক সোমরস একান্তভাবেই সেই বলবান ইন্দ্রের (অধিকারে)। তুমি চিরদিন সকল সম্পদের ধনপতি; ধন দান করে তুমি সকল জনগণকে ধারণ করে থাক ॥৬॥

**ত্বমধ প্রথমং জায়মানো ঽমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।**
**ত্বং প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ মঘবন্ বি বৃশ্চঃ ॥৭॥**

এবং প্রথম জন্মলাভ মাত্রই তুমি, হে ইন্দ্র, সকল জনের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলে। হে মঘবন্, তুমি তোমার বজ্রদ্বারা (জলের) প্রবহণপথে শায়িত অহিকে ছিন্ন ভিন্ন করেছিলে ॥৭॥

**সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্।**
**হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ ॥৮॥**

সেই ইন্দ্রকে যিনি সর্বদা হন্তারক, দুর্ধর্ষ এবং উগ্ররূপ, যিনি মহান, অনন্ত এবং অতিশক্তিশালী, যিনি শোভন বজ্রের অধিপতি (তাঁকে) আবাহন করি। যিনি বৃত্রকে বধ করেছেন, এবং যিনি সম্পদবিজয় করেন, অপর্যাপ্ত ধন দান করেন সেই মঘবন, তিনি স্বয়ং প্রভূত ধনশালী ॥৮॥

**অয়ং বৃতশ্চাতয়তে সমীচীর্য আজিষু মঘবা শৃণ্ব একঃ।**
**অয়ং বাজং ভরতি যং সনোত্যস্য প্রিয়াসঃ সখ্যে স্যাম ॥৯॥**

সেই তিনি সম্মিলিত বিরোধীপক্ষকে ত্রস্ত করে থাকেন যিনি একাকী সকল সংগ্রামে মঘবান্ নামে শ্রুত হয়ে থাকেন। ইনি যে সম্পদ জয় করেন সেই (ধন) দান করেন, যেন আমরা অনুগ্রহভাজন রূপে তাঁর মৈত্রী লাভ করতে পারি ॥৯॥

**অয়ং শৃণ্বে অধ জয়ন্নুত ঘ্নন্নয়মুত প্র কৃণুতে যুধা গাঃ।**
**যদা সত্যং কৃণুতে মন্যুমিন্দ্রো বিশ্বং দৃলহং ভয়ত এজদস্মাৎ ॥১০॥**

এবং তিনি জয়লাভের কারণে এবং (শত্রু) বধের কারণে প্রখ্যাত, তিনি যুদ্ধে গাভীসকল জয় করেন। যখন ইন্দ্র তাঁর ক্রোধকে সত্যই প্রকাশ করেন, সকল স্থাবর ও জঙ্গম তাঁর প্রতি ভীত হয়ে থাকে ॥১০॥

**সমিন্দ্রো গা অজয়ৎ সং হিরণ্যা সমশ্বিয়া মঘবা যো হ পূর্বীঃ।**
**এভির্নৃভির্নৃতমো অস্য শাকৈ রায়ো বিভক্তা সংভরশ্চ বস্বঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র সমগ্র গাভীযূথ, সমগ্র স্বর্ণভার এবং অশ্বদল জয় করেছেন; তিনি বহুদিন হতেই ধনবান (তিনি ধনবান এবং পুর ভেদকারী), সেই নরশ্রেষ্ঠ, তাঁর সহায়ক এই সকল মানুষের সাহায্যে সম্পদ বিভাজন করেন এবং সকল ধন একত্রিত করেন ॥১১॥

**কিয়ৎ স্বিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতুর্জনিতুর্যো জজান।**
**যো অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্তি বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ ॥১২॥**

মাতার বিষয় ইন্দ্র[১] কতখানি চিন্তা করে থাকেন? পিতার প্রতি, জনকের প্রতি কতখানি (চিন্তা করেন), যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি ক্ষণমাত্রেই অথবা যুদ্ধকালে তাঁর তেজকে বর্ধিত করেন, বায়ুতাড়িত গর্জনরত মেঘপুঞ্জের ন্যায় ॥১২॥

১. ইন্দ্র তাঁর সেই বলবর্ধক বজ্রের জন্যই চিন্তা করেন—Griffith.

**ক্ষিয়ন্তং ত্বমক্ষিয়ন্তং কৃণোতীয়র্তি রেণুং[১] মঘবা সমোহম্।**
**বিভঞ্জনুরশনিমাঁ ইব দ্যৌরুত স্তোতারং মঘবা বসৌ ধাৎ ॥১৩॥**

সেই মঘবান্ বসবাসকারী জনকে অশান্ত করে থাকেন, বিভ্রান্তিবশত ধূলিজাল উত্থিত করেন। বিদ্যুৎসমন্বিত আকাশের ন্যায় বিদারণ করতে থাকেন কিন্তু সেই ধনবান ইন্দ্র স্তোতার প্রতি ধন দান করে থাকেন ॥১৩॥

১. ইয়র্তি রেণুম্— সংঘর্ষের অশান্তির ফলে ধূলি উত্থিত হয়।





**অয়ং চক্রমিষণৎ সূর্যস্য ন্যেতশং রীরমৎ সসৃমাণম্।**
**আ কৃষ্ণ ঈং জুহুরাণো জিঘর্তি ত্বচো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ ॥১৪॥**

তিনি সূর্যের (রথ) চক্রকে প্রেরিত করেছিলেন এবং দ্রুতধাবমান এতশকে (সূর্যাশ্বকে) সহসা বিরত করেছিলেন। কুটিল গতিতে পরিভ্রমণ করে সেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাঁকে সিক্ত করেছিল, অন্তরিক্ষলোকের গর্ভে, অন্ধকারের মূল দেশে ॥১৪॥

টীকা— এখানে সূর্যগ্রহণের কাহিনী বলা হয়েছে। ইন্দ্র সূর্যের চক্রকে প্রেরণ করছিলেন তখন অকস্মাৎ তিনি বিরত হন বা সূর্যাশ্বকে বিরত করেন। এবং সূর্যকে পুনরায় রাত্রির অন্ধকারে আর্দ্র মেঘের মধ্যে নিক্ষেপ করেন—Griffith.

**অসিক্ন্যাং যজমানো ন হোতা ॥১৫॥**

অন্ধকার রাত্রে যজ্ঞরত হোতার অনুরূপ ॥১৫॥

**গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ।**
**জনীয়ন্তো জনিদামক্ষিতোতিমা চ্যাবয়ামোঽবতে ন কোশম্ ॥১৬॥**

সম্পদ লাভের ইচ্ছায়, অশ্ব লাভের ইচ্ছায়, বল অথবা অন্ন লাভের ইচ্ছায় আমরা, মেধাবী কবিগণ সখ্যের জন্য অভীষ্টদায়ক ইন্দ্রকে অনুপ্রেরিত করে থাকি। যিনি পত্নীকামীকে পত্নী প্রদান করেন, অক্ষয় সহায়তা প্রদান করেন তিনি যেন কূপে (ব্যবহৃত) জলপাত্রের ন্যায় ॥১৬॥

টীকা—অবতে ন......যেমন জলপাত্র দিয়ে কূপ হতে (কার্যকর) জল তোলার সুবিধা হয় সেই প্রকার।

**ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্।**
**সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাং কর্তেমু লোকমুশতে বয়োধাঃ ॥১৭॥**

তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও। সোমনিবেদক গণকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের মঙ্গল বিধান করে নিজেকে (আমাদের) স্বজন রূপে প্রকট করতে থাক। তুমি আমাদের বন্ধু, পিতা, পিতৃগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ পিতা, তুমি সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি প্রার্থীকে আধিপত্য ও জীবনী শক্তি দান করেন ॥১৭॥

**সখীয়তামবিতা বোধি সখা গৃণান ইন্দ্র স্তুবতে বয়ো ধাঃ ।**
**বয়ং হ্যা তে চকৃমা সবাধ আভিঃ শমীভির্মহয়ন্ত ইন্দ্র ॥১৮॥**

যাঁরা তোমার মিত্রতা প্রার্থনা করেন তাঁদের সহায়ক এবং মিত্র হও। হে ইন্দ্র, স্তূয়মান তুমি স্তুতিরত (যজমান)কে জীবৎশক্তি দান কর। কারণ, আমরা তোমার প্রতি একান্তভাবে (পরিচর্যা) করেছি, তোমাকে এই সকল যজ্ঞ দ্বারা মহিমান্বিত করেছি ॥১৮॥

**স্তুত ইন্দ্রো মঘবা যদ্ধ বৃত্রা ভূরীণ্যেকো অপ্রতীনি হন্তি ।**
**অস্য প্রিয়ো জরিতা যস্য শর্মন্নকির্দেবা বারয়ন্তে ন মর্তাঃ ॥১৯॥**

হে ধনবান ইন্দ্র, স্তুত হয়ে (তুমি) একাকী বহুসংখ্যক অপ্রতিহত বাধা (বৃত্রকে) বিচূর্ণ কর। তাঁর প্রিয় স্তোতা যাঁর সহায়তায় (সুরক্ষিত) না দেবগণ তাকে বাধা দিয়ে থাকেন না মানবগণ ॥১৯॥

**এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শী করৎ সত্যা চর্ষণীধৃদনর্বা ।**
**ত্বং রাজা জনুষাং ধেহ্যস্মে অধি শ্রবো মাহিনং যজ্জরিত্রে ॥২০॥**

মাত্র এইভাবে বদান্য ইন্দ্র, প্রভূত দান করতে করতে আমাদের জন্য এই সকল বিষয়কে যথার্থ করে তুলবেন। (তিনি) মনুষ্যকুলকে ধারণ করে থাকেন, অনিন্দনীয়। তুমি জনগণের অধিপতি, আমাদের যশ দান কর, যা স্তোতার জন্য মহিমাময় ॥২০॥

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥২১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥২১॥





## (সূক্ত-১৮)

**এ সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব এদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় এরা তিনজনে এ সূক্তের ঋষি ও দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৩।**

**অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে ।**
**অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো মা মাতরমমুয়া পত্তবে কঃ ॥১॥**

[ইন্দ্র মাতা অদিতি] এই সেই প্রাচীন এবং অনুমোদিত পথ যার দ্বারা সকল দেবতা জাত হয়েছেন। অতএব এর দ্বারাই সম্যক বর্ধিত (তুমি) যেন জাত হও— এইভাবে মাতার পতনের যেন কারণ (সৃষ্টি) না হয়। ১॥

টীকা—এই সূক্তটি ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেবের সংলাপ সূক্ত। মূল বিষয় ইন্দ্রের জন্মকাহিনী। অজাত শিশু মাতৃগর্ভ মধ্য থেকে স্বাভাবিক পন্থায় বার না হয়ে অন্য ভাবে পার্শ্বদেশ হতে বাইরে আসতে চায়। মাতা তাকে স্বাভাবিক জন্ম নিতে বলেন। শিশু ইন্দ্র জন্ম হতেই বীরকর্মের জন্য প্রস্তুত।

**নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতৎ তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমাণি ।**
**বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি যুধ্যৈ ত্বেন সং ত্বেন পৃচ্ছৈ ॥২॥**

[ইন্দ্র] আমি সেই পথে বহির্গত হব না—এই (পথ) দুর্গম। আমি তির্য্যগ্ পথে তোমার পার্শ্বদেশ হতে নির্গমন করব। বহু অসম্পাদিত কর্ম আমাকে সম্পাদন করতে হবে; একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তব্য, এবং অপর একজনের সঙ্গে আলোচনা (কর্তব্য) ॥২॥

**পরায়তীং মাতরমন্বচষ্ট ন নানু গান্যনু নূ গমানি ।**
**ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য ॥৩॥**

[সূত্রধার কবি] (মৃত্যুপথে) গমনোদ্যতা মাতার প্রতি তিনি অবলোকন করেছিলেন 'আমি পারি না অনুসরণ না করে, এখন আমি দ্রুত অনুসরণ করব।' ত্বষ্টার গৃহে ইন্দ্র সোম পান করেছিলেন। সেই বহু ধন দ্বারা সুত সোম পাত্রদ্বয় (চমূ) হতে (পান করেছিলেন) ॥৩॥

**কিং স ঋধক্ কৃণবদ্ যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্চ পূর্বীঃ ।**
**নহী ন্বস্য প্রতিমানমস্ত্যন্তর্জাতেষূত যে জনিত্বাঃ ॥৪॥**

[সূত্রধার] কেমন (ভাবে) বিপরীত কর্ম তিনি করতে পারেন, যাঁকে তাঁর জননী সহস্র মাস এবং বহু শরৎ (ঋতু) বহন করেছেন? অবশ্যই যাঁরা জন্মলাভ করেছেন এবং যাঁরা (এখনো) জন্মলাভ করবেন তাঁদের মধ্যে তাঁর (ইন্দ্রের) সমতুল্য কেউ নয় ।।৪।।

**অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকরিন্দ্রং মাতা বীর্যেণা ন্যৃষ্টম্ ।**
**অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ ॥৫।।**

[সূত্রধার] তাঁকে নিন্দনীয় এইরূপ বিচার করে, তাঁর জননী ইন্দ্রকে, সেই বীরোচিত শক্তিমানকে সংগোপনে রেখেছিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং (তেজো রূপ) আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে সমুত্থিত হয়েছিলেন এবং জন্মক্ষণেই দ্যাবাপৃথিবীকে সম্যক পরিপূরণ করেছিলেন ।।৫।।

**এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তীর্ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ ।**
**এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি কমাপো অদ্রিং[১] পরিধিং রুজন্তি ॥৬।।**

[ইন্দ্র] এই জলরাশি কলকল নাদে প্রবাহিত হচ্ছে, যেন সত্যপ্রিয়া নারীগণ যুগপৎ সোচ্চারে কথন করছেন; তাঁদের প্রশ্ন কর। তাঁরা কী বলছেন? কোন্ প্রতিবন্ধক পর্বতকে জলধারাসকল বিদারণ করছে? ।।৬।।

১. কম্ অদ্রিম্ — আবরণকারী মেঘপুঞ্জ।

**কিমু ষ্বিদস্মৈ নিবিদো[১] ভনন্তেন্দ্রস্যাবদ্যং[২] দিধিষন্ত আপঃ ।**
**মমৈতান্ পুত্রো মহতা বধেন বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ বি সিন্ধূন্ ॥৭।।**

[ইন্দ্র মাতা] তাঁরা কি স্বাগত ভাষণে (নিবিদ দ্বারা) তাঁকে সম্ভাষণ করছেন? জলরাশি কি ইন্দ্রের দোষসকল (নিজেরা) গ্রহণ করতে অভিলাষ করে? আমার পুত্র তার হনন সাধক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রযোগে বৃত্রকে বধ করে এই সকল নদীকে প্রবাহিত করেছে ।।৭।।

১. নিবিদ— অতিসংক্ষিপ্ত কিছু কিছু মন্ত্র যা ছন্দে রচিত নয় এবং শস্ত্র সমূহের মধ্যে মধ্যে কোন কোন সময় এগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব দেবতাদের আহ্বান করার জন্য যাঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সোমযাগে হবিঃ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রগুলির ব্যবহার অতিপ্রাচীন।
২. ইন্দ্রস্য অবদ্যম্— বৃত্র হত্যার নিন্দা।





**মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্বা কুষবা[১] জগার ।**
**মমচ্চিদাপঃ শিশবে মমৃড্যুর্মমচ্চিদিন্দ্রঃ সহসোদতিষ্ঠৎ ॥৮।।**

[নদীগণ] তোমাকে আমার নিকট হতে—(তোমার) যুবতী জননীর (নিকট হতে) অপসারিত করেছি। তোমাকে কুষবা (রাক্ষসী) গ্রাস করেছিল। কিন্তু অবশ্যই আমারই কারণে জলধারাসকল শিশুর প্রতি অনুকূল হয়েছে। অবশ্যই আমারই কারণে ইন্দ্র সবলে উত্থিত হয়েছেন ।।৮।।

১. কুষবা—রাক্ষসী (সায়ণ), নদীবিশেষ—Von Roth.

**মমচ্চন তে মঘবন্ ব্যংসো নিবিবিধ্বাঁ অপ হনূ জঘান ।**
**অধা নিবিদ্ধ উত্তরো বভূবাঞ্ছিরো দাসস্য সং পিণগ্বধেন ॥৯।।**

[ইন্দ্র মাতা] হে মঘবন্, তুমি আমারই নিজ (পুত্র), ব্যংস (দানব) তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে মুখপার্শ্বে আঘাত করেছিল। অনন্তর (তার দ্বারা) তাড়িত হলেও তুমি অধিকতর বলবান হয়ে সেই দাসের মস্তক, হন্তারক অস্ত্র দ্বারা সম্যক বিচূর্ণিত করেছিলে ।।৯।।

**গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং তবাগামনাধৃষ্যং বৃষভং তুম্রমিন্দ্রম্ ।**
**অরীলহং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্ ॥১০।।**

[সূত্রধার] সেই তরুণী গাভী (অদিতি?) এক পূর্ণবয়স্ক, উদ্দাম, অপ্রতিরোধ্য বৃষভের, বলিষ্ঠ ইন্দ্রের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই জননী বৎসকে লেহন না করেই বিচরণের জন্য (প্রেরণ করেছিলেন); নিজের গমনযোগ্য পথ তিনি (ইন্দ্র) স্বয়ং অন্বেষণ করেছিলেন ।।১০।।

**উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ ।**
**অথাব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ ৎসখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব[১] ॥১১।।**

এবং তাঁর মাতা সেই বলবান পুত্রের অভিমুখে জ্ঞাপন করলেন 'হে পুত্র!' এই দেবগণ তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন। তখন বৃত্রবধে উদ্যত ইন্দ্র বললেন 'হে মিত্র বিষ্ণু, ব্যাপকতর (ভাবে) পদক্ষেপ কর।' ।।১১।।

১. বিতরং বিক্রমস্ব—বৃত্র বধে সহায়তা কর।

**কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্ত্বামজিঘাংসচ্চরন্তম্ ।**
**কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্ যৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য ॥১২॥**

কে তোমার মাতাকে বিধবা করেছে? কে শায়িত অবস্থায় বা বিচরণরত অবস্থায় তোমাকে বধ করতে চায়? যখন তুমি তোমার পিতাকে, পাদদ্বারা ধারণ করে বিনাশ করেছিলে তখন কোন দেবতা তোমাকে সহায়তা করেছিল? ॥১২॥

টীকা—Griffith মনে করেন এই মন্ত্রটি বিষ্ণুর উক্তি ।

**অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্ ।**
**অপশ্যং জায়ামমহীয়মানামধা মে শ্যেনো মহধ্বা জভার ॥১৩॥**

[বামদেব?] উপায় রহিত অবস্থায় আমি কুকুরের অন্ত্র সকল রন্ধন করেছি (ভক্ষণ করেছি); দেবগণের মধ্যে অনুগ্রহকারী (কাউকে) সন্ধান করতে পারিনি; আমার পত্নীকে আমি অপমানিতা হতে দেখেছি; অনন্তর সেই (দিব্য) শ্যেন পক্ষী আমার জন্য মধু অথবা সোম আহরণ করে এনেছিল ॥১৩॥

## (সূক্ত-১৯)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র বিশ্বে দেবাসঃ সুহবাস উমাঃ ।**
**মহামুভে রোদসী বৃদ্ধমৃষং নিরেকমিদ্ বৃণতে বৃত্রহত্যে ॥১॥**

এইভাবে, হে বজ্রধারিন, ইন্দ্র! মাত্র তোমাকেই এই দেবগণ, আমাদের সহজে আহূত রক্ষকগণ ও উভয়লোক (দ্যাবাপৃথিবী) নিরূপিত করেছেন—একমাত্র মহান বলবান ও সমুন্নত (তোমাকেই) বৃত্রকে হনন করার জন্য ॥১॥

**অবাসৃজন্ত জিব্রয়ো ন দেবা ভুবঃ সম্রালিন্দ্র সত্যযোনিঃ ।**
**অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণঃ প্র বর্তনীররদো বিশ্বধেনাঃ ॥২॥**





জীর্ণ (বৃদ্ধগণের) ন্যায় দেবগণ বিরত হয়েছেন; তুমি, সত্য সম্ভূত ইন্দ্র, সকলের অধিপতি হয়েছ। যে সর্প জলধারাকে বেষ্টন করে শায়িত ছিল তাকে বিনাশ করেছিলে; (তুমি) সকলের প্রাণদায়িনী সেই সকল (জল) ধারার জন্য পথ খনন করেছিলে ॥২॥

**অতৃপ্ণুবন্তং বিয়তমবুধ্যমবুধ্যমানং সুষুপাণমিন্দ্র ।**
**সপ্ত প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ বি রিণা অপর্বন্ ॥৩॥**

সেই অপ্রশমনীয়, প্রসারিত শরীর সর্প, যে দুর্জ্ঞেয়, যাকে জাগরিত করা যায় না, যে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, হে ইন্দ্র,—সপ্ত প্রবাহিত (জলধারার) প্রতি শায়িত (তাকে), তোমার বজ্র দ্বারা অখণ্ড (শরীর) কে বিদীর্ণ করেছিলে ॥৩॥

**অক্ষোদয়চ্ছবসা ক্ষাম বুধ্নং বার্ণ বাতস্তবিষীভিরিন্দ্রঃ ।**
**দৃলহান্যৈভ্নাদুশমান ওজো ঽবাভিনৎ ককুভঃ পর্বতানাম্ ॥৪॥**

সবলে ইন্দ্র আমূল পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছেন যেমন বায়ু তার শক্তি দ্বারা জলরাশিকে তাড়িত করে। স্বশক্তিতে উৎসুক (তিনি) স্থিরবদ্ধ (দুর্গ) সমূহ ভগ্ন করেছিলেন; তথা পর্বতশৃঙ্গ সকল ছেদন করেছিলেন ॥৪॥

**অভি প্র দদ্রুর্জনয়ো ন গর্ভং রথা ইব প্র যযুঃ সাকমদ্রয়ঃ[১] ।**
**অতর্পয়ো বিসৃত উব্জ উর্মীন্ ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্ ॥৫॥**

তাঁরা তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন যেন মাতাগণ সন্তানের প্রতি; রথের ন্যায় মেঘসমূহ একত্রে প্রকৃষ্টভাবে গমন করেছিল। বিস্তৃতপ্রবাহ নদীগুলিকে পরিপূর্ণ করেছিলে এবং তরঙ্গভঙ্গকে সংযমিত করেছিলে। অবরুদ্ধ নদীগুলিকে ইন্দ্র তুমি বিমুক্ত করেছিলে ॥৫॥

১. অদ্রয়ঃ— সায়ণ বলেন মরুৎগণকে বোঝানো হয়েছে।

**ত্বং মহীমবনিং বিশ্বধেনাং তুর্বীতয়ে বয্যায় ক্ষরন্তীম্ ।**
**অরময়ো নমসৈজদর্ণঃ সুতরণাঁ অকৃণোরিন্দ্র সিন্ধূন্ ॥৬॥**

তুমি তুর্বীতি এবং বয্যের জন্য প্রবহমান, সকলের পোষণকারিণী বিপুল জলধারাকে নিরস্ত করেছিলে, সেই দ্রুত ধাবিত জলরাশিকে প্রার্থনার মাধ্যমে সংযত করেছিলে ইন্দ্র, নদীগুলিকে সহজে উত্তরণ যোগ্য করেছিলে ॥৬॥

টীকা—প্রথম মণ্ডলে রাজা তুর্বীতি এবং তাঁর পিতা বয্যের উল্লেখ আছে (১.৫৪.৬)।

**প্রাগ্রুবো নভন্বো ন বক্বা ধ্বস্রা অপিন্বদ্ যুবতীর্ঋতজ্ঞাঃ ।**
**ধন্বান্যজ্রাঁ অপৃণক্ তৃষাণাঁ অধোগিন্দ্রঃ স্তর্যো দংসুপত্নীঃ[১] ॥৭॥**

তিনি সত্যানুরাগিণী যুবতী কুমারীগণকে, কলনাদিনী উচ্ছ্বসিত জলধারার ন্যায় অগ্র পথে গমন করিয়েছিলেন। উষর এবং পিপাসার্ত ভূমিকে তিনি জলসিক্ত করেছিলেন। বলবান প্রভুর অনুর্বর গাভী হতেও তিনি দুগ্ধ দোহন করেছেন ॥৭॥

১. দংসুপত্নীঃ —দমনশীল বৃত্রাসুরের অধীন মেঘসমূহ যেন গাভী, সেগুলি হতে ইন্দ্র বর্ষণ এনেছেন।

**পূর্বীরুষসঃ শরদশ্চ গূর্তা বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ বি সিন্ধূন্ ।**
**পরিষ্ঠিতা অতৃণদ্ বদ্বধানাঃ সীরা ইন্দ্রঃ স্রবিতবে পৃথিব্যা ॥৮॥**

বহু প্রভাতকালে এবং বহু শরৎ ঋতুকালে আহূত তিনি বৃত্র হনন করে, নদীগুলিকে বিমুক্ত করেছিলেন। আবেষ্টনে বদ্ধ এবং আক্রান্ত নদীগুলিকে তিনি পৃথিবী (পৃষ্ঠে) প্রবাহিত হওয়ার জন্য খনন করেছিলেন ॥৮॥

**বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো অদানং নিবেশনাদ্ধরিব আ জভর্থ ।**
**ব্যন্ধো অখ্যদহিমাদদানো নির্ভূদুখচ্ছিৎ সমরন্ত পর্ব ॥৯॥**

হরীর অধিপতি! কুমারীর পুত্রকে যাকে বল্মীকেরা ভক্ষণ করছিল, তাকে সেই বল্মীকস্তূপ হতে আনয়ন করেছিলে। সেই অন্ধ, সর্পকে (হস্তে) ধারণ করে স্পষ্ট দেখেছিলেন, উত্থিত হয়ে পাত্রটি ভগ্ন করেছিলেন, তাঁর সন্ধিসকল সংযুক্ত হয়েছিল ॥৯॥

টীকা—সায়ণভাষ্য—অগ্রূ— (অর্থ=অবিবাহিতা) নামে কুমারীর পুত্রকে ইন্দ্র বল্মীকস্তূপ থেকে উদ্ধার করেন। ইত্যাদি।

**প্র তে পূর্বাণি করণানি বিপ্রাঽঽবিদ্বাঁ আহ বিদুষে করাংসি ।**
**যথাযথা বৃষ্ণ্যানি স্বগূর্তা ঽপাংসি রাজন্ নর্যাবিবেষীঃ ॥১০॥**

তোমার সকল অতীত কীর্তি জ্ঞাত হয়ে, হে কবি, আমি, প্রাজ্ঞ সকলের প্রতি সেইসব কার্য কথন করি; যে যে ভাবে সেই বল সমৃদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত এবং বীরোচিত, মনুষ্যহিতকর কার্য-সকল তুমি সম্পাদন করেছ, হে রাজন্ ॥১০॥





**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥১১॥

## (সূক্ত-২০)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**আ ন ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাদভিষ্টিকৃদবসে যাসদুগ্রঃ ।**
**[১]ওজিষ্ঠেভির্নৃপতির্বজ্রবাহুঃ সংগে সমৎসু তুর্বণিঃ পৃতন্যূন্ ॥১॥**

এইস্থানে আমাদের অভিমুখে দূর হতে, আমাদের অভিমুখে নিকট হতে শক্তিমান ইন্দ্র, যিনি অভীষ্ট ফল প্রদায়ক তিনি সহায়তার জন্য আগমন করবেন—সেই মানবকুলের অধিপতি, বজ্রহস্ত, তাঁর বলবত্তম (সঙ্গীগণের সঙ্গে) সংগ্রামে সর্বদা শত্রুগণকে জয় করে থাকেন ॥১॥

১. ওজিষ্ঠেভিঃ—মরুৎগণসহ।

**আ ন ইন্দ্রো হরিভির্যাত্বচ্ছাঽর্বাচীনোঽবসে রাধসে চ ।**
**তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শীমং যজ্ঞমনু নো বাজসাতৌ ॥২॥**

যেন ইন্দ্র এই স্থানে তাঁর পিঙ্গল অশ্বদ্বয় সহ আগমন করেন, আমাদের প্রতি আবর্তিত হয়ে থাকেন, সহায়তা করার জন্য এবং সম্পদ দান করার জন্য। যেন সেই বদান্য ধনবান বজ্রধারী হয়ে আমাদের এই যজ্ঞের সমীপে, ও যুদ্ধকালে অবস্থান করেন ॥২॥

**ইমং যজ্ঞং ত্বমস্মাকমিন্দ্র পুরো দধৎ সনিষ্যসি ক্রতুং নঃ ।**
**শ্বঘ্নীব বজ্রিন্ স্তনয়ে ধনানাং ত্বয়া বয়মর্য আজিং জয়েম ॥৩॥**

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এই যজ্ঞকে সম্মুখে স্থাপন করে, আমাদের আনুগত্য উপভোগ কর। হে বজ্রধারিন্, দ্যূতকরের অথবা ব্যাধের ন্যায় ধন জয় করার সময়ে তোমার সাহচর্যে যেন আমরা সংগ্রামে শত্রুকে জয় করতে পারি ॥৩॥

**উশন্নু ষু ণঃ সুমনা উপাকে সোমস্য নু সুষুতস্য স্বধাবঃ।**
**পা ইন্দ্র প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ সমন্ধসা মমদঃ পৃষ্ঠ্যেন[১] ॥৪॥**

আমাদের সমীপে, সাগ্রহে অনুকূলচিত্তে এখন সুষ্ঠু সুত সোমরস (পান কর) হে স্বাধীন (রাজন্)! তোমার নিকট আনীত মধুরস পান কর হে ইন্দ্র! এবং পর্বত গাত্র হতে আনীত সোমলতা/অন্নযোগে সম্পূর্ন আনন্দ যেন প্রাপ্ত হতে পার ॥৪॥

১. পৃষ্ঠ্যেন—সায়ণভাষ্য—পৃষ্ঠ শব্দের দ্বারা মাধ্যন্দিন বা দ্বিপ্রাহরিক সবনকার্যে গীত স্তোত্রকে বোঝাচ্ছে। মতান্তরে পর্বতপৃষ্ঠ যেখানে সোমলতা জন্মায়।

**বি যো ররপ্‌শ ঋষিভির্নবেভির্বৃক্ষো ন পক্বঃ সৃণ্যো ন জেতা।**
**মর্যো ন যোষামভি মন্যমানোঽচ্ছা বিবক্মি পুরুহূতমিন্দ্রম্ ॥৫॥**

যিনি পক্ক ফল সমৃদ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নূতনতর ঋষি-কবিগণের দ্বারা স্তূয়মান, যিনি অস্ত্রনিপুণ বিজয়ীর ন্যায়। সেই বারংবার অথবা বহুজনের দ্বারা আহূত ইন্দ্রকে আমি এইস্থানে আবাহন করি। যেমনভাবে পুরুষ(তার) সঙ্গিনীর প্রতি মনঃসংযোগ করে সেইভাবে (আবাহন করি) ॥৫॥

**গিরির্ন যঃ স্বতবাঁ ঋষ্ব ইন্দ্রঃ সনাদেব সহসে জাত উগ্রঃ।**
**[১]আদর্তা বজ্রং স্থবিরং ন ভীম উদ্নেব কোশং বসুনা ন্যৃষ্টম্ ॥৬॥**

যিনি পর্বতের ন্যায় নিজ বলে বলবান, মহান সেই ঘোররূপ ইন্দ্র চিরদিন যেমন জয়লাভের জন্য জন্ম নিয়েছেন। সেই ভয়ংকর সনাতন বজ্রের নিয়ন্তা, পাত্র যেমন জল দ্বারা পূর্ণ থাকে তিনি তেজঃ পুঞ্জে তেমনই সমৃদ্ধ ॥৬॥

১. আদর্তা ... ইত্যাদি; Jamison অনুবাদ করেছেন— 'ভয়ংকর (বন্যপশুর) যেমনভাবে পূর্ণ গোশালা বিদারণ করে সেইভাবে তিনি বৃহৎ আশ্রয়কে বিদারণ করেন, যা জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায় সম্পদে পূর্ণ।'

**ন যস্য বর্তা জনুষা ন্বস্তি ন রাধস আমরীতা মঘস্য।**
**উদ্বাবৃষাণস্তবিষীব উগ্রাঽস্মভ্যং দদ্ধি পুরুহূত রায়ঃ ॥৭॥**

যাঁর প্রতি স্বভাবতঃ কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান নয়, কোন আনুকূল্য অথবা সম্পদ প্রদানের বিষয়ে বিঘ্ন নেই, হে বলবন্, হে তেজস্বিন্, স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট বর্ষণ করে আমাদের সম্পদ দাও, হে বহুজনের দ্বারা আহূত ইন্দ্র ॥৭॥





**ঈক্ষে রায়ঃ ক্ষয়স্য চর্ষণীনামুত ব্রজমপবর্তাসি গোনাম্।**
**শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রহাবান্ বস্বো রাশিমভিনেতাসি ভূরিম্ ॥৮॥**

তুমি সম্পদের ঈশ্বর, এবং মানববসতি সকলের (অধিপতি), গাভীযূথের আশ্রয়সকল তুমি উদ্ঘাটন করে থাক। সংগ্রামকালে মানবগণের সহায়ক, লুণ্ঠিত সম্পদের বিজেতা, তুমি প্রভূত স্তূপীকৃত সম্পদের প্রতি প্রেরিত করে থাক ॥৮॥

**কয়া তচ্ছৃণ্বে শচ্যা শচিষ্ঠো যয়া কৃণোতি মুহু কা চিদৃষ্বঃ।**
**পুরু দাশুষে বিচয়িষ্ঠো অংহো ২থা দধাতি দ্রবিণং জরিত্রে ॥৯॥**

কোন ক্ষমতার কারণে তিনি বলবত্তমরূপে শ্রুত হয়ে থাকেন?— সেই ক্ষমতা যার দ্বারা সেই মহান যে-কোন কর্ম ক্ষণমধ্যে সম্পাদন করেন। (হবিঃ)দানকারীর (যজমানের) প্রভূত সংকট দূরীভূত করার কার্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনি স্তোতাকে ধনসম্পদ দান করে থাকেন ॥৯॥

**মা নো মর্ধীরা ভরা দদ্ধি তন্নঃ প্র দাশুষে দাতবে ভূরি যৎ তে।**
**নব্যে দেষ্ণে শস্তে অস্মিন্ ত উক্‌থে প্র ব্রবাম বয়মিন্দ্র স্তুবন্তঃ ॥১০॥**

আমাদের অবহেলা কোর না!(হবিঃ)দাতাকে অপর্যাপ্ত দান করার উপযোগী তোমার যে সম্পদ তা আনয়ন কর এবং আমাদের দান কর। এই নূতনতর দাতব্যের কারণে তোমার উদ্দেশ্যে কৃত এই প্রশস্তিতে, হে ইন্দ্র, আমরা এই কথা ঘোষণা করব ॥১০॥

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য, হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥১১॥

## (সূক্ত-২১)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**আ যাত্বিন্দ্রোঽবস উপ ন ইহ স্তুতঃ সধমাদস্তু শূরঃ ।**
**বাবৃধানস্তবিষীর্যস্য পূর্বীর্দ্যৌর্ন ক্ষত্রমভিভূতি পুষ্যাৎ ॥১॥**

যেন ইন্দ্র আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের নিকটে আগমন করেন। সেই বীর, স্তুতি লাভ করে যেন আমাদের সাহচর্যে অবস্থান থাকেন। বহুবিধ শক্তিতে তিনি যখন সমৃদ্ধ হয়েছেন (তাঁর) স্বকীয় সর্বব্যাপী আধিপত্য, যেন স্বর্গের ন্যায় বর্ধিত হয় ।।১।।

**তস্যেদিহ স্তবথ বৃষ্ণ্যানি তুবিদ্যুম্নস্য তুবিরাধসো নৃন্ ।**
**যস্য ক্রতুর্বিদথ্যো ন সম্রাট্ সাহ্বান্ তরুত্রো অভ্যস্তি কৃষ্টীঃ ॥২॥**

এইস্থানে মাত্র তাঁরই মহান পৌরুষকর্মের প্রশস্তি যেন করা হয়, সেই প্রভূত খ্যাতিমান এবং অপর্যাপ্তধনদাতা পুরুষের (স্তুতি করা হয়), যাঁর সিদ্ধান্ত, সভাস্থলে সম্রাটতুল্য, সকলকে অভিভূতকারী এবং জয়শীল, যা সকল মানবগোষ্ঠীকে শাসন করে ।।২।।

**আ যাত্বিন্দ্রো দিব আ পৃথিব্যা মক্ষূ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ ।**
**স্বর্ণরাদবসে নো মরুত্বান্ পরাবতো বা সদনাদৃতস্য ॥৩॥**

যেন ইন্দ্র মরুৎগণসহ স্বর্গ হতে অথবা পৃথিবী হতে এই স্থানে আগমন করেন, ক্ষিপ্রভাবে সমুদ্র হতে অথবা উর্বর ভূমি অথবা অন্তরিক্ষ হতে, সূর্যালোকের জগৎ হতে অথবা বহু দূর হতে অথবা সত্যের পীঠস্থান হতে আমাদের সহায়তার জন্য (আগমন করেন) ।।৩।।

**স্থূরস্য রায়ো বৃহতো য ঈশে তমু ষ্টবাম বিদথেষ্বিন্দ্রম্ ।**
**যো বায়ুনা জয়তি গোমতীষু[১] প্র ধৃষ্ণুয়া নয়তি বস্যো অচ্ছ ॥৪॥**

যিনি চিরস্থায়ী এবং বহুল পরিমাণ সম্পদের প্রভু সেই ইন্দ্রকে আমরা যজ্ঞস্থলে স্তুতি করি। যিনি, বায়ুর সহচর রূপে গাভীসংক্রান্ত (যুদ্ধে) জয়লাভ করেন এবং যিনি আমাদের বৃহত্তর সৌভাগ্যের প্রতি চালনা করেন ।।৪।।

১. গোমতীষু ইত্যাদি— যখন যুদ্ধে জয়ের ফলে প্রচুর গাভী লাভ হয় ।





**উপ যো নমো নমসি স্তভায়ন্নিয়র্তি বাচং জনয়ন্ যজধ্যৈ ।**
**ঋঞ্জসানঃ পুরুবার উক্থৈরেন্দ্রং কৃণ্বীত সদনেষু হোতা[১] ॥৫॥**

যিনি, শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রদ্ধাকে সংযুক্ত করে বাক্য স্ফূরিত করেন ও যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাক্য সৃষ্টি করেন, বহুভাবে অনুগ্রহকারী সেই হোতা যেন স্তোত্রসমূহের মাধ্যমে ইন্দ্রকে এই (যজ্ঞ)স্থানে আনয়ন করেন ।।৫।।

১. হোতা—(অগ্নি?)।

**ধিষা যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ ৎসদন্তো অদ্রিমৌশিজস্য গোহে ।**
**আ দুরোষাঃ পাস্ত্যস্য হোতা যো নো মহান্ ৎসংবরণেষু বহ্নিঃ ॥৬॥**

যখন তাঁরা (দেবগণ? অথবা অঙ্গিরসগণ?) ঔশিজের গৃহে অথবা গোপনস্থানে উপবিষ্ট হয়ে পবিত্রস্তুতি করতে করতে (সবনের) প্রস্তরখণ্ডের প্রতি উপস্থিত হয়ে থাকেন, তখন যেন সেই হোতা, যাঁর ক্রোধ দুঃসহ, যিনি গৃহে স্থিত, সেই বলবান বাহক এইস্থানে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানস্থলে বিদ্যমান থাকেন ।।৬।।

**সত্রা যদীং ভার্বরস্য[১] বৃষ্ণঃ সিষক্তি শুষ্মঃ স্তুবতে ভরায় ।**
**গুহা যদীমৌশিজস্য গোহে প্র যদ্ ধিয়ে প্রায়সে মদায় ॥৭॥**

যখন সম্পূর্ণ ভাবে সেই সর্বগ্রাসী বলবানের (অগ্নির) প্রবল ক্ষমতা স্তোতাকে সহায়তা করার জন্য ফলপ্রদ হয়ে থাকে, যা ঔশিজের গৃহে সংগোপনে অবস্থান করে এবং চিন্তার অনুপ্রেরণায় ও আনন্দ উপভোগের জন্য সাহায্য করে ।।৭।।

১. ভার্বর—সায়ণ বলেন—ভর্বর হল প্রজাপতির নামান্তর। তাঁর পুত্র ভার্বর অর্থে ইন্দ্র।

**বি যদ্ বরাংসি পর্বতস্য বৃণ্বে পয়োভির্জিন্বে অপাং জবাংসি ।**
**বিদদ্ গৌরস্য গবয়স্য[১] গোহে যদী বাজায় সুধ্যো বহন্তি ॥৮॥**

যখন তিনি পার্বত্য অবরোধদ্বার সকল বিস্তারিত ভাবে মুক্ত করেন এবং জলধারার সাহায্যে প্রবাহবেগকে বর্ধিত করেন, তিনি মহিষ এবং বৃষের আশ্রয়স্থল সন্ধান করেছিলেন যখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তেজোদ্দীপ্ত কর্মের জন্য তাঁকে প্রণোদিত করেছিলেন ।।৮।।

১. গৌরস্য গবয়স্য—বন্য গাভীজাতীয় প্রাণী।

**ভদ্রা তে হস্তা সুকৃতোত পাণী প্রযন্তারা স্তুবতে রাধ ইন্দ্র ।**
**কা তে নিষত্তিঃ কিমু নো মমৎসি কিং নোদুদু হর্ষসে দাতবা উ ॥৯॥**

তোমার হস্তদ্বয় কল্যাণকর এবং করপল্লব সুগঠিত, স্তোতার প্রতি (সেই করদ্বয়) সম্পদ বর্ষণ কর হে ইন্দ্র! কেন তুমি উপবেশন করে আছ? কেন তুমি আনন্দ উপভোগে রত নও? এবং কেন তুমি নিজেকে দান কার্যের মাধ্যমে উৎফুল্ল করে তোল না ॥৯॥

**এবা বস্ব ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড়্ঢন্তা বৃত্রং বরিবঃ পূরবে কঃ ।**
**পুরুষ্টুত ক্রত্বা নঃ শগ্ধি রায়ো ভক্ষীয় তেঽবসো দৈব্যস্য ॥১০॥**

এইভাবে ইন্দ্র সম্পদের যথার্থ অধীশ্বর, বৃত্র হন্তারক, তিনি মানবগণের জন্য বিস্তৃত স্বাতন্ত্র্য ধন প্রদান করেছেন। হে বহুজনের দ্বারা বারংবার স্তুত (ইন্দ্র), তোমার শক্তি দ্বারা আমাদের ধন দাও। যেন তোমার দিব্য সহায়তার অংশভাগী হতে পারি ॥১০॥

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥১১॥

## অনুবাক-৩

## (সূক্ত-২২)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি তন্নো মহান্ করতি শুষ্ম্যা চিৎ ।**
**ব্রহ্ম স্তোমং মঘবা সোমমুক্থা যো অশ্মানং শবসা বিভ্রদেতি ॥১॥**

আমাদের যে (প্রদত্ত হবিঃ?) ইন্দ্র উপভোগ করেন এবং যা কিছুর জন্য আকাঙ্খা করেন। সেই মহান এবং বলবান্ আমাদের প্রতি সেই (সম্পদ) সম্যক ন্যস্ত করে থাকেন—ব্রহ্মস্তোত্র, সোমরস, এবং শস্ত্র সকল —সেই ধনসমৃদ্ধ (ইন্দ্র) যিনি সবলে বজ্রকে ধারণ করে থাকেন ॥১॥





**বৃষা[১] বৃষন্ধিং চতুরশ্রিমস্যন্নুগ্রো বাহুভ্যাং নৃতমঃ শচীবান্ ।**
**শ্রিয়ে [২]পরুষ্ণীমুষমাণ ঊর্ণাং যস্যাঃ পর্বাণি সখ্যায় বিব্যে ॥২॥**

সেই বলবান যিনি দুই হস্তে চতুষ্কোণ প্রচণ্ড শক্তির আধার (অস্ত্রকে) নিক্ষেপ করেন, —সেই শক্তিমান, শ্রেষ্ঠ বীর এবং সামর্থ্যবান। যিনি অলংকরণের উদ্দেশে পরুষ্ণীকে পশুলোমের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করেন, যে (নদীর) অংশ সকল তিনি (মরুৎগণের) মৈত্রীর জন্য আবৃত করেছেন ॥২॥

১. বৃষা—বৃষন্ধি—কাম্যফল বর্ষয়িতা এবং মেঘ ভেদ করে বর্ষণের আধার—সায়ণভাষ্য।
২. পরুষ্ণী—পাঞ্জাব অঞ্চলের নদী—ইরাবতী (রাভি)। ইন্দ্র পশুলোমের অনুরূপ নদীর ফেনায় আবৃত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন। নদীর বিভিন্ন অংশকে তিনি যুক্ত করেছেন।

**যো দেবো দেবতমো জায়মানো মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ ।**
**দধানো বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং দ্যামমেন রেজয়ৎ প্র ভূম ॥৩॥**

যে দেবতা, শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে জন্মলাভ করেন, তাঁর পরিপূর্ণ সামর্থ্য এবং প্রবল শক্তির কারণে সমৃদ্ধ হয়ে উৎসাহী বজ্রকে দুই বাহুতে ধারণ করে, স্বর্গ ও পৃথিবীকে তাঁর প্রতাপে প্রকম্পিত করে থাকেন ॥৩॥

**বিশ্বা রোধাংসি প্রবতশ্চ পূর্বীর্দ্যৌঋষ্বাজ্জনিমন্ রেজত ক্ষাঃ ।**
**আ মাতরা[১] ভরতি শুষ্ম্যা গোর্নৃবৎ পরিজ্মন্ নোনুবন্ত বাতাঃ ॥৪॥**

সকল নদীতীর এবং বহুসংখ্যক প্রবহণ (নদী প্রভৃতি) —স্বর্গ এবং পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে থাকে সেই মহান দেবতার জন্মকালে। সেই প্রচণ্ড শক্তিমান দুই মাতাকে (পিতামাতা) নিকটে আনয়ন করেন; বায়ুসকল যেন তাদের (অন্তরিক্ষলোক) ভ্রমণকালে মনুষ্যগণের ন্যায় নিয়ত গর্জন করতে থাকে ॥৪॥

১. মাতরা— দ্যৌ ও পৃথিবী

**তা তূ ত ইন্দ্র মহতো মহানি বিশ্বেষ্বিৎ সবনেষু প্রবাচ্যা ।**
**যচ্ছূর ধৃষ্ণো ধৃষতা দধৃষ্বানহিং বজ্রেণ শবসাবিবেষীঃ ॥৫॥**

মহান তোমার সেই সকল মহৎ (কর্ম) হে ইন্দ্র, সকল সবন কর্মে কথনের উপযুক্ত। যেহেতু হে বিক্রান্ত বীর, দুঃসাহসী, এবং দুর্দম তোমার বজ্রের দ্বারা সবলে (তুমি) অহিকে হনন করেছ ॥৫॥

**তা তূ তে সত্যা তুবিনৃম্ণ বিশ্বা প্র ধেনবঃ[১] সিস্রতে বৃষ্ণ ঊধ্নঃ[২] ।**
**অধা হ ত্বদ্ বৃষমণো ভিয়ানাঃ প্র সিন্ধবো জবসা চক্রমন্ত ॥৬॥**

তোমার সেই সকল (কর্ম) যথার্থ, হে প্রভূত বলবান অথবা শ্রেষ্ঠ বীর (ইন্দ্র)! গাভীগুলি (অভীষ্ট) বর্ষণকারী তোমার (কারণে) দুগ্ধ ভাণ্ডার হতে প্রকৃষ্টভাবে (দুগ্ধ) নিঃস্যন্দিত করে। অনন্তর হে বলিষ্ঠচিত্ত ইন্দ্র! তোমার কারণে ভীত, নদীগুলি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে থাকে ॥৬॥

১. ধেনবঃ— বৃষ্টিধারা, ২. উধ্নঃ—বর্ষণকারী মেঘ।

**অত্রাহ তে হরিবস্তা উ দেবীরবোভিরিন্দ্র স্তবন্ত স্বসারঃ ।**
**যৎ সীমনু প্র মুচো বদ্বধানা দীর্ঘামনু প্রসিতিং স্যন্দয়ধ্যৈ ॥৭॥**

ইদানীং হে ইন্দ্র, পিঙ্গল অশ্বের অধিপতি, তোমার সহায়তার কারণে, এই দেবীগণ, ভগিনীগণ[১] স্তুতি করে থাকেন। যখন তুমি সেই অবরুদ্ধ (জলধারাদের) নিরর্গল করে দিয়েছিলে স্বচ্ছন্দে তাদের দীর্ঘ গতিপথ অনুসারে প্রবাহিত হবার জন্য ॥৭॥

১. ভগিনীগণ—নদীসমূহ।

**পিপীলে অংশুর্মদ্যো ন সিন্ধুরা ত্বা শমী শশমানস্য শক্তিঃ ।**
**অস্মদ্রযক্ শুশুচানস্য যম্যা আশুর্ন রশ্মিং তুব্যোজসং গোঃ ॥৮॥**

মদকর সোমলতা যেন নদীর ন্যায় নিষ্পেষিত করা হয়েছে। যেন শ্রমনিরত (ঋত্বিকের) শ্রম, এই প্রকৃষ্ট দীপ্যমান (অগ্নির?) যজ্ঞ তোমাকে আমাদের অভিমুখে আকর্ষণ করে; যেমন কোন ক্ষিপ্র অশ্ব তার অত্যন্ত দৃঢ়শক্তি (সম্পন্ন) চর্মের বন্ধনরজ্জুকে (আকর্ষণ) করে) ॥৮॥

টীকা—মন্ত্রার্থ খুব স্পষ্ট নয়।

**অস্মে বর্ষিষ্ঠা কৃণুহি জ্যেষ্ঠা নৃম্ণানি সত্রা সহুরে সহাংসি ।**
**অস্মভ্যং বৃত্রা সুহনানি রন্ধি জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্য ॥৯॥**

সর্বদা আমাদের প্রতি তোমার বরিষ্ঠ এবং সর্বোত্তম বীরোচিত, শ্রেষ্ঠ জয়শীল শক্তিসমূহকে সক্রিয় কর; আমাদের জন্য প্রতিপক্ষকে সহজে হননযোগ্য করে তোল; (আমাদের) প্রতি বিদ্বিষ্ট মানবের হননোদ্যত অস্ত্রকে বিনষ্ট কর ॥৯॥





**অস্মাকমিৎ সু শৃণুহি ত্বমিন্দ্রাঽস্মভ্যং চিত্রাঁ উপ মাহি বাজান্ ।**
**অস্মভ্যং বিশ্বা ইষণঃ পুরংধীরস্মাকং সু মঘবন্ বোধি গোদাঃ ॥১০॥**

আমাদের (প্রার্থনা) সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ কর, ইন্দ্র; আমাদের প্রতি বিবিধ কাম্য সম্পদ অথবা শক্তি দান কর। আমাদের প্রতি সর্বপ্রকার জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রেরণ কর। হে ধনবান ইন্দ্র, যেন আমাদের প্রতি গাভী (পশু সম্পদ) প্রদাতা হয়ে থাক ॥১০॥

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য, হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥১১॥

## (সূক্ত-২৩)

**ইন্দ্র, ৮ম-১০ম ঋকের ইন্দ্র বা ঋত দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি।**
**ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**কথা মহামবৃধৎ কস্য হোতুর্যজ্ঞং জুষাণো অভি সোমমূধঃ[১] ।**
**পিবন্নুশানো জুষমাণো অন্ধো ববক্ষ ঋষ্বঃ শুচতে ধনায় ॥১॥**

কী রূপে, কোন হোতার (কৃত) যজ্ঞে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছেন; সোমরস উপভোগ করে, তার উৎস অভিমুখে (আগমন করেছেন)। সাগ্রহে পান করতে করতে সোম প্রভৃতি (হব্যে)র মাধ্যমে প্রীয়মাণ মহান ইন্দ্র কি সমুজ্জ্বল ধনের জন্য বর্ধিত হয়েছেন? ॥১॥

১. ঊধঃ—যজ্ঞ, যে উৎস হতে সোম প্রবাহিত হয়।

**কো অস্য বীরঃ সধমাদমাপ সমানংশ সুমতিভিঃ কো অস্য ।**
**কদস্য চিত্রং চিকিতে কদূতী বৃধে ভুবচ্ছশমানস্য যজ্যোঃ ॥২॥**

কোন্ বীর তাঁর হর্ষের সহচর হয়েছেন? কে তাঁর অনুগ্রহ বশে অংশভাজন হয়েছেন? তাঁর প্রদীপ্ত (কর্মসকল) কি পরিজ্ঞাত হয়েছে? কখন বা তিনি এই স্থানে কর্মনিরত যজ্ঞকারীর সমৃদ্ধির জন্য সহায়তাসহ উপস্থিত হবেন? ।।২।।

**কথা শৃণোতি হূয়মানমিন্দ্রঃ কথা শৃণ্বন্নবসামস্য বেদ ।**
**কা অস্য পূর্বীরুপমাতয়ো হ কথৈনমাহুঃ পপুরিং জরিত্রে ॥৩॥**

কেমন করে ইন্দ্র (ক্রিয়মাণ) আহুতি শ্রবণ করেন? কীরূপে শ্রবণ করে, তিনি তাঁর (আবশ্যক) সহায়তা বিষয়ে জ্ঞাত থাকেন? তাঁর অতীত দানের বিষয়গুলি কী কী? কেন তাঁকে স্তোতার (প্রার্থনা) পরিপূরণকারী বলা হয়? ।।৩।।

**কথা সবাধঃ শশমানো অস্য নশদভি দ্রবিণং দীধ্যানঃ ।**
**দেবো ভুবন্নবেদা ম ঋতানাং নমো জগৃভ্বাঁ অভি যজ্জুজোষৎ ॥৪॥**

যিনি (ঋত্বিক) সাগ্রহে শ্রম করেছেন, (তাঁর) মনীষাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, কেমন ভাবে তিনি তাঁর (ইন্দ্রের) সম্পদ সকল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন? সেই দেবতা আমার সকল সত্য জ্ঞাত হয়েছেন যখন তিনি তাঁর জন্য প্রীতি-প্রদ শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেছেন ।।৪।।

**কথা কদস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ দেবো মর্তস্য সখ্যং জুজোষ ।**
**কথা কদস্য সখ্যং সখিভ্যো যে অস্মিন্ কামং সুযুজং ততস্রে ॥৫॥**

এই উষার উদ্ভাসনকালে কীরূপে এবং কোন মৈত্রী বন্ধন একজন মানবের সঙ্গে সেই দেবতা উপভোগ করে থাকেন? কী প্রকারে এবং কোন সেই মৈত্রী তাঁর সেই মিত্রদের জন্য যাঁরা তাঁর প্রতি তাঁদের সুষ্ঠু-যুক্ত আনুগত্যকে বিস্তৃত করেছেন ।।৫।।

**কিমাদমত্রং সখ্যং সখিভ্যঃ কদা নু তে ভ্রাত্রং প্র ব্রবাম ।**
**শ্রিয়ে সুদৃশো বপুরস্য সর্গাঃ স্বর্ণ চিত্রতমমিষ আ গোঃ ॥৬॥**

তবে কি মিত্রদের জন্য তাঁর মিত্রতা বলবত্তম? আমাদের প্রতি তোমার সৌভ্রাতৃত্বের সংবাদ আমরা কখন ঘোষণা করব? তাঁর জন্য উচ্ছ্বসিত (সোমের?) ধারাগুলি সৌন্দর্যের জন্য শোভন দর্শনীয় আকৃতিযুক্ত; সূর্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল, আলোকের নিকট হতে সকলের দ্বারা অভিলষিত ।।৬।।

টীকা—এখানে সূর্যের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।





**দ্রুহং জিঘাংসন্ ধ্বরসমনিন্দ্রাং তেতিক্তে তিগ্মা তুজসে অনীকা ।**
**ঋণা চিদ্ যত্র ঋণয়া ন উগ্রো দূরে অজ্ঞাতা উষসো ববাধে ॥৭॥**

ইন্দ্রের বিরোধী, ক্রূর এই মিথ্যাকে বিনাশ করার অভিলাষে তিনি তীক্ষ্ম অস্ত্র সকলকে আঘাত করার জন্য তীক্ষ্ণতর করে তোলেন। যখন সেই শক্তিমান, ঋণমোচনকারী আমাদের অজ্ঞাত উষাকাল সমূহে বহুদূরে আমাদের ঋণকে নিক্ষেপ করেন ।।৭।।

টীকা—অর্থ—ইন্দ্র, দোষের শান্তিদাতা, দিবসের আলোকে রাত্রির অসুর সমূহকে বিনাশ করেন।

**ঋতস্য[১] হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীর্ঋতস্য ধীতির্বৃজিনানি হন্তি ।**
**ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান[২] আয়োঃ ॥৮॥**

চিরন্তন সত্যের বহু সম্পদ বিদ্যমান আছে। সত্যের প্রজ্ঞা পাপকে অপসারিত করে। ন্যায়ের দীপ্যমান, প্রশস্তি, মানবের বধির কর্ণকেও তা বিদারণ করে ।।৮।।

১. ঋত অর্থে সায়ণ বলেছেন আদিত্য অথবা সত্য বা যজ্ঞ। অর্থাৎ কোন নিয়মনিষ্ঠার ভাব।
২. শুচমান—বুদ্ধিদীপ্ত।

**ঋতস্য দৃলহা ধরুণানি সন্তি পুরূণি চন্দ্রা বপুষে বপূংষি ।**
**ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ ঋতেন গাব ঋতমা বিবেশুঃ ॥৯॥**

চিরন্তন ন্যায়বিধানের মূল স্থিরবদ্ধ। তার শোভন আকৃতির মধ্যে বহু উজ্জ্বল সৌন্দর্য বিদ্যমান। সেই ন্যায় বিধানের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী পোষণসম্ভার (আমাদের প্রতি) বহন করা হয়, সেই সত্যের মাধ্যমে গাভীযূথ সত্যের প্রতি গমন করে ।।৯।।

টীকা—সায়ণভাষ্য—গাভী—আলোকরশ্মি ঋতম্— উদকম্। Griffith বলেন, গাভীগুলি পুরোহিতদের দক্ষিণারূপে যজ্ঞে আগমন করে।

**ঋতং যেমান ঋতমিদ্ বনোত্যৃতস্য শুষ্মস্তুরয়া উ গব্যুঃ ।**
**ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনূ পরমে[১] দুহাতে ॥১০॥**

চিরন্তন সত্যের যিনি নিয়ামক কেবলমাত্র তিনিই সত্যকে ধারণ করে রেখেছেন। সত্যের দুর্বার তেজ দ্রুতগমন করে গাভী (সম্পদ) সন্ধানের উদ্দেশ্যে। সত্যের জন্যই পৃথিবী (এবং স্বর্গ) বিপুল ও গভীর সেই শ্রেষ্ঠ গাভীদ্বয়ের (ন্যায়) তারা সত্যেরই জন্য দুগ্ধ প্রদান করে থাকে ।।১০।।

১. পরমে ধেনূ—দ্যৌ ও পৃথিবী যা পোষণ দেয়।

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য, হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ॥১১॥

## (সূক্ত-২৪)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,১০ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**কা সুষ্টুতিঃ শবসঃ সূনুমিন্দ্রমর্বাচীনং রাধস আ ববর্তৎ ।**
**দদির্হি বীরো গৃণতে বসূনি স গোপতির্নিষ্ষিধাং নো জনাসঃ ॥১॥**

কোন্ শোভনস্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আমাদের উপকারের জন্য এইস্থানে নিবর্তিত করবে? সেই পরাক্রান্ত (ইন্দ্র) স্তোতার প্রতি উত্তম সম্পদের দাতা, এবং হে জনগণ, তিনি আমাদের সকল শ্রদ্ধার্ঘ্যের নেতা বা রক্ষক ।।১।।

**স বৃত্রহত্যে হব্যঃ স ঈড্যঃ স সুষ্টুত ইন্দ্রঃ সত্যরাধাঃ ।**
**স যামন্না মঘবা মর্ত্যায় ব্রহ্মণ্যতে সুম্বয়ে বরিবো ধাৎ ॥২॥**

বৃত্র হননের কর্মে তিনিই আবাহনযোগ্য, তিনি স্তবনীয়, তাঁকেই সুষ্ঠুভাবে প্রশস্তি করা হয়, সেই ইন্দ্র, তাঁর ধন যথার্থ। সেই ধনসমৃদ্ধ ইন্দ্র, ব্রহ্ম (স্তোত্র)কারী মর্ত্য সোমাভিষবকারীকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে থাকেন ।।২।।

**তমিন্নরো বি হ্বয়ন্তে সমীকে রিরিক্কাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত ত্রাম্ ।**
**মিথো যৎ ত্যাগমুভয়াসো অগ্মন্ নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতৌ ॥৩॥**

সংগ্রামকালে বিশেষত তাঁকেই মানুষেরা আহ্বান করেন। প্রাণ সংশয়িত করে তাঁরা তাঁকে নিজেদের রক্ষক করে থাকেন। যখন সন্তান ও বংশধরগণের জন্য যুদ্ধে উভয়পক্ষের বীরেরা (প্রাণ) ত্যাগ করেন ।।৩।।





**ক্রতূয়ন্তি ক্ষিতয়ো যোগ উগ্রাশুষাণাসো মিথো অর্ণসাতৌ ।**
**সং যদ্ বিশোঽববৃত্রন্ত যুধ্মা আদিন্নেম ইন্দ্রয়ন্তে অভীকে ॥৪॥**

হে শক্তিমান! মনুষ্যগণ প্রয়োজনকালে (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের শক্তি প্রদর্শন করে, পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যখন যুদ্ধরত গোষ্ঠীসকল যুগপৎ যুদ্ধ করতে থাকে, ঠিক সেইক্ষণে কোন কোন যোদ্ধা যুদ্ধে ইন্দ্রকে প্রার্থনা করেন ।।৪।।

**আদিদ্ধ নেম ইন্দ্রিয়ং যজন্ত আদিৎ পক্তিঃ পুরোলাশং রিরিচ্যাৎ ।**
**আদিৎ সোমো বি পপৃচ্যাদসুষ্বীনাদিজ্জুজোষ বৃষভং যজধ্যৈ ॥৫॥**

সেইক্ষণে অপর পক্ষের যোদ্ধাগণ ইন্দ্রের শক্তির উদ্দেশে যজনা করেন। সেইক্ষণে পুরোডাশ (আহুতির) পরে রন্ধিত (হব্য) আহুতি দেওয়া হয়; অনন্তর সোমরস অনভিষুত-সোম (যজমান)গণকে বিদূরিত করে এবং তৎক্ষণে ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য বলবান (সোম)কে উপভোগ করেন ।।৫।।

**কৃণোত্যস্মৈ বরিবো য ইত্থেন্দ্রায় সোমমুশতে সুনোতি ।**
**সধ্রীচীনেন মনসাবিবেনন্ তমিৎ সখায়ং কৃণুতে সমৎসু ॥৬॥**

যিনি অভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোমরস সবন করেন তিনি (ইন্দ্র) তাঁকে অনুগ্রহ করেন(ধনদান করেন)। যিনি স্থিরচিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করেন কেবলমাত্র তাঁকেই তিনি (ইন্দ্র) যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধু করে থাকেন ।।৬।।

**য ইন্দ্রায় সুনবৎ সোমমদ্য পচাৎ পক্তীরুত ভৃজ্জাতি ধানাঃ ।**
**প্রতি মনায়োরুচথানি হর্যন্ তস্মিন্ দধদ্ বৃষণং শুষ্মমিন্দ্রঃ ॥৭॥**

অদ্য ইন্দ্রের জন্য যিনি সোমরস নিষ্পেষণ করবেন (তিনি) রন্ধিত হব্য প্রস্তুত করবেন এবং ধানা ভর্জিত করবেন। সেই আগ্রহী (যজমানের) উক্থসকল সানন্দে গ্রহণ করে ইন্দ্র তাঁর প্রতি অভীষ্টপূরক তেজ প্রদান করে থাকেন ।।৭।।

**যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্যঃ ।**
**অচিক্রদদ্ বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আ নিশিতং সোমসুদ্ভিঃ॥৮॥**

যখন সেই অদম্য নেতা সংঘর্ষকে পরিজ্ঞাত হয়ে থাকেন এবং সেই প্রভু দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামকে পর্যবেক্ষণ করেন, তখন সেই শক্তিমানকে (তাঁর) পত্নী সোচ্চারে গৃহে আহ্বান করেন, যাঁকে সোম সবনকারীগণ সম্যক (পানের জন্য) প্রোৎসাহিত করেছেন ।।৮।।

**ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়ো হবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্ ।**
**স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্ দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্ ॥৯॥**

[ইন্দ্র] তিনি অধিকতর মূল্যের দ্বারা স্বল্পতর বিষয় প্রাপ্ত হয়েছেন; অবিক্রীত (অবস্থায়) পুনরায় (গৃহে) যেতে আমি আনন্দিত। তিনি অধিকতর (মূল্যের) বিনিময়ে স্বল্প গ্রহণ করছেন না। অপ্রতুল দক্ষতা কোষকে নিঃশেষে দোহন করে থাকে ।।৯।।

**ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ ।**
**যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদথৈনং মে পুনর্দদৎ ॥১০॥**

[ইন্দ্রপত্নী] কে আমার এই ইন্দ্রকে দশ গাভীর পরিবর্তে ক্রয় করেন, যখন তিনি বৃত্র হননে উদ্যত? অনন্তর যেন আমাকে এই (ইন্দ্র) ফিরিয়ে দেওয়া হয় ।।১০।।

**নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।**
**অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥১১॥**

ইন্দ্র (পূর্বকালে) স্তুতি প্রাপ্ত এবং (বর্তমানে) স্তুত হতে হতে স্তোতার জন্য শক্তিকে নদীধারার ন্যায় স্ফীত করে দাও। তোমার জন্য হে পিঙ্গল অশ্ববান, নূতনতর স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। যেন আমরা মনীষার সাহায্যে সদা জয়শীল রথারোহী হতে পারি ।।১১।।

## (সূক্ত-২৫)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**কো অদ্য নর্যো দেবকাম উশন্নিন্দ্রস্য সখ্যং জুজোষ ।**
**কো বা মহেঽবসে পার্যায় সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম ঈট্টে ॥১॥**





আজ কে সেই বীর যিনি দেবতার প্রতি অনুগত হয়ে সাগ্রহে ইন্দ্রের মিত্রতা উপভোগ করেছেন? অথবা কে প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সুত সোমরস সঙ্গে নিয়ে তাঁর ব্যাপক এবং রক্ষাকারী অনুগ্রহের জন্য তাঁকে আবাহন করেন? ।।১।।

**কো নানাম বচসা সোম্যায় মনায়ুর্বা ভবতি বস্ত উস্রাঃ ।**
**ক ইন্দ্রস্য যুজ্যং কঃ সখিত্বং কো ভ্রাত্রং বষ্টি কবয়ে ক ঊতী ॥২॥**

সেই সোমের যোগ্য অথবা সোমাভিলাষীর প্রতি কে বাক্যের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন? অথবা উষার বিকাশকালে (স্তুতি করতে) আগ্রহী হয়ে থাকেন? কে ইন্দ্রের সাহায্যে লাভের ইচ্ছা করেন? কে মৈত্রী? কে ভ্রাতৃত্ব? কে তাঁর কবির প্রতি সুরক্ষার জন্য একত্রিত হয়ে থাকেন? ।।২।।

**কো দেবানামবো অদ্যা বৃণীতে ক আদিত্যাঁ অদিতিং জ্যোতিরীট্টে ।**
**কস্যাশ্বিনাবিন্দ্রো অগ্নিঃ সুতস্যাংঽশোঃ পিৰন্তি মনসাবিবেনম্ ॥৩॥**

কে আজ দেবগণের দ্বারা সুরক্ষাকে গ্রহণ করছেন? কে সশ্রদ্ধভাবে অদিতি ও আদিত্যগণের প্রতি আলোকের জন্য প্রার্থনা করছেন? কার দ্বারা সুত সোমলতার (রস) অশ্বিনদ্বয়, ইন্দ্র এবং অগ্নি নির্বিঘ্ন চিত্তে পান করছেন? ।।৩।।

**তস্মা অগ্নির্ভারতঃ[১] শর্ম যংসজ্জ্যোক্ পশ্যাৎ সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।**
**য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ নরে নর্যায় নৃতমায় নৃণাম্ ॥৪॥**

তাঁর জন্য ভারতবংশীয়গণের অগ্নি সুরক্ষা প্রদান করেন। দীর্ঘদিন তিনি উদয়সূর্যকে দর্শন করবেন। যাঁরা বলে থাকেন সেই মানবগণের মিত্র, বীর, বীরগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ইন্দ্রের জন্য যেন সবনকার্য করতে পারি ।।৪।।

১. অগ্নি ভারতঃ—বামদেব ভরতবংশীয় ঋষি। এবং অগ্নি ভরতবংশেরই দেবতাবিশেষ।

**ন তং জিনন্তি ৰহবো ন দভ্রা উর্বস্মা অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ।**
**প্রিয়ঃ সুকৃৎ প্রিয় ইন্দ্রে মনায়ুঃ প্রিয়ঃ সুপ্রাবীঃ প্রিয়ো অস্য সোমী ॥৫॥**

তাঁকে বহু সংখ্যক লোক অভিভূত করতে পারে না। স্বল্পসংখ্যক লোকেও না। তাঁর জন্য অদিতি বিস্তৃত আশ্রয় প্রসারিত করেন। সেই শোভনকর্মকারী, স্তুতি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট প্রিয়, সেই সুষ্ঠু উদ্যমী এবং সোমদাতা (যজমান ইন্দ্রের প্রিয়) ।।৫।।

**সুপ্রাব্যঃ প্রাশুষালেষ বীরঃ সুষ্বেঃ পক্তিং কৃণুতে কেবলেন্দ্রঃ ।**
**নাসুষ্বেরাপির্ন সখা ন জামির্দুষ্প্রাব্যোঽবহন্তেদবাচঃ ॥৬॥**

সেই জয়শীল বীর তাঁর সুষ্ঠু অনুগতের জন্য শত্রুগণকে নিয়মন করেন, (সোম) সবনকারীর রন্ধিত প্রস্তুতকৃত (পানীয়) কেবল মাত্র তাঁরই জন্য। যে সবন করে না সে তাঁর প্রতি কোন মিত্র, আত্মজন বা বন্ধু হয় না, তিনি বিরোধকারী স্তুতিহীন পুরুষকে বিনাশ করে থাকেন ।।৬।।

**ন রেবতা পণিনা সখ্যমিন্দ্রো ঽসুন্বতা সুতপাঃ সং গৃণীতে ।**
**আস্য বেদঃ খিদতি হন্তি নগ্নং বি সুষ্বয়ে পক্তয়ে কেবলো ভূৎ ॥৭॥**

ইন্দ্র কোন ধনবান কৃপণের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখেন না। সেই সুত (সোম) পানকারী কোন সবনহীনের সঙ্গে (বন্ধুত্ব রাখেন না)। তিনি তাঁর সম্পদ অপহরণ করেন এবং নগ্নাবস্থায় তাঁকে বধ করেন। তিনি কেবলমাত্র সবনকারীর প্রতিই প্রস্তুতকৃত হবির জন্য প্রকাশিত হয়ে থাকেন ।।৭।।

**ইন্দ্রং পরেঽবরে মধ্যমাস ইন্দ্রং যান্তোঽবসিতাস ইন্দ্রম্ ।**
**ইন্দ্রং ক্ষিয়ন্ত উত যুধ্যমানা ইন্দ্রং নরো বাজয়ন্তো হবন্তে ॥৮॥**

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট মধ্যম সকল শ্রেণীর লোক ইন্দ্রকে আবাহন করে; যারা বিচরণরত এবং যারা যাত্রা সমাপ্ত করেছেন (তাঁরা) ইন্দ্রকে (আহ্বান করেন), যাঁরা শান্তিতে বাসরত এবং যাঁরা যুদ্ধরত; যাঁরা শক্তি প্রদর্শন করছেন সকল মানুষ ইন্দ্রকে (সাহায্যের জন্য) আহ্বান করছেন ।।৮।।

## (সূক্ত-২৬)

**প্রথম তিনটি ঋক্ দ্বারা ইন্দ্র আপনার কীর্তি বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট ঋকে বামদেব শ্যেন পক্ষী দ্বারা সোম আনার কথা বলেছেন। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাঽহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ ।**
**অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জে ঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥১॥**

পূর্বকালে আমি ছিলাম মনু; আমিই সূর্য। আমি ঋষি কবি, ক্রান্তদর্শী। আমি অর্জুনপুত্র কক্ষীবান্ (নামে) কুৎসকে বিশেষভাবে চালিত করে থাকি। আমিই উশনা নামে কবি। আমাকে প্রত্যক্ষ কর। প্রথম তিনটি মন্ত্রের প্রবক্তা স্বয়ং ইন্দ্র ।।১।।





**অহং ভূমিমদদামার্যায়াঽহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায় ।**
**অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্ ॥২॥**

আমি আর্যগণের জন্য পৃথিবী প্রদান করেছি। আমি (হবি) দাতার (যজমানের) জন্য বৃষ্টি (দান করেছি)। কল্লোলিত জলরাশিকে পরিচালনা করেছি। দেবগণ আমারই ইচ্ছাকে অনুসরণ করে থাকেন ।।২।।

**অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য ।**
**শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্ ॥৩॥**

আমি (সোমপানের) উন্মাদনা বশে একই সঙ্গে শম্বরের নব-অধিক নবতিসংখ্যক পুরী বিধ্বস্ত করেছি। এবং সর্বোপরি শততম, তাঁর নিবাসস্থান, (ভগ্ন করেছি) যখন আমি অতিথিগ্ব দিবোদাসের সহায়তা করেছিলাম ।।৩।।

**প্র সু ষ বিভ্যো মরুতো বিরস্তু প্র শ্যেনঃ শ্যেনেভ্য আশুপত্বা ।**
**অচক্রয়া যৎ স্বধয়া সুপর্ণো হব্যং ভরন্মনবে দেবজুষ্টম্ ॥৪॥**

যেন এই পক্ষী (অপর সকল) পক্ষী অপেক্ষা বিশিষ্ট হয়ে থাকে, হে মরুৎগণ! এই দ্রুত সঞ্চরণক্ষম শ্যেন অপরাপর শ্যেন অপেক্ষায়; কারণ সেই ।।৪।।

**ভরদ্ যদি বিরতো বেবিজানঃ পথোরুণা মনোজবা অসর্জি ।**
**তূয়ং যযৌ মধুনা সোম্যেনোত শ্রবো বিবিদে শ্যেনো অত্র ॥৫॥**

যখন পক্ষী এই (সোমকে) সেই স্থান হতে আহরণ করেছিলেন, কম্পমান অবস্থায়, মনের ন্যায় দ্রুতগতি সম্পন্ন সেই (পক্ষী)কে বিস্তৃত পথে উদ্দাম ভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। সোমজাত মধুসহ সে ক্ষিপ্রভাবে গমন করেছিল এবং সেই শ্যেন খ্যাতিলাভ করেছিল ।।৫।।

**ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদম্ ।**
**সোমং ভরদ্ দাদৃহাণো দেবাবান্ দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায় ॥৬॥**

সরল গতিতে (ভ্রমণ করে) সেই শ্যেন সোমলতাকে ধারণ করে দূর হতে আনন্দদায়ক উত্তেজক (পানীয়কে) আনয়ন করেছিল। দেবগণের সেই বন্ধু সোমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ঐ সু-উচ্চ দ্যুলোক হতে সংগ্রহ করে এনেছিল ।।৬।।

**আদায়ৌ শ্যেনো অভরৎ সোমং সহস্রং সবাঁ অযুতং চ সাকম্ ।**
**অত্রা পুরংধিরজহাদরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ ॥৭॥**

সেই শ্যেন, সহস্র সংখ্যক সোম সবন, এবং দশ সহস্র সংখ্যক সবনের সঙ্গে একত্রে ধারণ করে সোমকে আনয়ন করেছিল। অনন্তর বলবান বহুকর্মা (ইন্দ্র) সকল বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিলেন, সোমজনিত মত্ততায় জ্ঞানী মূর্খগণকে (যেমন পরিত্যাগ করে) ।।৭।।

## (সূক্ত-২৭)

**শ্যেন, ৫ম ঋকের ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি।**
**ত্রিষ্টুপ্, ৫ম ঋকের শক্বরী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা -৫।**

**গর্ভে[১] নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা ।**
**শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥১॥**

[সোম] গর্ভে বিদ্যমান অবস্থাতেই আমি সকল দেবগণের বিবিধ জন্মের বৃত্তান্ত যথাক্রমে অবগত আছি; শতসংখ্যক ধাতব পুরী অথবা দুর্গ আমাকে প্রহরায় রেখেছে। অতঃপর আমি শ্যেন পক্ষী, দ্রুত গতিতে বহির্গত হয়েছি ।।১।।

১. গর্ভে —বর্ষণোন্মুখ মেঘের মধ্যে। Griffith বলেছেন, এখানে বক্তা অগ্নি; বিদ্যুৎরূপে মেঘের মধ্যে বিদ্যমান এবং শ্যেন যেমন সোম আনয়ন করে, অগ্নিও তেমনি বৃষ্টি আনেন ।

**ন ঘা স মামপ জোষং জভারাভীমাস ত্বক্ষসা বীর্যেণ ।**
**ঈর্মা পুরংধিরজহাদরাতীরুত বাতাঁ অতরচ্ছূশুবানঃ ॥২॥**

অবশ্যই তাঁর নিজের স্বচ্ছন্দ ইচ্ছায় তিনি আমাকে বহন করেননি। আমি তাঁর শক্তি ও পৌরুষের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলাম। সেই বহু বলবান অথবা বহুকর্মা অনায়াস ভাবে বিরোধীগণকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে বায়ুসকলকেও অতিক্রম করেছিলেন ।।২।।

**টীকা**—এখানে ইন্দ্রের কথা বলা হয়েছে।





**অব যচ্ছ্যেনো অস্বনীদধ দ্যোর্বি যদ্ যদি বাত ঊহুঃ পুরংধিম্ ।**
**সৃজদ্ যদস্মা অব হ ক্ষিপজ্জ্যাং কৃশানুরস্তা মনসা ভুরণ্যন্॥৩॥**

যখন সেই শ্যেন স্বর্গ হতে নিম্নমুখে চিৎকার করেছিল, অথবা যখন তারা এইস্থান হতে বাতাসের ন্যায় দ্রুত সেই [১]বলিষ্ঠ অথবা জ্ঞানীকে দূরে বহণ করেছিলেন, যখন সেই ধনুর্ধর কৃশাণু সমনোযোগে, অতি উত্তেজিত ভাবে তাঁর ধনুক উদ্যত করে (তীর) নিক্ষেপ করেছিলেন তার (শ্যেনের) অভিমুখে ।।৩।।

১. বলিষ্ঠ—সোম—Griffith।

**ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং শ্যেনো জভার বৃহতো অধি ষ্ণোঃ ।**
**অন্তঃ পতৎ পতত্র্যস্য পর্ণমধ যামনি প্রসিতস্য তদ্ বেঃ ॥৪॥**

সরলগামী, সেই শ্যেন (স্বর্গের) সুউচ্চ পৃষ্ঠতল হতে তাঁকে বহন করে এনেছিলেন যেমন ভাবে ইন্দ্রমিত্রের[১] ক্ষিপ্রগতি রথ ভুজ্যুকে বহন করে এনেছিল। অনন্তর এই স্থানে নিম্নমুখে এক পক্ষবিশিষ্টের, এক পাখীর একটি পালক তাঁর গমন পথে ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে উড়ে পড়েছিল ।।৪।।

১. ইন্দ্রমিত্র—অশ্বিন।

**অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তমাপিপ্যানং মঘবা শুক্রমন্ধঃ ।**
**অধ্বর্যুভিঃ প্রযতং মধ্বো অগ্রমিন্দ্রো মদায় প্রতি ধৎ পিবধ্যৈ শূরো মদায় প্রতি ধৎ পিবধ্যৈ ॥৫॥**

এবং ইদানীং সেই ধনবান যেন উজ্জ্বলবর্ণ, দুগ্ধ পরিপূর্ণ, (সোমরসের) পাত্রাদি সেই সমুজ্জ্বল পানীয় পূর্ণ, ঋত্বিগগণ (অধ্বর্যুগণ) প্রদত্ত মধুর শ্রেষ্ঠ ভাগ ইন্দ্র সানন্দে মত্ততার জন্য পান করেন, সেই বীর তাঁর উল্লাসের জন্য যেন গ্রহণ করেন ও পান করেন ।।৫।।

## (সূক্ত-২৮)

**ইন্দ্র,ইন্দ্র বা সোম দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**ত্বা যুজা তব তৎ সোম সখ্য ইন্দ্রো অপো মনবে সস্রুতস্কঃ ।**
**অহন্নহিমরিণাৎ [১]সপ্ত সিন্ধূনপাবৃণোদপিহিতেব খানি ॥১॥**

তোমার সঙ্গে যুক্ত রূপে, হে সোম, তোমার এই মিত্রতায় ইন্দ্র মানুষের জন্য জল ধারাকে প্রবাহিত করেছিলেন, তিনি অহিকে বিনাশ করেছিলেন, সপ্ত নদীধারাকে প্রেরণ করেছিলেন। অবরুদ্ধ উৎসসমূহের ন্যায় তাদের উদ্ঘাটিত করেছিলেন ।।১।।

১. সপ্ত সিন্ধূন্ – সম্ভবতঃ পঞ্জাবের পঞ্চ নদ, সিন্ধু ও সরস্বতী।

**ত্বা যুজা নি খিদৎ সূর্যস্যেন্দ্রশ্চক্রং সহসা সদ্য ইন্দো ।**
**অধি ষ্ণুনা বৃহতা বর্তমানং মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি ।।২।।**

তোমার সঙ্গে যুক্ত রূপে, হে ইন্দু (সোমবিন্দু), ইন্দ্র একই সঙ্গে সূর্যের চক্রকে সবলে অবনমিত করেছিলেন, যে (চক্র) সকল জীবনের ধারক, যা (আকাশের) উষ্ণতম উপরিতলে বিদ্যমান ছিল, অত্যন্ত বিরোধকারীর (নিকট হতে) তাকে অপসারিত করা হয়েছিল ।।২।।

**অহন্নিন্দ্রো অদহদগ্নিরিন্দো পুরা দস্যূন্ মধ্যংদিনাদভীকে ।**
**দুর্গে দুরোণে ক্রত্বা ন যাতাং পুরূ সহস্রা শর্বা নি বর্হীৎ ।।৩।।**

ইন্দ্র হনন করেছিলেন এবং অগ্নি দহন করেছিলেন, দস্যুগণকে মধ্যন্দিনের পূর্বে সংঘর্ষকালে, হে ইন্দু! তাঁর ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা তিনি বহু সহস্রসংখ্যক (দস্যুকে) অবদমিত করেছিলেন, যারা যেন স্বেচ্ছায় দুর্গম আবাসগৃহের উদ্দেশে গমন করেছিল ।।৩।।

**বিশ্বস্মাৎ সীমধমাঁ ইন্দ্র দস্যূন্ বিশো দাসীরকৃণোরপ্রশস্তাঃ ।**
**অবাধেথামমৃণতং নি শত্রূনবিন্দেথামপচিতিং বধত্রৈঃ ।।৪।।**

হে ইন্দ্র তুমি দস্যুগণকে সর্বাপেক্ষা হীন করেছ এবং দাসগোষ্ঠী সকলকে খ্যাতি হতে বঞ্চিত করেছ। তোমরা উভয়ে তোমাদের শত্রুগণকে বিতাড়িত করেছ, বিনষ্ট করেছ, তোমাদের প্রাণঘাতী অস্ত্রদ্বারা প্রতিশোধ নিয়েছ ।।৪।।

**এবা সত্যং মঘবানা যুবং তদিন্দ্রশ্চ সোমোর্বমশ্ব্যং গোঃ ।**
**আদর্দৃতমপিহিতান্যশ্না রিরিচথুঃ ক্ষাশ্চিৎ ততৃদানা ।।৫।।**

এইভাবে যথার্থই হে ধনবানদ্বয়; তোমরা উভয়ে, হে ইন্দ্র ও সোম, গাভী ও অশ্ব সকলের আশ্রয়স্থান বিদীর্ণ করতে থেকেছো। যা প্রস্তর দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল, ভূমিতল বিদীর্ণ করে সেই সকল প্রাণীকে মুক্ত করেছ ।।৫।।





## (সূক্ত-২৯)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**আ নঃ স্তুত উপ বাজেভিরূতী ইন্দ্র যাহি হরিভির্মন্দসানঃ ।**
**[১]তিরশ্চিদর্যঃ সবনা পুরূণ্যাঙ্গূষেভির্গৃণানঃ সত্যরাধাঃ ।।১।।**

স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে হে ইন্দ্র, তোমার হরী (পিঙ্গলবর্ণ) অশ্বদ্বয় যোগে আমাদের অভিমুখে এইস্থানে সম্পদ অথবা অন্নসহ এবং সহায়তাসহ স্বয়ং উৎফুল্ল অবস্থায় আগমন কর। শত্রুর কৃত বহু সবন অতিক্রম করে, আমাদের স্তোত্র যোগে প্রশংসিত হতে হতে যথার্থ ধনদাতা রূপে (আগমন কর) ।।১।।

১. তিরশ্চিৎ—যেন শত্রুরকৃত সবনে আকৃষ্ট হয়ে না থাক।

**আ হি ষ্মা যাতি নর্যশ্চিকিত্বান্ হূয়মানঃ সোতৃভিরুপ যজ্ঞম্ ।**
**স্বশ্বো যো অভীরুর্মন্যমানঃ সুষ্বাণেভির্মদতি সং হ বীরৈঃ ।।২।।**

শ্রেষ্ঠ নর অথবা মানবগণের মিত্র, সেই ইন্দ্র, সদা অবহিত, অবস্থায়, (সোম) সবনকারী গণের দ্বারা যজ্ঞে আহূত হয়ে এই স্থানে আগমন করেন; তিনি যিনি উত্তম অশ্বের অধিপতি, নির্ভীক ও জ্ঞানবান; সোম প্রদানকারী বীরগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন ।।২।।

**শ্রাবয়েদস্য কর্ণা বাজয়ধ্যৈ জুষ্টামনু প্র দিশং মন্দয়ধ্যৈ ।**
**উদ্বাবৃষাণো রাধসে তুবিষ্মান্ করন্ন ইন্দ্রঃ সুতীর্থাভয়ং চ ।।৩।।**

তাঁর কর্ণদ্বয়কে শ্রবণ করাও (তাঁকে) শক্তি মত্ত করার জন্য। তাঁর-ই প্রিয়রীতি অনুসারে তাঁকে মদমত্ত করার জন্য। যেন বলবান ইন্দ্র, যিনি বদান্য সম্পদ-দাতা আমাদের প্রতি সুষ্ঠু গমনপথ ও অভয় প্রদান করেন ।।৩।।

**অচ্ছা যো গন্তা নাধমানমূতী ইত্থা বিপ্রং হবমানং গৃণন্তম্ ।**
**উপ ত্মনি দধানো ধুর্যাশূন্ সহস্রাণি শতানি বজ্রবাহুঃ ।।৪।।**

যিনি এইস্থানে প্রার্থনাকারীর সমীপে তাঁর রক্ষণসহ আগমন করেন (তাঁর প্রতি), যে কবি এইভাবে প্রশস্তির মাধ্যমে তাঁকে আবাহন করছেন, যিনি স্বয়ং বজ্রহস্তে তাঁর ক্ষিপ্রগতি (অশ্বদ্বয়কে) রথাগ্রভাগে সংযোজিত করেন, যিনি সহস্রের, শতের (অশ্বের প্রভু) ।।৪।।

**স্তোতাসো মঘবন্নিন্দ্র বিপ্রা বয়ং তে স্যাম সূরয়ো গৃণন্তঃ ।**
**ভেজানাসো বৃহদ্দিবস্য রায় আকায্যস্য দাবনে পুরুক্ষোঃ ॥৫॥**

হে ধনবান ইন্দ্র, তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে—যেন আমরা, কবি ও স্তোতৃবৃন্দ, স্তুতি (গান)রত অবস্থায় তোমারই অনুগত থাকি। যেন উচ্চ স্বর্গ হতে প্রেরিত সম্পদের অংশভাগী হতে পারি, কারণ, তা (তোমার প্রদত্ত সেই সম্পদ) প্রভূত অন্নাদি বহন করে থাকে এবং সকলেই তার প্রাচুর্য আকাঙ্খা করে ।।৫।।

(সূক্ত-৩০)

**ইন্দ্র, ৯-১১ ইন্দ্র ও উষা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি।**
**গায়ত্রী, ৮, ২৪ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা -২৪।**

**নকিরিন্দ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যায়াঁ অস্তি বৃত্রহন্ ।**
**নকিরেবা যথা ত্বম্ ॥১॥**

তোমার (অপেক্ষা) ঊর্ধ্বতন (কেউ) বিদ্যমান নয়, শ্রেষ্ঠ কেউ নয় হে বৃত্রবিনাশক; তোমার যথাযথ সদৃশ কেউ (বিদ্যমান) নয় ।।১।।

**সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ ।**
**সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ ॥২॥**

মানবগণ সকলে যুগপৎ রথচক্রের ন্যায় তোমার অভিমুখে আবর্তন করে, চিরদিন তুমি মহান রূপে বিখ্যাত ।।২।।

**বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ ।**
**যদহা নক্তমাতিরঃ ॥৩॥**

সকল দেবতা (একত্রিত রূপেও) যুদ্ধে তোমাকে (অতিক্রম) করেন না, যখন তুমি রাত্রির সাহায্যে দিবসসকলকে বিস্তীর্ণ কর (সকল দেবতা তাঁদের শক্তি দ্বারা তোমার সঙ্গে (অসুরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করেছেন; যখন তুমি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে তাদের বিনাশ করেছ—Wilson) ।।৩।।





**যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে ।**
**মুষায় ইন্দ্র সূর্যম্ ॥৪॥**

যখন সেই নিপীড়িতগণের কারণে এবং যুদ্ধনিরত কুৎসের কারণে তুমি সূর্যের রথচক্র হরণ করেছিলে, হে ইন্দ্র! ।।৪।।

টীকা—সম্ভবত সূর্যগ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে।

**যত্র দেবাঁ ঋঘায়তো বিশ্বাঁ অযুধ্য এক ইৎ ।**
**ত্বমিন্দ্র বনূঁরহন্ ॥৫॥**

যখন তুমি সকল বিক্ষুব্ধ দেবতার সঙ্গে (দেবগণের বিরোধী সকলকে —সায়ণ), একাকী অবস্থায় যুদ্ধ করেছিলে এবং তুমি সকল প্রতিপক্ষকে বিনাশ করেছিলে, হে ইন্দ্র! ।।৫।।

**যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইন্দ্র সূর্যম্ ।**
**প্রাবঃ শচীভিরেতশম্ ॥৬॥**

এবং যখন কোন মর্তবাসীর জন্য ইন্দ্র, তুমি সূর্যকে গতিমান করেছিলে এবং তোমার শক্তি দ্বারা এতশকে সহায়তা করেছিলে ।।৬।।

**কিমাদুতাসি বৃত্রহন্ মঘবন্ মন্যুমত্তমঃ ।**
**অত্রাহ দানুমাতিরঃ ॥৭॥**

এবং অতঃপর হে ধনবান, হে বৃত্র অথবা বাধা নাশক! তুমিই কি সর্বাধিক ক্রোধান্বিত নও? এই সময়েই তুমি দানবকেও বিনাশ করেছ ।।৭।।

**এতদ্ ঘেদুত বীর্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্ ।**
**স্ত্রিয়ং যদ্ দুর্হণায়ুবং বধীর্দুহিতরং দিবঃ ॥৮॥**

এবং এই বীরত্বব্যঞ্জক পৌরুষের কর্ম তুমি সম্পন্ন করেছ ইন্দ্র! যে তুমি এক নারীকে, দুরভি-সন্ধি শালিনী স্বর্গের কন্যাকে বধ করেছিলে ।।৮।।

টীকা—ইন্দ্র কর্তৃক উষার রথ বিচূর্ণ করার কথা ঋগ্বেদের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে (২.১৫.৬; ১০.১৩৮.৫) ইত্যাদি। সম্ভবত এই কাহিনীর নিহিতার্থ হল সূর্যোদয়ে উষার আলোর বিলোপ হয়ে যাওয়া।

**দিবশ্চিদ্ ঘা দুহিতরং মহান্ মহীয়মানাম্ ।**
**উষাসমিন্দ্র সং পিণক্ ॥৯॥**

স্বর্গের কন্যা; তিনি মহান রূপে সম্মাননীয়া হলেও, হে মহিমাময়, তুমি সম্পূর্ণরূপে উষাকে বিচূর্ণিত করেছিলে ॥৯॥

**অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী ।**
**নি যৎ সীং শিশ্নথদ্ বৃষা ॥১০॥**

ভয়বশত উষা তাঁর সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত রথ হতে পলায়ন করেছিলেন যখন সেই বলবান (দেবতা) সেই রথকে বিনাশ করেছিলেন ॥১০॥

**এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা[১] ।**
**সসার সীং পরাবতঃ ॥১১॥**

অনন্তর এই তাঁর (উষার) রথ, যা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এই স্থানে বিপাশা (নদীতে) শায়িত রয়েছে; তিনি বহু দূরে পলায়ন করেছেন ॥১১॥

১. বিপাশ্যা— ঐ নদীতীরে।

**উত সিন্ধুং বিবাল্যং[১] বিতস্থানামধি ক্ষমি ।**
**পরি ষ্ঠা ইন্দ্র মায়য়া ॥১২॥**

এবং বিবালি নদী যা ভূমির উপরিভাগে জলরাশি বিস্তারিত করছে তাকে, ইন্দ্র, তুমি তোমার অলৌকিক ক্ষমতাবশে যথাযথ সংবৃত করেছ ॥১২॥

১. বিবালি—কোন নদীর নাম অথবা কোন কূলপ্লাবিনী নদী ।

**উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্র মৃক্ষো অভি বেদনম্ ।**
**পুরো যদস্য সংপিণক্ ॥১৩॥**

এবং সবলে তুমি শুষ্ণের অধিকৃত সম্পদ অধিকার করে নিয়েছ যখন তুমি তার দুর্গগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছ ॥১৩॥





**উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি ।**
**অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্ ॥১৪॥**

এবং কুলিতরের দাসপুত্র শম্বরকে তুমি হনন করেছিলে, ইন্দ্র, সুউচ্চ পর্বত হতে নিম্নে (নিক্ষেপ) করে ॥১৪॥

**উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ ।**
**অধি পঞ্চ প্রধীঁরিব ॥১৫॥**

এবং দাস বর্চিনের শত সহস্র (অনুচরকে) এবং আরো পঞ্চ সংখ্যককে বধ করেছিলে চক্র নেমি সকলের ন্যায় (যারা তাকে বেষ্টন করে থাকত) ॥১৫॥

টীকা—সায়ণ মনে করেন, পঞ্চ শব্দটি 'শত'র পূর্বে যুক্ত হবে, অর্থাৎ সহস্র সংখ্যক এবং আরো পঞ্চশত।

**উত ত্যং পুত্রমগ্রুবঃ[১] পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ ।**
**উক্থেম্বিন্দ্র আভজৎ॥১৬॥**

অনন্তর ইন্দ্র, সেই কুমারীর পরিত্যক্ত পুত্রের প্রতি শতকর্মা ইন্দ্র উক্থ সমূহের অংশ প্রদান করেছিলেন ॥১৬॥

১. অগ্রুবঃ—সায়ণ—অগ্রুর পুত্র।

**উত ত্যা তুর্বশায়দূ অস্নাতারা শচীপতিঃ ।**
**ইন্দ্রো বিধ্বাঁ অপারয়ৎ ॥১৭॥**

এবং উভয়কে, তুর্বশ ও যদুকে, যাঁরা সন্তরণে অক্ষম ছিলেন, সেই শক্তিধর জ্ঞানী ইন্দ্র, (নিরাপদে) উত্তরণ করিয়েছিলেন॥ ১৭॥

**উত ত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ ।**
**অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ ॥১৮॥**

এবং এই উভয় আর্য (বীর) অর্ণ ও চিত্ররথকে তুমি একই সঙ্গে ক্ষিপ্রভাবে বধ করেছিলে, হে ইন্দ্র, সরযূর ঐ তীরে। ॥১৮॥

টীকা—এখানে সরযূ অযোধ্যার নিকটস্থিত সরযূ নয়, সম্ভবত পঞ্চনদের দেশের কোন নদী।

**অনু দ্বা জহিতা নয়ো ঽন্ধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্ ।**
**ন তৎ তে সুম্নমষ্টবে ॥১৯॥**

সেই দুই নিঃসঙ্গ, অন্ধ ও খঞ্জকে, হে বৃত্রবিনাশক, তুমি পরিচালনা করেছিলে, তোমার সেই অনুগ্রহ অপর কেউ প্রাপ্ত হতে পারে না ।।১৯।।

**শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ ।**
**দিবোদাসায় দাশুষে ॥২০॥**

ইন্দ্র প্রস্তর নির্মিত শত দুর্গকে বিদারণ করেছিলেন হবির্দাতা দিবোদাসের কারণে ।।২০।।

**অস্বাপয়দ্ দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ ।**
**দাসানামিন্দ্রো মায়য়া ॥২১॥**

দভীতির কারণে, ইন্দ্র তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বশে ত্রিংশসহস্র দাসকে তাঁর আয়ুধ সকলের মাধ্যমে 'নিদ্রাগত' করেছিলেন ।।২১।।

**স ঘেদুতাসি বৃত্রহন্ৎসমান ইন্দ্র গোপতিঃ ।**
**যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে ॥২২॥**

এবং তুমি সেই গাভীকুলের অভিন্ন অধীশ্বর, হে ইন্দ্র, বৃত্র বিনাশক, যিনি এই সকল বিশ্বকে গতিবান করে থাকেন ।।২২।।

**উত নূনং যদিন্দ্রিয়ং করিষ্যা ইন্দ্র পৌংস্যম্ ।**
**অদ্যা নকিষ্টদা মিনৎ ॥২৩॥**

এবং এখন যা কোন পৌরুষব্যঞ্জক, ইন্দ্রের যোগ্য কর্ম তুমি সম্পাদন করবে, হে ইন্দ্র! আজ কেউ বিরোধিতা করবে না ।।২৩।।

**বামংবামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা ।**
**বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী[১] ॥২৪॥**

যেন দেব অর্যমন সকল উত্তম গুণোপেত বস্তু তোমাকেই প্রদান করেন, হে পর্যবেক্ষক (ইন্দ্র)! যেন পূষণ শুভ, ভগ শুভ এবং দেবতা করূলতী সকলেই শুভ বস্তু প্রদান করেন ।।২৪।।

১. **করূলতী**—সায়ণ বলেন শব্দটি পূষণের বিশেষণ—দন্তহীন অথবা ভগ্নদন্ত অর্থে।





## (সূক্ত-৩১)

**ইন্দ্র দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী, ৩ পাদনিচৃৎ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।**

**কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা ।**
**কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥১॥**

কোন সহায়তার সঙ্গে আমাদের অতি শোভন, সদাসমৃদ্ধিদায়ক বন্ধু আমাদের অভিমুখে আগমন করবেন—কোন বলবত্তম বাহিনী সহ? ।।১।।

**কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ ।**
**দৃলহা চিদারুজে বসু ॥২॥**

মদ্‌কর (পানীয়) সকলের মধ্যে কোন্টি যথাযথ ভাবে, সোম হতে (প্রস্তুত) সর্বাধিক মাদক রূপে তোমাকে উৎফুল্ল করবে? অতি-সুরক্ষিত সম্পদকেও অবারিত করার জন্য (মত্ত করবে?) ।।২।।

টীকা— শত্রুর সম্পদ লুণ্ঠনের কার্যে অথবা মেঘ বিদারণ করে জল প্রবাহিত করার কার্যে।

**অভী যু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্ ।**
**শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥৩॥**

আমাদের, তোমার অনুগামীগণের ও স্তোতৃবৃন্দের রক্ষাকারী তুমি তোমার শতবিধ সহায়তাসহ আমাদের অভিমুখে অবস্থান কর ।।৩।।

**অভী ন আ ববৃৎস্ব চক্রং ন বৃত্তমর্বতঃ ।**
**[১]নিযুদ্ভিশ্চর্ষণীনাম্ ॥৪॥**

আমাদের অভিমুখে এইস্থানের প্রতি আবর্তন কর, যেমন (রথ)চক্র অশ্বের প্রতি আবর্তিত হয়, (সেইভাবে) মনুষ্যগণের স্তুতি সমূহের মাধ্যমে (আকৃষ্ট হয়ে আগমন কর) ।।৪।।

১. নিযুদ্ভি— বহু সংখ্যক দলের মাধ্যমে নিহিতার্থ-স্তুতি অথবা মন্ত্রের বহুসংখ্যক দলের মাধ্যমে।

**প্রবতা হি ক্রতূনামা হা পদেব গচ্ছসি ।**
**অভক্ষি সূর্যে সচা ॥৫॥**

তোমার শক্তিসমূহের ক্ষিপ্র প্রকাশের দ্বারা যেন (তোমার) স্বকীয় স্থান সকলে (তুমি) আগমন কর। আমি সূর্যের সঙ্গেও অংশ বিভাজন করে নিয়েছি। (আমি সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও প্রশস্তি করি—Wilson)।।৫।।

**সং যৎ ত ইন্দ্র মন্যবঃ সং চক্রাণি দধন্বিরে ।**
**অধ ত্বে অধ সূর্যে ॥৬॥**

যখন তোমার (যুদ্ধের) উদ্দীপনা, হে ইন্দ্র, এবং রথচক্র সকল, যুগপৎ তাদের নিজ গতিতে ধাবিত হয়, তখন একই রূপে কখনো তোমার কখনো বা সূর্যের সঙ্গে (ধাবিত হয়) ।।৬।।

**উত স্মা হি ত্বামাহুরিন্মঘবানং শচীপতে ।**
**দাতারমবিদীধয়ুম্ ॥৭॥**

অতএব হে শক্তির অধীশ্বর, মাত্র তোমাকেই সকলে ধনবান বলে থাকে, সেই দাতা যিনি কখনোই চিন্তা করবেন বলে (দানকর্মে) বিরত থাকেন না ।।৭।।

**উত স্মা সদ্য ইৎ পরি শশমানায় সুন্বতে ।**
**পুরূ চিন্মংহসে বসু ॥৮॥**

এবং অবশ্যই (তুমি) স্তোত্র অথবা কর্মনিরত সোম সবনকারীর প্রতি শীঘ্র প্রভূত ধন বদান্য ভাবে দান কর ।।৮।।

**নহি ষ্মা তে শতং চন রাধো বরন্ত আমুরঃ ।**
**ন চ্যৌত্নানি করিষ্যতঃ ॥৯॥**

অবশ্যই শত বাধা তোমার বদান্যতাকে প্রতিহত করতে পারে না, না তোমার সম্পাদিত কর্মকে, যখন তুমি কর্ম করবে ।।৯।।

**অস্মাঁ অবন্তু তে শতমস্মান্ ৎসহস্রমূতয়ঃ ।**
**অস্মান্ বিশ্বা অভিষ্টয়ঃ ॥১০॥**





যেন তোমার সহায়তা শত প্রকারে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের সহস্রভাবে (রক্ষা করে), যেন তোমার সর্ব অনুগ্রহ আমাদের (রক্ষা করে) ।।১০।।

**অস্মাং ইহা বৃণীষ্ব সখ্যায় স্বস্তয়ে ।**
**মহো রায়ে দিবিত্মতে ॥১১॥**

এই স্থানে আমাদের নির্বাচিত কর মৈত্রীর জন্য, কল্যাণের জন্য, প্রভূত দিব্যসম্পদের জন্য ।।১১।।

**অস্মাঁ অবিড্ঢি বিশ্বহেন্দ্র রায়া পরীণসা ।**
**অস্মান্ বিশ্বাভিরূতিভিঃ ॥১২॥**

আমাদের অনুগ্রহ কর, ইন্দ্র, চিরদিন ধরে, অপর্যাপ্ত সম্পদের দ্বারা, তোমার সর্বপ্রকার রক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ।।১২।।

**অস্মভ্যং তাঁ অপা বৃধি ব্রজাঁ অস্তেব গোমতঃ ।**
**নবাভিরিন্দ্রোতিভিঃ ॥১৩॥**

আমাদের জন্য এই সকল গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠ উদ্ঘাটন কর, ধনুর্ধরের ন্যায় তোমার সহায়তার নূতন প্রকারের মাধ্যমে, হে ইন্দ্র! ।।১৩।।

**অস্মাকং ধৃষ্ণুয়া রথো দ্যুমাঁ ইন্দ্রানপচ্যুতঃ ।**
**গব্যুরশ্বয়ুরীয়তে ॥১৪॥**

আমাদের দীপ্তিমান রথ হে ইন্দ্র, দুর্দম অপ্রতিহত গতিতে গমন করে, গাভী ও অশ্বের সন্ধানে ।।১৪।।

**অস্মাকমুত্তমং কৃধি শ্রবো দেবেষু সূর্য ।**
**বর্ষিষ্ঠং দ্যামিবোপরি ॥১৫॥**

হে সূর্য, আমাদের যশকে দেবগণের মধ্যে সর্ব প্রধান কর এবং উৎকৃষ্টতম কর যেন স্বর্গের অপেক্ষাও অধিক ।।১৫।।

## (সূক্ত-৩২)

**ইন্দ্র,২৩-২৪ ইন্দ্র ও অশ্ব দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২৪।**

**আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি ।**
**মহান্ মহীভিরূতিভিঃ ॥১॥**

আমাদের অভিমুখে এই স্থানে আগমন কর হে বৃত্র বিনাশক ইন্দ্র, এই স্থানে আমাদের সন্নিকটে, মহিমাময় তুমি সবল সহায়তার সঙ্গে (আগমন কর) ।।১।।

**ভৃমিশ্চিদ্ ঘাসি তূতুজিরা চিত্র চিত্রিণীষ্বা ।**
**চিত্রং কৃণোষ্যূতয়ে ॥২॥**

তুমি ভ্রাম্যমান এবং অবশ্যই ক্ষিপ্রগামী। হে দীপ্তিময়, তুমি সুসজ্জিত[১] (প্রজাগণের) মাধ্যমে সর্বত্র আশ্চর্য (কর্ম) সম্পাদন কর, আমাদের সহায়তার জন্য ।।২।।

১. সুসজ্জিত—উৎসব বা যুদ্ধের জন্য।

**দভ্রেভিশ্চিচ্ছশীয়াংসং হংসি ব্রাধন্তমোজসা ।**
**সখিভির্যে ত্বে সচা ॥৩॥**

স্বল্প সংখ্যক জনের সাহচর্যেই তুমি বিরোধরত অধিকতর (শত্রু)কে তোমার শক্তি দ্বারা বিচূর্ণিত করেছ; তোমার যেসকল মিত্র ছিল তাদের সঙ্গে ।।৩।।

**বয়মিন্দ্র ত্বে সচা বয়ং ত্বাভি নোনুমঃ**
**অস্মাঁঅস্মাঁ ইদুদব ॥৪॥**

হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সহগামী, আমরা তোমার প্রতি সোচ্চারে প্রার্থনা করি—আমাদের, কেবলমাত্র আমাদেরই রক্ষা কর ।।৪।।

**স নশ্চিত্রাভিরাদ্রিবো হনবদ্যাভিরূতিভিঃ ।**
**অনাধৃষ্টাভিরা গহি ॥৫॥**

এই স্থানে আমাদের অভিমুখে আগমন কর হে প্রস্তর খণ্ডের (বজ্রের) অধীশ্বর, তোমার অত্যাশ্চর্য, অনিন্দনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য রক্ষণসহ (আগমন কর) ।।৫।।





**ভূয়ামো যু ত্বাবতঃ সখায় ইন্দ্র গোমতঃ ।**
**যুজো বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥৬॥**

যেন আমরা তোমার তুল্য একজনের মিত্র হতে পারি, হে ইন্দ্র, যিনি গাভীর অধিপতি, এবং প্রভূত তেজের সম্পদের জন্য তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি ।।৬।।

**ত্বং হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র বাজস্য গোমতঃ ।**
**স নো যন্ধি মহীমিষম্ ॥৭॥**

যেহেতু একমাত্র তুমিই, হে ইন্দ্র, গাভীসমন্বিত সম্পদের প্রভু, অতএব আমাদের প্রচুর অন্ন দান কর ।।৭।।

**ন ত্বা বরন্তে অন্যথা যদ্ দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ।**
**স্তোতৃভ্য ইন্দ্র গির্বণঃ ॥৮॥**

তারা অন্য কোন প্রকারে তোমাকে বিপথে চালিত করতে পারে না, যখন, স্তুতি লাভ করে, তুমি স্তোতৃবৃন্দকে উদারভাবে দানের ইচ্ছা কর, হে প্রশস্তিপ্রিয় ইন্দ্র! ।।৮।।

**অভি ত্বা গোতমা গিরাহনূষত প্র দাবনে ।**
**ইন্দ্র বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥৯॥**

গোতমবংশীয় (ঋষি)গণ তোমার প্রতি তাঁদের প্রশস্তি গান করেছেন, যেন তুমি প্রচুর দান কর। হে ইন্দ্র, প্রভূত সম্পদের জন্য ।।৯।।

**প্র তে বোচাম বীর্যা যা মন্দসান আরুজঃ ।**
**পুরো দাসীরভীত্য ॥১০॥**

আমরা তোমার বীরকর্ম সকল প্রঘোষিত করব; যে তুমি মদোৎফুল্ল অবস্থায় দাসগণের দুর্গ সকল আক্রমণ করে ভগ্ন করেছিলে ।।১০।।

**তা তে গৃণন্তি বেধসো যানি চকর্থ পৌংস্যা।**
**সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥১১॥**

ঋষিগণ তোমার সেই সকল পৌরুষ ব্যঞ্জক কর্মের কথা স্তুতিগান করেন, হে ইন্দ্র, স্তুতি-প্রিয়, তুমি সোম সবনকালে সম্পাদনকালে যেগুলি সম্পাদন করেছিলে ।।১১।।

**অবীবৃধন্ত গোতমা ইন্দ্র ত্বে স্তোমবাহসঃ।**
**এষু ধা বীরবদ্ যশঃ ॥১২॥**

ইন্দ্র, যে গোতমবংশীয়গণ তোমার প্রতি স্তুতি বহন করে থাকেন তাঁরা তোমার সাহচর্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের বীর(পুত্র)সহ সুখ্যাতি দান কর ॥১২॥

**যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বম্।**
**তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥১৩॥**

যদিও তুমি অবশ্যই সর্বজনের নিকট সাধারণভাবেই (আকাঙ্খিত) তবু ইন্দ্র আমরা সেই তোমাকে আবাহন করি ॥১৩॥

**অর্বাচীনো বসো ভবাঽস্মে সু মৎস্বান্ধসঃ।**
**সোমানামিন্দ্র সোমপাঃ ॥১৪॥**

হে সর্বোত্তম ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে অনুকূল হয়ে থাক; আমাদের মধ্যেই সোম হতে উদ্ভূত রস পান করে হৃষ্ট হয়ে থাক, হে সোমপানকারিন্! ॥১৪॥

**অস্মাকং ত্বা মতীনামা স্তোম ইন্দ্র যচ্ছতু।**
**অর্বাগা বর্তয়া হরী ॥১৫॥**

আমাদের চিন্তা হতে উদ্ভূত প্রশস্তি সকল তোমাকে এইস্থান অভিমুখে আনয়ন করে, তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে এই দিকে আবর্তিত কর ॥১৫॥

**পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ।**
**বধূয়ুরিব যোষণাম্ ॥১৬॥**

আমাদের (প্রদত্ত) পুরোডাশ ভক্ষণ কর। আমাদের (কৃত) প্রশস্তি উপভোগ কর। যেমন ...র পত্নীসন্ধানী ব্যক্তি তার বধূকে করে থাকে ॥১৬॥

**সহস্রং ব্যতীনাং যুক্তানামিন্দ্রমীমহে।**
**শতং সোমস্য খার্যঃ ॥১৭॥**

আমরা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করি সংযোজিত (শিক্ষিত) সহস্র সংখ্যক অশ্বযুগলের জন্য, ...সংখ্যক সোমরসের পাত্রের জন্য ॥১৭॥





**সহস্রা তে শতা বয়ং গবামা চ্যাবয়ামসি।**
**অস্মত্রা রাধ এতু তে ॥১৮॥**

যেন আমরা তোমার সহস্র সংখ্যক এবং শতসংখ্যক গাভীকে এই স্থানে পরিচালিত করে আনতে পারি। তোমার সম্পদ আমাদের প্রতি যেন আগমন করে ॥১৮॥

**দশ তে কলশানাং হিরণ্যানামধীমহি।**
**ভূরিদা অসি বৃত্রহন্ ॥১৯॥**

আমরা (তোমার নিকট হতে) দশ কলস স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছি। হে বৃত্রহননকারিন্, তুমি প্রচুর দান করে থাক ॥১৯॥

**ভূরিদা ভূরি দেহি নো মা দভ্রং ভূর্যা ভর।**
**ভূরি ঘেদিন্দ্র দিৎসসি ॥২০॥**

হে বদান্য দাতা, আমাদের প্রভূত (ধন) দাও। স্বল্প নয়! এই স্থানে প্রচুর (ধন) আনয়ন কর। হে ইন্দ্র, তুমি অবশ্যই প্রচুর দান করতে ইচ্ছুক ॥২০॥

**ভূরিদা হ্যসি শ্রুতঃ পুরুত্রা শূর বৃত্রহন্।**
**আ নো ভজস্ব রাধসি ॥২১॥**

হে বৃত্রবিনাশক! হে বীর! যেহেতু তুমি উদার দাতারূপে বহু স্থানে বিখ্যাত, আমাদের তোমার সম্পদের অংশ ভাগী কর ॥২১॥

**প্র তে বভ্র বিচক্ষণ শংসামি গোষণো নপাৎ।**
**মাভ্যাং গা অনু শিশ্রথঃ ॥২২॥**

আমি তোমার পিঙ্গল (অশ্ব)দ্বয়কে প্রশংসা করি, হে গাভীদাতার জ্ঞানবান পুত্র! এই দুইয়ের মাধ্যমে যেন গাভী(গুলি) বিনষ্ট না হয় ॥২২॥

টীকা—সায়ণভাষ্য—ন পাত-ন পাতয়িতঃ— বিনাশ যিনি করেন না। অর্থাৎ স্তোতাদের পালন করেন।

**কনীনকেব বিদ্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে।**
**বভ্র যামেষু শোভেতে ॥২৩॥**

দুইটি কন্যাপুত্তলীর মত, স্তম্ভের উপরে দুই ক্ষুদ্র, নূতন, পরিচ্ছদবর্জিত (পুত্তলীর) মত-এই পিঙ্গল (অশ্ব) যুগ্ম তাদের গতিপথে শোভা পেয়ে থাকে ।।২৩।।

**অরং ম উস্রয়াম্ণে হরমনুস্রয়াম্ণে।**
**বভ্র যামেম্বস্রিধা ।।২৪।।**

প্রত্যূষে ভ্রমণরত আমার জন্য প্রস্তুত অথবা যখন আমি ভ্রমণ করি না তখনও প্রস্তুত এই দুই পিঙ্গল (অশ্ব) তাদের যাত্রাপথে প্রমাদহীন থাকে ।।২৪।।

## অনুবাক-৪

### (সূক্ত-৩৩)

**ঋভুগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**প্র ঋভুভ্যো দূতমিব বাচমিষ্য উপস্তিরে[১] শ্বৈতরীং ধেনুমীলে।**
**যে বাতজূতাস্তরণিভিরেবৈঃ পরি দ্যাং সদ্যো অপসো বভূবুঃ ।।১।।**

আমার উক্তিকে আমি ঋভুগণের[২] উদ্দেশে দূতের অনুরূপ প্রেরণ করি; আমি শ্বৈতরী পয়স্বিনী গাভীর প্রতি প্রার্থনা করি অধোদেশে আস্তরণ বিস্তারের জন্য; সেই দক্ষ কর্মিগণ বায়ুভরে তাড়িত হয়ে দ্রুতগতিতে তৎক্ষণেই স্বর্গকে বেষ্টন করে বিদ্যমান হয়েছেন ।।১।।

১. উপস্তিরে—সোমরসের মধ্যে বা তার উপরে দুগ্ধ মিশ্রিত করার পরিভাষা। Wilson— সোমরসের ও দুগ্ধের সংমিশ্রণ।
সায়ণ—শ্বৈতরী অর্থ শ্বেততরা অথবা দুগ্ধযুক্তা।
২. ঋভুগণ—সম্ভবত প্রাচীন ঋষি যাঁরা পুণ্য কর্মের ফলে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন— এদের নাম যথাক্রমে ঋভু, বিভ্বন এবং বাজ।

**যদারমক্রন্নৃভবঃ পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।**
**আদিদ্ দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ ধীরাসঃ পুষ্টিমবহন্ মনায়ৈ ।।২।।**

যখন ঋভুগণ তাঁদের মাতাপিতার জন্য যথাযোগ্য যত্নসহ, চমৎকৃতিজনক দক্ষতা ও যোগে পরিচর্যা করেছিলেন ঠিক সেইকালে তাঁরা দেবগণের মৈত্রী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই পণ্ডিতগণ সোৎসাহে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন ।।২।।





**পুনর্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়ানা।**
**তে বাজো বিভ্বাঁ ঋভুরিন্দ্রবন্তো মধুপ্সরসো নোহবন্ত যজ্ঞম্ ।।৩।।**

যাঁরা তাঁদের পুরাতন যূপকাষ্ঠের ন্যায় জরা ভরে শায়িত পিতামাতাকে পুনরায় নবীন বয়স্ক করেছিলেন যেন সেই বাজ বিভ্বন, এবং ঋভু একত্রে ইন্দ্রের সাহচর্যে, মধুর (সোমরস পানে) আনন্দিত হয়ে আমাদের যজ্ঞকে সুরক্ষিত করেন ।।৩।।

**যৎ সংবৎসমৃভবো গামরক্ষন্ যৎ সংবৎসমৃভবো মা অপিংশন্।**
**যৎ সংবৎসমভরন্ ভাসো অস্যাস্তাভিঃ শমীভিরমৃতত্বমাশুঃ ।।৪।।**

যেহেতু বৎসরকাল যাবৎ ঋভুগণ গাভীটিকে রক্ষা করেছিলেন, যেহেতু বৎসরকাল যাবৎ ঋভুগণ (তার) মাংসকে রূপায়িত করেছিলেন। যেহেতু বৎসরকাল যাবৎ তাঁরা তার উজ্জ্বলতাকে সংরক্ষণ করেছিলেন, সেই সকল শ্রমের মাধ্যমে তাঁরা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।।৪।।

**জ্যেষ্ঠ আহ চমসা[১] দ্বা করেতি কনীয়ান্ ত্রীন্ কৃণবামেত্যাহ।**
**কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করেতি ত্বষ্ট ঋভবস্তৎ পনয়দ্ বচো বঃ ।।৫।।**

জ্যেষ্ঠ জন বলেছিলেন 'চমস্ পাত্রটিকে দুইটি করব'। কনীয়ান বলেছিলেন 'আমরা তিনটি (পাত্র) করব'; সর্ব কনিষ্ঠজন বলেছিলেন 'আমি চারটি (পাত্র নির্মাণ) করব', হে ঋভুগণ— ত্বষ্টা তোমাদের এই সকল উক্তিতে প্রীত হয়েছিলেন ।।৫।।

১. চমস্ —যজ্ঞীয় পাত্র বিঃ।

**সত্যমূচুর্নর এবা হি চক্রুরনু স্বধামৃভবো জগ্মুরেতাম্।**
**বিভ্রাজমানাংশ্চমসাঁ অহেবাহবেনৎ ত্বষ্টা চতুরো দদৃশ্বান্ ।।৬।।**

মহান মানবগণ সত্য কথন করেছিলেন কারণ, তাঁরা যথার্থই সেইরূপ (কর্ম) করেছিলেন। তাঁদের এই নিজস্ব ইচ্ছাকে ঋভুগণ অনুসরণ করেছিলেন এবং সেই দিবসকালের ন্যায় জ্যোতির্ময় চারটি পাত্রকে দেখে ত্বষ্টা কামনা করেছিলেন ।।৬।।

**দ্বাদশ দ্যূন্ যদগোহ্যস্যাহতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসন্তঃ।**
**সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্ননয়ন্ত সিন্ধূন্ ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিম্নমাপঃ ।।৭।।**

যখন ঋভুগণ দ্বাদশদিন যাবৎ অগোহ্যের (কৃত) আতিথ্য নিদ্রাগত হয়ে উপভোগ করেছিলেন, তখন তাঁরা ক্ষেত্র সকলকে শোভন করেছিলেন, নদীগুলিকে আনয়ন করেছিলেন; উষর ভূমিতে বৃক্ষগুল্মাদি বিস্তৃত হয়েছিল এবং নিম্নভূমিতে জলরাশি ।।৭।।

**রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাম্।**
**ত আ তক্ষন্ত্বৃভবো রয়িং নঃ স্ববসঃ স্বপসঃ সুহস্তাঃ ॥৮।।**

যাঁরা রথকে সুষ্ঠু গমনশীল, এবং বীরগণের অবস্থানযোগ্য করেছেন, যাঁরা সর্ববিধ আকৃতি সম্পন্না এবং সকলের প্রেরয়িত্রী গাভীকে (নির্মাণ) করেছেন যেন সেই ঋভুগণ আমাদের জন্য সম্পদ সৃজন করেন, তাঁরা সুসহায়, সুষ্ঠু কর্মা এবং অনুগ্রহকারী ।।৮।।

**অপো হ্যেষামজুষন্ত দেবা অভি ক্রত্বা মনসা দীধ্যানাঃ।**
**বাজো দেবানামভবৎ সুকর্মেন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণস্য বিভ্বা ॥৯।।**

যেহেতু দেবগণ তাঁদের ধী ও মনীষা যোগে বিচার করে তাঁদের কর্মে প্রীত হয়েছিলেন, বাজ দেবগণের জন্য সুষ্ঠু কর্মী হয়েছিলে, ঋভুক্ষণ ইন্দ্রের এবং বিভ্বন বরুণের জন্য ।।৯।।

**যে হরী মেধয়োক্থা মদন্ত ইন্দ্রায় চক্রুঃ সুযুজা যে অশ্বা।**
**তে রায়স্পোষং দ্রবিণান্যস্মে ধত্ত ঋভবঃ ক্ষেময়ন্তো ন মিত্রম্ ॥১০।।**

যাঁরা তাঁদের ধী যোগে, উক্‌থের মাধ্যমে হর্ষ অনুভব করে স্বচ্ছন্দে যোজনীয় হরী অশ্বদ্বয়কে ইন্দ্রের জন্য নির্মাণ করেছিলেন সেই ঋভুগণ তোমরা যেন আমাদের জন্য সমৃদ্ধি-অভিলাষী মিত্রের ন্যায় সম্পদ এবং ধনের বৃদ্ধি বিধান কর ।।১০।।

**ইদাহ্নঃ পীতিমুত বো মদং ধুর্ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।**
**তে নূনমস্মে ঋভবো বসূনি তৃতীয়ে অস্মিন্ ৎসবনে দধাত ॥১১।।**

এই দিবসের জন্য হর্ষকারী পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিশ্রমকারী ব্যতীত দেবগণ (অপরের প্রতি) মিত্রতার জন্য অনুকূল থাকেন না। ইদানীং, হে ঋভুগণ। এই তৃতীয় সবনকালে আমাদের জন্য রত্ন সকল বিহিত কর ।।১১।।

টীকা—Griffith মনে করেন, ঋভুগণ কর্তৃক যে পিতামাতার পুর্ন যৌবন প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে আসলে তা আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ।





## (সূক্ত-৩৪)

**ঋভুগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইন্দ্রো নো অচ্ছেমং যজ্ঞং রত্নধেয়োপ যাত।**
**ইদা হি বো ধিষণা[১] দেব্যহ্নামধাৎ পীতিং সং মদা অগ্মতা বঃ ॥১।।**

যেন ঋভু, বিভ্বন, বাজ এবং ইন্দ্র আমাদের এই যজ্ঞের প্রতি রত্নাদি উপহার সহ আগমন করেন। কারণ (দিবসের) এই সময়ে দেবী ধিষণা (বাক্-সায়ণ) তোমাদের জন্য পানীয় প্রস্তুত রেখেছেন, সেই উত্তেজক পানীয় তোমাদের নিকট সমুপস্থিত হয়েছে ।।১।।

১. ধিষণা— যজ্ঞবেদী? অথবা বাক্।

**বিদানাসো জন্মনো বাজরত্না উত ঋতুভির্ঋভবো মাদয়ধ্বম্।**
**সং বো মদা অগ্মত সং পুরংধিঃ সুবীরামস্মে রয়িমেরয়ধ্বম্ ॥২।।**

(তোমাদের) উৎপত্তি বিষয়ে অবহিত হয়ে, হে সম্পদ অথবা অন্নসমৃদ্ধ ঋভুগণ, যথাবিহিত (যজ্ঞীয়) কালে হর্ষ উপভোগ কর। সেই উত্তেজক (পানীয় হতে) তোমরা যথাযথ উত্তেজনা এবং প্রাচুর্য প্রাপ্ত হয়েছ, এই স্থানে আমাদের প্রতি উত্তমবীরসহ ধনাদি প্রেরণ কর ।।২।।

**অয়ং বো যজ্ঞ ঋভবোঽকারি যমা মনুষ্বৎ প্রদিবো দধিধ্বে।**
**প্র বোঽচ্ছা জুজুষাণাসো অস্থুরভূত বিশ্বে অগ্রিয়োত বাজাঃ[১] ॥৩।।**

তোমাদের উদ্দেশে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছে, হে ঋভুগণ, যা তোমরা মনুর ন্যায় পূর্বকালেই নিজেদের জন্য করেছ। আনন্দ উপভোগের জন্য তোমাদের প্রতি সকলে সমাগত হয়েছে, এবং তোমরা, সকলেই, এমনকি দুই অগ্রজ বাজগণ আগমন করেছেন ।।৩।।

১. বাজ—কনিষ্ঠ ঋভুর নাম, এখানে সকলকেই বলবান বলা হয়েছে।

**অভূদু বো বিধতে রত্নধেয়মিদা নরো দাশুষে মর্ত্যায়।**
**পিবত বাজা ঋভবো দদে বো মহি তৃতীয়ং সবনং মদায় ॥৪।।**

ইদানীং তোমাদের পরিচর্যাকারী, (হবিঃ) দাতা মর্ত্যবাসী (যজমানের) জন্য হে বীরগণ, সম্পদ প্রদানের (যোগ্য)। হে বাজগণ, হে ঋভুগণ! (তোমরা) পান কর। এই অপূর্ব তৃতীয় সবন (তোমাদের) হর্ষ-উৎপাদনের জন্য তোমাদের প্রতি প্রদান করা হয়েছে ।।৪।।

**আ বাজা যাতোপ ন ঋভুক্ষা মহো নরো দ্রবিণসো গৃণানাঃ।**
**আ বঃ পীতয়োঽভিপিত্বে অহ্নামিমা অস্তং নবস্ব ইব গ্মন্ ॥৫॥**

হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষণ (ঋভুগণের প্রভু—ইন্দ্র)! আমাদের সমীপে এইস্থানে আগমন কর। হে নেতৃবৃন্দ! বিপুল ধনের অধিপতি রূপে তোমাদের স্তুতি করা হচ্ছে; এই সকল পেয় (সোমরস) এই দিবসের অন্তভাগে তোমাদের উদ্দেশে সমাগত হয়েছে যেন নবজাত বৎসসহ (গাভীর) অনুরূপ ।।৫।।

**আ নপাতঃ শবসো যাতনোপেমং যজ্ঞং নমসা হূয়মানাঃ।**
**সজোষসঃ সূরয়ো যস্য চ স্থ মধ্বঃ পাত রত্নধা ইন্দ্রবন্তঃ ॥৬॥**

হে শক্তির পুত্রগণ! শ্রদ্ধা যোগে আহূত হয়ে আমাদের এই যজ্ঞের অভিমুখে আগমন কর। হে প্রাজ্ঞগণ! রত্ন দাতাগণ! তোমরা সকলে একত্রে এবং যাঁর প্রতি তোমরা অনুগত সেই ইন্দ্র সহ, মধু পান কর ।।৬।।

**সজোষা ইন্দ্র বরুণেন সোমং সজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ।**
**অগ্রেপাভির্ঋতুপাভিঃ সজোষা গ্নাস্পত্নীভী রত্নধাভিঃ সজোষাঃ ॥৭॥**

ইন্দ্র! বরুণের সঙ্গে যুগপৎ সোম (পান কর) স্তুতি-অভিলাষী তুমি মরুৎগণের সঙ্গে একত্রে পান কর। যাঁরা প্রথমে পান করেন তাঁদের সঙ্গে, যাঁরা যজ্ঞীয় বিধি অনুসারে পান করেন তাঁদের সঙ্গে একত্রে; রত্নদাতা (দেব)পত্নীগণের পাত্রে একত্রে (পান কর) ।।৭।।

**সজোষস আদিত্যৈর্মাদয়ধ্বং সজোষস ঋভবঃ পর্বতেভিঃ।**
**সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভী রত্নধেভিঃ ॥৮॥**

আদিত্যগণের সঙ্গে সমানভাবে মত্ততা উপভোগ কর; হে ঋভুগণ, পর্বতগণের সঙ্গে সামঞ্জস্য সহ; দেব সবিতার সঙ্গে একত্রে; রত্ন দায়িনী নদীগুলির সঙ্গে একত্রে (উপভোগ কর) ।।৮।।

**যে অশ্বিনা যে পিতরা য উতী ধেনুং ততক্ষুর্ঋভবো যে অশ্বা।**
**যে অংসত্রা য ঋধগ্রোদসী যে বিভ্বো নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥৯॥**

ঋভুগণ, যাঁরা পিতামাতাকে সহায়তা করেছিলেন এবং অশ্বিনদ্বয়কে, যাঁরা গাভীটিকে নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা অশ্বদ্বয়কে; যাঁরা বর্ম (নির্মাণ করেছিলেন), যাঁরা স্বর্গ ও মর্ত্যকে পৃথগ্‌ভূত করেছিলেন। যাঁরা সর্বত্র ব্যাপ্ত নেতৃস্বরূপ, তাঁরা শোভন সন্তান (প্রাপ্ত) করেন ।।৯।।





**যে গোমন্তং বাজবন্তং সুবীরং রয়িং ধত্থ বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।**
**তে অগ্রেপা ঋভবো মন্দসানা অস্মে ধত্ত যে চ রাতিং গৃণন্তি ॥১০॥**

তোমরা যাঁরা গাভীসমৃদ্ধ, লুণ্ঠিত ধন সমৃদ্ধ, শোভনপুত্রযুক্ত ও পোষণ সমৃদ্ধ প্রভৃত সম্পদ প্রদান কর—হে ঋভুগণ, সেই তোমরা প্রথম পানকারীরূপে এবং আনন্দিত অবস্থায় আমাদের প্রতি, তোমাদের উপহার প্রদান কর, যারা) (তোমাদের) এই দানের প্রশস্তি করে থাকে ।।১০।।

**নাপাভূত ন বোঽতীতৃষামাঽনিঃশস্তা ঋভবো যজ্ঞে অস্মিন্।**
**সমিন্দ্রেণ মদথ সং মরুদ্ভিঃ সং রাজভী রত্নধেয়ায় দেবাঃ ॥১১॥**

তোমরা দূরে অবস্থিত ছিলে না। আমরা তোমাদের তৃষ্ণার্ত করে রাখি না, হে ঋভুগণ, এই যজ্ঞে তোমরা প্রশস্তিবিহীন এরূপ নয়; তোমরা ইন্দ্রের সঙ্গে, মরুৎগণের সঙ্গে, রাজগণের[১] সঙ্গে মত্ততা উপভোগ কর; হে দেবগণ, যেন আমাদের সম্পদ দান করতে পার ।।১১।।

১. রাজগণ—অপরাপর দেবতা।

## (সূক্ত-৩৫)

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

**ইহোপ যাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা ঋভবো মাপ ভূত।**
**অস্মিন্ হি বঃ সবনে রত্নধেয়ং গমন্ত্বিন্দ্রমনু বো মদাসঃ ॥১॥**

হে শক্তির পুত্রগণ! এই স্থান অভিমুখে আগমন কর; হে সুধন্বনের পুত্র ঋভুগণ! দূরবর্তী থেকো না। এই সবনকার্যে সম্পদ দান তোমাদের (করণীয়); যেন মদকর সোমরস ইন্দ্রের পরে তোমাদের প্রতি সমাগত হয় ।।১।।

**আগন্নৃভূণামিহ রত্নধেয়মভূৎ সোমস্য সুষুতস্য পীতিঃ।**
**সুকৃত্যয়া যৎ স্বপস্যয়া চঁ একং বিচক্র চমসং চতুর্ধা ॥২॥**

ঋভুগণ কর্তৃক সম্পদ প্রদান এই স্থানে উপস্থিত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে অভিষুত সোম পান করা হয়েছে। তোমাদের সুষ্ঠু কর্মানুষ্ঠান ও নিপুণ দক্ষতা দ্বারা একই চমসকে (যজ্ঞীয় পাত্রকে) চতুর্ভাগ করা হয়েছে ।।২।।

**ব্যকৃণোত চমসং চতুর্ধা সখে বি শিক্ষেত্যব্রবীত।**
**অথৈত বাজা অমৃতস্য পন্থাং গণং দেবানামৃভবঃ সুহস্তাঃ ॥৩॥**

তোমরা (একই) চমসকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করেছ, (তোমরা) বলেছিলে, 'হে বন্ধু, সহায়তা কর বিভজনের (কর্মে)।' অনন্তর, হে বাজগণ, হে সুদক্ষ হস্ত ঋভুগণ! অমরত্বের পথে দেবগণের গোষ্ঠীতে গমন করেছ ।।৩।।

**কিংময়ঃ স্বিচ্চমস এষ আস যং কাব্যেন চতুরো বিচক্র।**
**অথা সুনুধ্বং সবনং মদায় পাত ঋভবো মধুনঃ সোম্যস্য ॥৪॥**

এই চমস কোন্ উপাদানে নির্মিত ছিল? যাকে তোমরা কর্মকৌশলের দ্বারা চারিভাগ করেছ? ইদানীং মদকর পেয়ের জন্য সবন কার্য সম্পাদন কর, হে ঋভুগণ, সোমের মিষ্টরস পান কর ।।৪।।

**শচ্যাকর্ত পিতরা যুবানা শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানম্।**
**শচ্যা হরী ধনুতরাবতষ্টেন্দ্রবাহাবৃভবো বাজরত্নাঃ ॥৫॥**

তোমরা কর্মকৌশলে পিতামাতাকে যৌবন সম্পন্ন করেছ। কর্মকৌশল দ্বারা দেবগণের পান পাত্রস্বরূপ চমস নির্মাণ করেছ; কর্মকৌশল দ্বারা হে সম্পদ সমৃদ্ধ ঋভুগণ, উভয় দ্রুতগামী পিঙ্গল অশ্বকে ইন্দ্রকে বহন করার জন্য সৃজন করেছ ।।৫।।

**যো বঃ সুনোত্যভিপিত্বে অহ্নাং তীব্রং বাজাসঃ সবনং মদায়।**
**তস্মৈ রয়িমৃভবঃ সর্ববীরমা তক্ষত বৃষণো মন্দসানাঃ ॥৬॥**

দিবসের অন্তভাগে (সায়ংকালে) যিনি তোমাদের উপভোগের জন্য অধিক অথবা তীব্র রসদায়ক মযেন সম্পাদন করেন, হে বাজগণ (বলবানগণ), তাঁর জন্য হে শক্তিমান ঋভুগণ, মত্ততা উপভোগে রত হয়ে বহুবীর যোদ্ধা সমন্বিত সম্পদ উৎপন্ন কর ।।৬।।

**প্রাতঃ সুতমপিবো হর্যশ্ব মাধ্যন্দিনং সবনং কেবলং তে।**
**সমৃভুভিঃ পিবস্ব রত্নধেভিঃ সখীর্যা ইন্দ্র চকৃষে সুকৃত্যা ॥৭॥**

হে হরী (পিঙ্গল) অশ্বদ্বয়ের প্রভু (ইন্দ্র), প্রত্যূষে তুমি সুত সোমরস পান করেছ, মাধ্যন্দিন—মধ্যাহ্নে কৃত সবন (সোমরস) কেবলমাত্র তোমারই। ধনদানকারী ঋভুগণ, যাঁদের সুষ্ঠু দক্ষতার কারণে তুমি তোমার মিত্র করেছ তাঁদের সঙ্গে একত্রে পান কর ।।৭।।





**যে দেবাসো অভবতা সুকৃত্যা শ্যেনা ইবেদধি দিবি নিষেদ।**
**তে রত্নং ধাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা অভবতামৃতাসঃ ॥৮॥**

তোমরা যাঁরা সুষ্ঠু কৃৎকৌশলের মাধ্যমে দেবত্ব লাভ করেছ, শ্যেন পক্ষীর অনুরূপভাবে স্বর্গের উপরিভাগে দৃঢ় অধিষ্ঠিত হয়েছ। হে শক্তির পুত্রগণ! ধন দান কর। হে সুধন্বনের পুত্রগণ! তোমরা অমরত্ব লাভ করেছ ।।৮।।

**যৎ তৃতীয়ং সবনং রত্নধেয়মকৃণুধ্বং স্বপস্যা সুহস্তাঃ।**
**তদৃভবঃ পরিষিক্তং ব এতৎ সং মদেভিরিন্দ্রিয়েভিঃ পিবধ্বম্ ॥৯॥**

যে তৃতীয় সবনে সম্পদ প্রদান করা হয়, হে সুদক্ষ হস্তধারকগণ! যা তোমরা কৃৎকৌশল দ্বারা সৃষ্টি করেছ, হে ঋভুগণ! এইস্থানে তোমাদের জন্য সেই (সোমরস) সেচন করা হয়েছে, ইন্দ্রের ন্যায় আনন্দের সঙ্গে সহর্ষে তা পান কর ।।৯।।

## (সূক্ত-৩৬)

**ঋভুগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। জগতী, ৯ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।**

**অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ।**
**মহৎ তদ্ বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ ॥১॥**

অশ্ব ব্যতিরেকে এবং প্রগ্রহ (নিয়ামক রজ্জু) ব্যতিরেকে (তোমাদের) নির্মিত রথ প্রশংসনীয়, তিনটি চক্রযুক্ত (এই রথ) অন্তরিক্ষলোকে ভ্রমণ করে। তোমাদের দেবত্ব বিষয়ে সেই প্রভূত উদ্‌ঘোষণা, যে তোমরা স্বর্গ ও পৃথিবী লোকের পুষ্টি বিধান কর, হে ঋভুগণ! ।।১।।

**রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং সুচেতসো হবিহ্বরন্তং মনসস্পরি ধ্যয়া।**
**তাঁ উ ন্বস্য সবনস্য পীতয় আ বো বাজা ঋভবো বেদয়ামসি ॥২॥**

বিচক্ষণ তোমরা মেধার সাহায্যে মন হতে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণকারী, স্খলনহীন রথ নির্মাণ করেছ হে বাজগণ, হে ঋভুগণ, ইদানীং আমরা এই সবনে (অভিষুত সোম) পান করার জন্য সেইরূপ তোমাদের উদ্দেশে নিবেদন করছি ।।২।।

**তদ্ বো বাজা ঋভবঃ সুপ্রবাচনং দেবেষু বিভ্বো অভবন্মহিত্বনম্।**
**জিব্রী যৎ সন্তা পিতরা সনাজুরা পুনর্যুবানা চরথায় তক্ষথ ॥৩॥**

দেবতাদের মধ্যে তোমাদের মহিমা সম্যক ঘোষিত হয়েছে হে বাজগণ, ঋভুগণ ও বিভুগণ। যে তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে, যদিও (তাঁরা) অক্ষম ও কালজীর্ণ হয়েছিলেন তবু তাঁদের পুনরায় নবীনরূপে বিচরণক্ষম করে নির্মাণ করেছ ॥৩॥

**একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধীতিভিঃ।**
**অথা দেবেষ্বমৃতত্বমানশ শ্রুষ্টী বাজা ঋভবস্তদ্ ব উক্থ্যম্ ॥৪॥**

সেই একটিমাত্র চমস হতে তোমরা চতুর্ভাগ করেছ। গাভীর চর্ম হতে তোমরা (দুগ্ধ) নিঃষ্যন্দিত করার জন্য মেধার মাধ্যমে গাভীকে নির্মাণ করেছ, সেই হেতু শীঘ্রই দেবগণের মধ্যে তোমরা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, বাজ ও ঋভুগণ তোমাদের সেই প্রাপ্তি স্তুতিযোগ্য ॥৪॥

**ঋভুতো রয়িঃ প্রথমশ্রবস্তমো বাজশ্রুতাসো যমজীজনন্ নরঃ।**
**বিভ্বতষ্টো বিদথেষু প্রবাচ্যো যং দেবাসোঽবথা স বিচর্ষণিঃ ॥৫॥**

ঋভুগণ হতে প্রাপ্ত ধন প্রধান খ্যাতিতে সর্বাগ্রগণ্য, যাকে শক্তির জন্য প্রখ্যাত (অথবা বাজরূপে খ্যাত) মানবগণ সৃষ্টি করেছেন। যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিতে বিভুর নির্মিত রথের প্রশস্তি কর্তব্য; হে দেবগণ, যাকে তোমরা অনুগ্রহ কর সে মানবগণের মধ্যে খ্যাত হয়ে থাকে ॥৫॥

**স বাজ্যর্বা স ঋষির্বচস্যয়া স শূরো অস্তা পৃতনাসু দুষ্টরঃ।**
**স রায়স্পোষং স সুবীর্যং দধে যং বাজো বিভ্বাঁ ঋভবো যমাবিষুঃ ॥৬॥**

সে (যেন) বলবান অশ্ব; তিনি বাক্‌কৌশলে জ্ঞানবান ঋষি; তিনি বীর ধনুর্ধর; যিনি যুদ্ধে দুর্জয়। তিনি ধনবৃদ্ধি এবং বীরগণের শক্তির আধিক্য লাভ করেছেন—যাঁকে বাজ এবং বিভ্বন, যাঁকে ঋভুগণ সহায়তা করেছেন ॥৬॥

**শ্রেষ্ঠং বঃ পেশো অধি ধায়ি দর্শতং স্তোমো বাজা ঋভবস্তং জুজুষ্টন।**
**ধীরাসো হি ষ্ঠা কবয়ো বিপশ্চিতস্তান্ ব এনা ব্রহ্মণা বেদয়ামসি ॥৭॥**

তোমাদের উপরে সর্বোত্তম সুন্দর অলংকরণ নিবেশিত হয়েছে; এই প্রশংসামূলক স্তুতি (স্তোম); বাজ ও ঋভুগণ! তাকে উপভোগ কর। কারণ, তোমরা মেধাবান ও কবি, অনুপ্রেরণার উপলব্ধি করে থাক, এই মন্ত্রের দ্বারা তোমাদের প্রতি (স্তুতি) নিবেদন করি ॥৭॥





**যূয়মস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্পরি বিদ্বাংসো বিশ্বা নর্যাণি ভোজনা।**
**দ্যুমন্তং বাজং বৃষশুষ্মমুত্তমমা নো রয়িমৃভবস্তক্ষতা বয়ঃ ॥৮॥**

তোমরা মানুষের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি বর্ধনের বিষয়ে অবহিত; আমাদের প্রার্থনা অনুসারে হে ঋভুগণ, আমাদের উদ্দেশে যেন তোমরা দীপ্তিময় শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং বৃষের ন্যায় সবলতা সৃজন কর। আমাদের জন্য সম্পদ ও প্রাণশক্তি নির্মাণ কর ॥৮॥

**ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণা ইহ শ্রবো বীরবৎ তক্ষতা নঃ।**
**যেন বয়ং চিতয়েমাত্যন্যান্ তং বাজং চিত্রমৃভবো দদা নঃ ॥৯॥**

এইস্থানে সন্তান ও সমৃদ্ধি দান করতে করতে আমাদের জন্য বীর যোদ্ধাসমৃদ্ধ খ্যাতি এই স্থানে সৃজন কর, যার মাধ্যমে আমরা অন্যদের অপেক্ষা অত্যুজ্জ্বলতা অথবা খ্যাতি লাভ করব। হে ঋভুগণ, সেই সমুজ্জ্বল শক্তি অথবা ধন আমাদের প্রদান কর ॥৯॥

## (সূক্ত-৩৭)

**ঋভুগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৫-৮ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**উপ নো বাজা অধ্বরমৃভুক্ষা দেবা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।**
**যথা যজ্ঞং মনুষো বিক্ষ্বাসু দধিধ্বে রণ্বাঃ সুদিনেষ্বহ্নাম্[১] ॥১॥**

আমাদের যজ্ঞ-অভিমুখে আগমন কর হে বাজগণ, হে ঋভুক্ষণ, হে দেবগণ! সেই পথ দ্বারা যে পথে দেবতারা ভ্রমণ করেন; যেমন করে তোমরা আনন্দময় দেবতারা, সুসময়ের মধ্যে কোন একদিনে এই সকল মানুষের গোষ্ঠীতে যজ্ঞকে স্থাপিত করেছিলে ॥১॥

১. সুদিনেষু অহ্নাম—বর্ষার পর রমণীয় প্রকৃতির মধ্যে।

**তে বো হৃদে মনসে সন্তু যজ্ঞা জুষ্টাসো অদ্য ঘৃতনির্ণিজো গুঃ।**
**প্র বঃ সুতাসো হরয়ন্ত পূর্ণাঃ ক্রত্বে দক্ষায় হর্ষয়ন্ত পীতাঃ ॥২॥**

এই যজ্ঞ সকল যেন তোমাদের হৃদয়কে, অন্তরকে প্রসাদিত করে; ইদানীং ঘৃতের (মিশ্রণ দ্রব্যের) আবরণে ভূষিত তারা যেন গমন করে (তোমাদের প্রতি)। এই পরিপূর্ণ (সুপ্রচুর) অভিষুত (সোম) যেন তোমাদের আনন্দিত করে এবং পান করা হলে সেই (রস) তোমাদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প ও নিপুণতা সঞ্চার করবে ।।২।।

**ত্র্যুদায়ং দেবহিতং যথা বঃ স্তোমো বাজা ঋভুক্ষণো দদে বঃ।**
**জুহে মনুষ্বদুপরাসু বিক্ষু যুষ্মে সচা বৃহদ্দিবেষু সোমম্ ॥৩॥**

যেভাবে তোমাদের জন্য তিনবার আরোহণ (সবন) দেবতা কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হয়েছে, এবং প্রশস্তি (স্তোমগানে) নির্ধারিত হয়েছে, হে বাজগণ ও ঋভুক্ষণ, আমি মনুর অনুরূপভাবে, তরুণতর জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঊর্ধ্বাকাশে স্থিত তোমাদের প্রতি সোম নিবেদন করছি ।।৩।।

**পীবোঅশ্বাঃ শুচদ্রথা হি ভূতাহয়ঃশিপ্রা বাজিনঃ সুনিষ্কাঃ।**
**ইন্দ্রস্য সূনো শবসো নপাতো হনু বশ্চেত্যগ্রিয়ং মদায় ॥৪॥**

হে বলবান ঋভুগণ, তোমাদের অশ্বগুলি পরিপুষ্ট এবং রথ জ্যোতির্ময়, তোমাদের হনূদেশ অথবা শিরস্ত্রাণ লৌহ নির্মিত এবং কণ্ঠাভরণ শোভন। হে ইন্দ্রের পুত্র এবং শক্তির সন্তানগণ! তোমাদের হর্ষ উৎপাদনের জন্য (সোমের) অগ্রভাগ তোমাদের প্রতি নিবেদন করা হয়েছে ।।৪।।

**ঋভুমৃভুক্ষণো রয়িং বাজে বাজিন্তমং যুজম্।**
**ইন্দ্রস্বন্তং হবামহে সদাসাতমমশ্বিনম্ ॥৫॥**

হে ঋভুক্ষণ, সহজ প্রাপ্য ধনের জন্য তাঁকে, যিনি যুদ্ধে বলিষ্ঠতম সহযোগী, ইন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যমান, সর্বদা বদান্য দাতা এবং অশ্ব সমৃদ্ধ আহ্বান করি ।।৫।।

**সেদৃভবো যমবথ যূয়মিন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্।**
**স ধীভিরস্ত সনিতা মেধসাতা সো অর্বতা ॥৬॥**

হে ঋভুগণ, যে মর্ত্যবাসীকে তোমরা এবং ইন্দ্র অনুগ্রহ কর অবশ্যই তিনি সুমতি যোগে মেধা লাভে এবং অশ্ব(লাভে) সফল হয়ে থাকেন ।।৬।।

**বি নো বাজা ঋভুক্ষণঃ পথশ্চিতন যষ্টবে।**
**অস্মভ্যং সূরয়ঃ স্তুতা [১]বিশ্বা আশাস্তরীষণি ॥৭॥**





হে বাজগণ এবং ঋভুক্ষণ! আমাদের প্রতি যজ্ঞের পথ নির্ণয় কর। যখন তোমরা স্তুতি প্রাপ্ত হয়েছ, হে বীরগণ, (যেন আমরা) সকল দিক্‌সমূহ অতিক্রম করতে পারি ।।৭।।

১. বিশ্বাঃ আশাঃ ইত্যাদি—যেন সর্বত্র বিজয় হয়।

**তং নো বাজা ঋভুক্ষণ ইন্দ্র নাসত্যা রয়িম্।**
**সমশ্বং চর্ষণিভ্য আ পুরু শস্ত মঘত্তয়ে ॥৮॥**

হে বাজগণ ও ঋভুক্ষণ! হে ইন্দ্র, হে অশ্বিনদ্বয়! এই ধনকে আশীর্বাদ দাও। অপরাপর জনগণের পূর্বেই সেই অশ্ব ও প্রভূত সম্পদ যেন জয় করা যায় ।।৮।।

## (সূক্ত-৩৮)

**দধিক্রা,১দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।** ঋক্ সংখ্যা-১০।

**উতো হি বাং[১] দাত্রা সন্তি পূর্বা যা পূরুভ্যস্ত্রসদস্যুর্নিতোশে।**
**ক্ষেত্রাসাং দদথুরুর্বরাসাং ঘনং দস্যুভ্যো অভিভূতিমুগ্রম্ ॥১॥**

দধিক্রা — সম্ভবতঃ কোন দিব্য অশ্ব; প্রভাত সূর্যের রূপ বিশেষ।

তোমাদের উভয়ের নিকট হতে পূর্বতন দিবসে (রাজা ত্রসদস্যু) পুরুগণকে দান করেছিলেন। তোমরা সেই বাসভূমি ও শস্যক্ষেত্র সকলের বিজেতাকে দিয়েছিলে, যিনি ঘোররূপ, দস্যুগণের হন্তা (বিরোধের) দমনকর্তা ।।১।।

১. বাম্— অনুক্রমণী ও সায়ণভাষ্য অনুসারে এখানে দ্যাবাপৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু Griffith, Jamison ইত্যাদির মতে এখানে মিত্র ও বরুণের কথা বলা হয়েছে।

**উত বাজিনং পুরুনিষ্ষিধ্বানং দধিক্রামু দদথুর্বিশ্বকৃষ্টিম্।**
**ঋজিপ্যং শ্যেনং প্রুষিতপ্সুমাশুং চর্কৃত্যমর্যো নৃপতিং ন শূরম্ ॥২॥**

এবং শক্তিমান দধিক্রা, যিনি বহুবিধ প্রাপ্তির কারণ হয়ে থাকেন, যিনি সকল মানবের স্বজন, তাঁকে তোমরা প্রেরণ করেছ। তিনি দুর্বার শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, দ্রুতগতি, বিচিত্রবর্ণ শোভিত, সকল সৎ মানুষের নিকট সম্মাননীয় এবং রাজার ন্যায় বীর্যবান ।।২।।

**যং সীমনু প্রবতেব দ্রবন্তং বিশ্বঃ পূরুর্মদতি হর্ষমাণঃ।**
**পড়্ভির্গৃধ্যন্তং মেধয়ুং ন শূরং রথতুরং বাতমিব ধ্রজন্তম্ ॥৩॥**

তিনি যাঁর প্রতি, যেন নিম্নগামী পথে দ্রুত ধাবমানকে (দেখে) প্রত্যেক পুরু সহর্ষে স্তুতি করেন। যিনি যুদ্ধাভিলাষী বীরের ন্যায়, পদযোগে উল্লম্ফন করতে চান রথকে ঘূর্ণিত করে ঝঞ্ঝার ন্যায় দ্রুত প্রবাহিত হয়ে থাকেন ।।৩।।

**যঃ স্মারুন্ধানো গধ্যা সমৎসু সনুতরশ্চরতি গোষু গচ্ছন্।**
**আবির্ঋজীকো বিদথা নিচিক্যৎ তিরো অরতিং[১] পর্যাপ আয়োঃ ॥৪॥**

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভূত (লুণ্ঠিত) সম্পদ জয় করেন, জয়শীলভাবে সর্বদা গাভীগুলির প্রতি গমন করেন, উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান, (যজ্ঞ) সভার প্রতি মনোযোগী তিনি (সূর্যের?) পরিক্রমণ পথকে উত্তীর্ণ করে জীবিত মানবগণের পরিচর্যার প্রতি (আগমন করেন) ।।৪।।

১. তিরঃ অরতিম্— সায়ণভাষ্য—অপ্রিয় ব্যক্তির (যাগহীনের) বা শত্রুর আচরণকে তিরস্কার করেন।

**উত স্মৈনং বস্ত্রমথিং ন তায়ুমনু ক্রোশন্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু।**
**নীচায়মানং জসুরিং ন শ্যেনং শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্ ॥৫॥**

এবং তাঁর প্রতি সংঘর্ষকালে মানবগণ সোচ্চারে কোলাহল করতে থাকেন যেমন করা হয় বস্ত্রঅপহারক চোরের প্রতি; যখন তিনি নিম্নমুখে গমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেনের ন্যায় খ্যাতির অভিমুখে অথবা সমৃদ্ধ পশুযূথের অভিমুখে (সবলে) অগ্রসর হয়ে থাকেন ।।৫।।

**উত স্মাসু প্রথমঃ সরিষ্যন্ নি বেবেতি শ্রেণিভী রথানাম্।**
**স্রজং কৃণ্বানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং রেরিহৎ কিরণং দদশ্বান্ ॥৬॥**

এবং এই সকল (সেনার) মধ্যে প্রথম অগ্রসর হতে অভিলাষী হয়ে তিনি রথ শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত ধাবিত হয়ে থাকেন। শোভাময় বরের ন্যায় মাল্য ধারণ করে, নিয়ত ধূলি উৎ ক্ষিপ্ত করে এবং (মুখস্থিত) বন্ধন রশ্মিকে চর্বণ করতে করতে (গমন করেন) ।।৬।।

**উত স্য বাজী সহুরির্ঋতাবা শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।**
**তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যো ঽধি ভ্রুবোঃ কিরতে রেণুমৃঞ্জন্ ॥৭॥**





এবং সেই বলিষ্ঠ অশ্ব, জয়শীল ও সত্যসন্ধ যে যুদ্ধকালে স্বয়ং নিজ দেহের দ্বারা যশো লাভে আগ্রহী যিনি ঋজু গতিতে ক্ষিপ্র ধাবমানদের অভিমুখে দ্রুত গমন করতে করতে, সরল গমন পথে যিনি ভ্রূ-রেখার উপরেও উৎক্ষিপ্ত ধূলিকে অবলিপ্ত করেন ।।৭।।

**উত স্মাস্য তন্যতোরিব দ্যোর্ঋঘায়তো অভিযুজো ভয়ন্তে।**
**যদা সহস্রমভি ষীময়োধীদ্ দুর্বর্তুঃ স্মা ভবতি ভীম ঋঞ্জন্ ॥৮॥**

এবং তাঁর অভিঘাতে, যেন আকাশের (বজ্র) গর্জনের অনুরূপভাবে, আক্রমণকারীগণ ভীত হয়। যখন সহস্র সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেই উগ্ররূপ (অশ্ব) ঋজুভাবে আঘাত করতে করতে দুর্বার হয়ে ওঠে ।।৮।।

**উত স্মাস্য পনয়ন্তি জনা জূতিং কৃষ্টিপ্রো অভিভূতিমাশোঃ।**
**উতৈনমাহুঃ সমিথে বিয়ন্তঃ পরা দধিক্রা অসরৎ সহস্রৈঃ ॥৯॥**

এবং সকল মনুষ্য সেই দ্রুতগামীর, যিনি সকল মানবকে প্রকৃষ্টদানে পূর্ণ করেন, তাঁর বিশ্বজয়ী ক্ষিপ্রতার প্রশংসা করে থাকে। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের কালে তারা তাঁর বিষয়ে আলাপ করে—যে দধিক্রা সহস্র সংখ্যকের সঙ্গে ধাবন করেছেন ।।৯।।

আ দধিক্রাঃ **শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।**
সহস্রসাঃ **শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি ॥১০॥**

দধিক্রা তাঁর ক্ষমতাবশত পঞ্চজন গোষ্ঠীর উপর (প্রভাব) বিস্তার করেছেন যেন সূর্য জলরাশিকে আলোকিত করেছেন; সহস্রকে জয় করে, শতকে জয় করে যেন সেই বলবান অশ্ব আমার এই সকল বাক্যকে মিষ্টত্বের সঙ্গে মিশ্রিত করেন ।।১০।।

## (সূক্ত-৩৯)

দধিক্রা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৬ অনুষ্টপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উত চর্কিরাম।
উচ্ছন্তীর্মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্ ॥১॥

সেই দ্রুতগামী দধিক্রা—এখন আমরা তাঁর প্রতি স্তুতি করব এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রতিও (স্তুতি) জ্ঞাপন করব। যেন প্রকাশমানা উষাগণ আমাদের অনুগ্রহ করেন এবং সকল দুর্গতি হতে উত্তীর্ণ করেন ।।১।।

**মহশ্চর্কর্ম্যর্বতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।**
**যং পূরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিম্ ॥২।।**

চেতনাকে পরিপূর্ণ করে আমি সেই মহান অশ্বকে, বহু বরেণ্য (সম্পদের) বর্ষণকারী দধিক্রাবণকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ক্ষিপ্র বিচরণকারী এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান যাঁকে হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা পুরুগণের প্রতি দান করেছিলে ।।২।।

**যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।**
**অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ ॥৩।।**

যিনিই অশ্ব দধিক্রাবনের প্রতি উষার উদ্ভাসনকালে অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হয়েছে, তখন (প্রশস্তি) করেছেন যেন অদিতি তাঁকে মিত্র ও বরুণের সঙ্গে একযোগে দোষমুক্ত করেন ।।৩।।

**দধিক্রাব্ণ ইষ উর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রম্।**
**স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইন্দ্রং বজ্রবাহুম্ ॥৪।।**

যখন আমরা দধিক্রাবণের (প্রদত্ত) অন্ন ও মহান তেজের প্রতি (শ্রদ্ধা জানাই) এবং মরুৎ-গণের কল্যাণকর নামকে স্মরণ করি, আমরা মঙ্গল লাভ করার জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি এবং বজ্রধারী ইন্দ্রকে আহ্বান করি ।।৪।।

**ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।**
**দধিক্রামু সূদনং মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বম্ ॥৫।।**

উভয়[১] পক্ষই ইন্দ্রের ন্যায় তাঁকেও আবাহন করে, যখন তারা যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ করতে থাকে, দধিক্রারূপ অশ্বকে, মর্ত্যবাসীর জন্য (কর্ম) প্রণেতাকে, হে (মিত্র ও বরুণ) তোমরা আমাদের প্রদান করেছ ।।৫।।

১. উভয়ে—যুযুধান দুই পক্ষ।





**দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।**
**সুরভি নো মুখা[১] করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥৬।।**

আমি সেই শক্তিমান, জয়শীল অশ্বের, দধিক্রাবণের স্তুতি করি। তিনি যেন আমাদের মুখকে সুগন্ধিত করেন, আমাদের জীবৎকালকে দীর্ঘায়িত করেন ।।৬।।

১. সুরভি নো মুখা—আমাদের মুখ যেন কেবলই শুভ বক্তব্য ভাষণ করে এইরূপ করবেন।

## (সূক্ত-৪০)

**দধ্রিকা, ৫ সূর্য দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। জগতী, ১ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**দধিক্রাব্ণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ সূদয়ন্তু।**
**অপামগ্নেরুষসঃ সূর্যস্য বৃহস্পতেরাঙ্গিরসস্য জিষ্ণোঃ ॥১।।**

আমরা এখন মাত্র দধিক্রাকেই স্তুতি করছি। সকল উষাগণ যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন; এবং জলরাশি, অগ্নি, উষা ও সূর্য, বৃহস্পতি পুত্র জয়শীল অঙ্গিরসকেও (স্তুতি করি) ।।১।।

**সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষসস্তুরণ্যসৎ।**
**সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতঙ্গরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥২।।**

তেজস্বী সেই যোদ্ধা ধন লাভে গাভী লাভে উৎসুক; দূরদেশের প্রতি অতি দ্রুত ধাবন করতে করতে যেন যশের অভিলাষী তিনি উষার অন্নসকলকে যেন ত্বরান্বিত করেন। কেন সেই সত্যসন্ধ এবং ক্ষিপ্রবেগে পক্ষীর ন্যায় প্রদ্রুত দধিক্রাবণ অন্ন, শক্তি ও আলোক সৃষ্টি করেন ।।২।।

টীকা—ইষ উষসঃ—ইত্যাদি।— অভিলষিত উষাকালে আহুতি দ্রব্য গ্রহণ করেন।

**উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ।**
**শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অঙ্কসং পরি দধিক্রাব্ণঃ সহোর্জা তরিত্রতঃ ॥৩।।**

যখন তিনি দ্রুত গমন করেন তাঁর যাত্রাপথে (বায়ু) যেন তাঁর পক্ষ সকলকে তাড়না করে যেমন ভাবে লক্ষ্যাভিমুখে ক্ষিপ্রগমনশীল পক্ষীর পক্ষকে (করা হয়) যখন তিনি, সেই দবিক্রবণ, যেমনভাবে শ্যেনপক্ষী বায়ুপথে পরিক্রমণ করে সেইভাবে দ্রুত ধাবিত হয়ে থাকেন ।।৩।।

**উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি।**
**ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্বৎ পথামঙ্কাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥৪॥**

এবং এই বলিষ্ঠ (অশ্ব) কণ্ঠে, স্বন্ধ দেশে ও মুখে আবদ্ধ অবস্থায় তার গতিকে দ্রুততর করে তোলেন, দধিক্রা নিজ অভিপ্রায় অনুসারে শক্তিকে ক্রমবর্ধমান করে, বক্র পথরেখা অনুসরণে অতিক্রত ধাবন করেন ।।৪।।

**হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।**
**নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ ॥৫॥**

সমুজ্জ্বল (জলের) উপর আসীন হংস, উত্তম (দেবতা) অন্তরিক্ষে আসীন, বেদীমণ্ডলে আসীন হোতা, গৃহে অধিষ্ঠিত অতিথি, মানবগণের মধ্যে আসীন হয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত, সত্যে অধিষ্ঠিত, পরম স্বর্গে অধিষ্ঠিত, জলজাত, আলোকজাত, সত্যজাত, পর্বতজাত তিনিই পরম সত্য ।।৫।।

## (সূক্ত-৪১)

**ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**ইন্দ্রা কো বাং বরুণা সুম্নমাপ স্তোমো হবিষ্মাঁ অমৃতো ন হোতা।**
**যো বাং হৃদি ক্রতুমাঁ অস্মদুক্তঃ পস্পর্শদিন্দ্রাবরুণা নমস্বান্ ॥১॥**

হে ইন্দ্র, হে বরুণ! কোন্ প্রশস্তি (স্তোম)তোমাদের নিকট প্রীতিকর হয়ে থাকে? অমরত্বপ্রাপ্ত হোতার ন্যায় যা আমাদের কথিত হব্য আনয়ন করে? প্রজ্ঞা সমন্বিত, এবং শ্রদ্ধা ভরে কৃত স্তুতি তোমাদের হৃদয়কে কি স্পর্শ করেছে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! ।।১।।





**ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রয়স্বান্।**
**স হন্তি বৃত্রা সমিথেষু শত্রূনবোভির্বা মহদ্ভিঃ স প্র শৃণ্বে ॥২॥**

ইন্দ্র ও বরুণ— যে মর্ত্যবাসী এই উভয় দেবতাকে মৈত্রীর কারণে নিজের সঙ্গীস্বরূপ করেছেন (তাঁদের প্রতি) হবিঃ প্রদান করেছেন, তিনি বৃত্র এবং তাঁর (অপর) শত্রুগণকে সংঘর্ষে বিনাশ করেন; তোমাদের প্রকৃষ্ট রক্ষণ সকলের মাধ্যমে তিনি সুখ্যাত হয়ে থাকেন ।।২।।

**ইন্দ্রা হ রত্নং বরুণা ধেষ্ঠেত্থা নৃভ্যঃ শশমানেভ্যস্তা।**
**যদী সখায়া সখ্যায় সোমৈঃ সুতেভিঃ সুপ্রয়সা মাদয়ৈতে ॥৩॥**

এইভাবে পরিচর্যাকারী সেই মানবগণের প্রতি সম্পদ প্রদানের জন্য সেই ইন্দ্র এবং বরুণ বদান্যদাতা, যখন মৈত্রীর কারণে মিত্ররূপে তাঁরা অভিষুত সোমরস এবং প্রীতিকর হবিঃর সাহায্যে নিজেদের উৎফুল্ল করেছেন ।।৩।।

**ইন্দ্রা যুবং বরুণা দিদ্যুমস্মিন্নোজিষ্ঠমুগ্রা নি বধিষ্টং বজ্রম্।**
**যো নো দুরেবো বৃকতির্দভীতিস্তস্মিন্ মিমাথামভিভূত্যোজঃ ॥৪॥**

হে ঘোররূপ ইন্দ্র এবং বরুণ! তোমরা উভয়ে সর্বোত্তম শক্তি সম্পন্ন, দীপ্তিমান বজ্রকে নিক্ষেপ কর এই (শত্রুর) প্রতি যে আমাদের প্রতি দুরাচার করে, যে লুণ্ঠনকারী এবং প্রতারক; তার বিরুদ্ধে তোমার জয়শীল তেজের পরিমাপ প্রকাশিত কর ।।৪।।

**ইন্দ্রা যুবং বরুণা ভূতমস্যা ধিয়ঃ প্রেতারা বৃষভেব ধেনোঃ।**
**সা নো দুহীয়দ্ যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥৫॥**

হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা এই স্তুতির প্রতি যেন অনুগ্রহ কর, যেমন কোন গাভীর প্রতি বৃষভ (হয়ে থাকে)। যেন সেই (স্তুতি) আমাদের প্রতি দুগ্ধ দান করে, যেমন, চারণভূমিতে গমন করে কোন মহতী গাভী তার দুগ্ধধারাকে সহস্র ভাবে প্রবাহিত করে ।।৫।।

টীকা—পয়সা দুহীয়ৎ —আমাদের জন্য প্রচুর সম্পদ আনয়ন করে।

**তোকে হিতে তনয় উর্বরাসু সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।**
**ইন্দ্রা নো অত্র বরুণা স্যাতামবোভির্দস্মা পরিতক্ম্যায়াম্ ॥৬॥**

যোগ্য পুত্র ও প্রপৌত্রের জন্য, উর্বর ক্ষেত্র সকলের জন্য, (চিরদিন) সূর্য দর্শনের জন্য, বৃষসুলভ বীর্যের জন্য, এই স্থানে যেন ইন্দ্র ও বরুণ সানুগ্রহে আমাদের জন্য অত্যাশ্চর্যকর সহায়তার সঙ্গে সংগ্রামকালে বিদ্যমান থাকেন ।।৬।।

১. সুবঃ দৃশীকে— দীর্ঘ জীবনে সূর্যের দর্শন লাভের জন্য।

**যুবামিদ্ধ্যবসে পূর্ব্যায় পরি প্রভূতী গবিষঃ স্বাপী।**
**বৃণীমহে সখ্যায় প্রিয়ায় শূরা মংহিষ্ঠা পিতরেব শংভূ ।।৭।।**

কারণ, কেবলমাত্র তোমাদেরই, ব্যাপক প্রভাবের হেতুতে (উৎপন্ন) পূর্বকালীন অনুগ্রহের কারণে, হে ধনাভিলাষী মানবগণের শোভন মিত্রদ্বয়, আমরা প্রিয় বন্ধুত্বের কারণে তোমাদের দুই বীরকে বরণ করি যাঁরা পিতৃগণের ন্যায় মহৎ ও কল্যাণকারী ।।৭।।

**তা বাং ধিয়োঽবসে বাজয়ন্তীরাজিং ন জগ্মুর্যুবয়ূঃ সুদানূ।**
**শ্রিয়ে ন[১] গাব উপ সোমমস্থুরিন্দ্রং গিরো বরুণং মে মনীষাঃ ।।৮।।**

যেরূপ ধনের অভিলাষীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে থাকেন, এই সুমতি সকল অথবা স্তুতি সকল তোমাদের কামনা করে, সহায়তার প্রার্থনায় তোমাদের প্রতি গমন করেছে, হে বদান্য দাতাগণ! যেরূপে গাভীগুলি (=দুগ্ধ) সংমিশ্রণের জন্য সোমের সমীপে উপনীত হয়, আমার মেধা ও (কৃত) প্রশস্তিসকল ইন্দ্র ও বরুণের প্রতি যশের উদ্দেশে গমন করেছে ।।৮।।

১. শ্রিয়ে ন —তোমাদের যশোমণ্ডিত করার জন্য।

**ইমা ইন্দ্রং বরুণং মে মনীষা অগ্মন্নুপ দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।**
**উপেমস্থুর্জোষ্টার ইব বস্বো রঘ্বীরিব শ্রবসো ভিক্ষমাণাঃ[১] ।।৯**

আমার এই অনুপ্রেরিত চিন্তা সকল, সম্পদের আকাঙ্খাসহ ইন্দ্র ও বরুণের অভিমুখে গমন করেছে। তারা সম্পদ উপভোক্তার অনুরূপ তোমাদের প্রতি আগমন করেছে যেন দ্রুতগামিনী অশ্বীর দল, যারা যশের জন্য যাচনারতা ।।৯।।

১. শ্রবসঃ ভিক্ষমাণা— রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়ের আকাঙ্খা করতে করতে।





**অশ্ব্যস্য ত্মনা রথ্যস্য পুষ্টের্নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।**
**তা চক্রাণা উতিভির্নব্যসীভিরস্মত্রা রায়ো নিযুতঃ সচন্তাম্ ।।১০।।**

যেন আমরা স্বয়ং (অনায়াসে) রথ ও অশ্বাদি বিষয়ক সমৃদ্ধির অধীশ্বর হতে পারি, অক্ষয় সম্পদের (অধীশ্বর হতে পারি), অতএব যেন সেই যুগল (দেবতা) তাঁদের নূতনতম রক্ষণের সাহায্যে আমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক সম্পদ সংযোজিত করেন ।।১০।।

**আ নো বৃহন্তা বৃহতীভিরূতী ইন্দ্র যাতং বরুণ বাজসাতৌ।**
**যদ্ দিদ্যবঃ পৃতনাসু প্রক্রীলান্ তস্য বাং স্যাম সনিতার আজেঃ ।।১১।।**

হে মহান ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বলবান অনুগ্রহ সহ এই সংগ্রামস্থলে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। যখন যুদ্ধকালে দীপ্যমান অস্ত্রসকল বিচরণ করে, যেন তখন আমরা তোমার মাধ্যমে যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারি ।।১১।।

## (সূক্ত-৪২)

**প্রথম ছয়টি ঋকের পুরুকুৎস তনয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু, অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ত্রসদস্যু ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।**

**মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।**
**ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ।।১।।**

[বরুণ] পূর্বকালের অনুরূপ এখনো আজীবন রাজকীয় শাসনের আধিপত্য আমার অধীন, যেমনভাবে সকল অমরগণ আমার (অধীনস্থ); দেবতারা বরুণের আজ্ঞাকে অনুসরণ করেন; সর্বোচ্চ আবরকের (স্বর্গের) সীমারেখার আমিই প্রভু ।।১।।

টীকা—প্রথম চারটি মন্ত্রের বক্তা বরুণ।

**অহং রাজা বরুণো মহ্যং তান্যসুর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।**
**ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ।।২।।**

আমি রাজা বরুণ; আমারই প্রতি এই সকল মুখ্য প্রভুত্বব্যঞ্জক অথবা ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিহিত হয়েছে। দেবতারা বরুণের আজ্ঞাকে অনুসরণ করেন। সর্বোচ্চ আবরকের (স্বর্গের) সীমারেখার আমিই প্রভু ॥২॥

**অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।**
**ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ৎসমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥৩॥**

আমি বরুণ, (আমিই) ইন্দ্র। আমার মহনীয়তা দ্বারা এই বিস্তৃত এবং গভীর, সুষ্ঠু নির্মিত লোকদ্বয়, দ্যৌ ও পৃথিবীকে, (দেব) ত্বষ্টার ন্যায়, সকল প্রাণীকে জ্ঞাত হয়ে আমি সংযোজিত করেছি এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি ॥৩॥

**অহমপো অপিন্বমুক্ষমাণা ধারয়ং দিবং সদন ঋতস্য।**
**ঋতেন পুত্রো অদিতের্ঋতাবোত ত্রিধাতু প্রথয়দ্ বি ভূম ॥৪॥**

আমি সেচনশীল জলরাশিকে উচ্ছসিত করেছি, সত্যের আসনে দ্যৌকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে; ঋতের মাধ্যমে অদিতির[১] পুত্র ন্যায়ের বিধায়ক, ত্রিস্তর জগৎকে বিস্তীর্ণরূপে প্রসারিত করেছেন ॥৪॥

১. অদিতির পুত্র—বরুণ।

**মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তো মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে।**
**কৃণোম্যাজিং মঘবাহমিন্দ্র ইয়র্মি রেণুমভিভূত্যোজাঃ ॥৫॥**

[ইন্দ্র]— উত্তম অশ্ব সমন্বিত বীরগণ, যুদ্ধের অভিলাষী হয়ে সংগ্রামকালে বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে আহ্বান করে; আমি মঘবন্ (ধনশালী) ইন্দ্র, আমি সংঘর্ষকে প্ররোচিত করে থাকি, সর্বজয়ী ক্ষমতার অধিকারী আমি ধূলি উত্থিত করে থাকি ॥৫॥

**অহং তা বিশ্বা চকরং নকির্মা দৈব্যং সহো বরতে অপ্রতীতম্।**
**যন্মা সোমাসো মমদন্যদুক্থোভে ভয়েতে রজসী অপারে ॥৬॥**

[ইন্দ্র]— আমি এই সকল কর্ম সম্পাদন করেছি; অপ্রতিরোধ্য আমাকে কোন দিব্য শক্তিই প্রতিহত করতে পারে না। যখন সোমরসসকল, যখন এই স্তোত্রসকল আমার উন্মাদনা সঞ্চার করেছে, সীমাহীন লোকদ্বয় তখন ভয়গ্রস্ত হয়ে থাকে ॥৬॥





**বিদুষ্টে বিশ্বা ভুবনানি তস্য তা প্র ব্রবীষি বরুণায় বেধঃ।**
**ত্বং বৃত্রাণি শৃণ্বিষে জঘন্বান্ ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্ ॥৭॥**

[ঋষি]— তোমার বিষয়ে সকল জীবজগৎ এইরূপ জ্ঞাত আছে, এবং হে (যজ্ঞবিধির) বিধায়ক! তুমি বরুণের প্রতি এই সকল (তথ্য) প্রকৃষ্টভাবে কথন কর। তুমি বৃত্র (বাধা) সকল বিনাশ করেছিলে এইভাবে শ্রুত হয়ে থাক; তুমি, ইন্দ্র, অবরুদ্ধ নদীগুলিকে প্রবাহিত করেছিলে ॥৭॥

**অস্মাকমত্র পিতরস্ত আসন্ ৎসপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।**
**ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রং ন বৃত্রতুরমর্ধদেবম্ ॥৮॥**

আমাদের পিতৃপুরুষগণ, সপ্তঋষি এই স্থানে বর্তমান ছিলেন যখন দুর্গহ-পুত্র বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাঁর (পুরুকুৎসের পত্নীর) জন্য তাঁরা যজ্ঞের সাহায্যে ত্রসদস্যুকে, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু অথবা বাধাজয়ী, সেই অর্ধ দেবতাকে জয় করে থাকেন ॥৮॥

টীকা—সায়ণভাষ্য—দুর্গহের পুত্র পুরুকুৎস বন্দী ছিলেন। তাই তাঁর পত্নী দেবগণকে সাধনার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন এবং ইন্দ্র ও বরুণের কৃপায় এসদস্যু নামে সন্তান লাভ করেন।

**পুরুকুৎসানী হি বামদাশদ্ধব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।**
**অথা রাজানং ত্রসদস্যুমস্যা বৃত্রহণং দদথুরর্ধদেবম্ ॥৯॥**

পুরুকুৎসের পত্নী তোমাদের প্রতি সশ্রদ্ধভাবে হবিঃ আহুতি দিয়েছিলেন, হে ইন্দ্র ও বরুণ! অতএব তাঁর প্রতি তোমরা রাজা এসদস্যুকে দান করেছিলে, যিনি বাধা বিনাশক এবং যিনি অর্ধ দেবতা স্বরূপ ॥৯॥

**রায়া বয়ং সসবাংসো মদেম হব্যেন দেবা যবসেন গাবঃ।**
**তাং ধেনুমিন্দ্রাবরুণা যুবং নো বিশ্বাহা ধত্তমনপস্ফুরন্তীম্ ॥১০॥**

যেন আমরা জয়লাভ করে সম্পদ প্রাপ্তির দ্বারা আনন্দিত হয়ে থাকি, হব্যের দ্বারা দেবগণ এবং (সুষ্ঠু) চারণের দ্বারা পশুগুলি (আনন্দিত হয়ে থাকে)। আমাদের সকল দিন (যাবজ্জীবন), হে ইন্দ্র ও বরুণ সেই সকল গাভী[১] দান কর যেগুলি (দুগ্ধ প্রদানে) অবিরত থাকে ॥১০॥

১. গাভী—সম্পদ?

## (সূক্ত-৪৩)

**অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের অপত্য পুরুমীলহ ও অজমীলহ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**ক উ শ্রবৎ কতমো যজ্ঞিয়ানাং বন্দারু দেবঃ কতমো জুষাতে।**
**কস্যেমাং দেবীমমৃতেষু প্রেষ্ঠাং হৃদি শ্রেষাম সুষ্টুতিং সুহব্যাম্ ॥১॥**

কে শ্রবণ করবেন অবশ্যই? যজনীয়দের মধ্যে কোনজন? আমাদের এই বন্দনাগানে কোন দেব আনন্দ উপভোগ করবেন? অমরগণের মধ্যে কার হৃদয়ে আমরা এই শ্রেষ্ঠ প্রীতিকর, দিব্য উত্তম স্তুতিকে উত্তম হবিঃর সঙ্গে যুক্তরূপে সংস্থাপিত করব? ।।১।।

**কো মৃলাতি কতম আগমিষ্ঠো দেবানামু কতমঃ শংভবিষ্ঠঃ।**
**রথং কমাহুর্দ্রবদশ্বমাশুং যং সূর্যস্য দুহিতাবৃণীত ॥২॥**

কোন (দেবতা) অনুকূল হবেন? দেবগণের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আগমন (করবেন)? কে সর্বাধিক কল্যাণ বহন করে আনবেন? কোন ধাবমান অশ্বযুক্ত রথকে তাঁরা দ্রুতগতি বলে থাকেন, যে (রথকে) সূর্যের কন্যা[১] নির্বাচন করেছিলেন ।।২।।

১. সূর্যের কন্যা —অশ্বিনদ্বয়ের পত্নী।

**মক্ষু হি ষ্মা গচ্ছথ ঈবতো দ্যূনিন্দ্রো ন শক্তিং পরিতক্ম্যায়াম্।**
**দিব আজাতা দিব্যা সুপর্ণা কয়া শচীনাং ভবথঃ শচিষ্ঠা ॥৩॥**

অবশ্যই বহু অনুরূপ দিবসে তোমরা উভয়ে শীঘ্রই এই স্থানের প্রতি আগমন করে থাক, যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধের সংকটকালে শক্তি প্রদান করেন। তোমরা উভয়ে, যেন স্বর্গ হতে আগত স্বর্গীয় শোভনপক্ষ বিশিষ্ট পক্ষীদ্বয়ের ন্যায়; ক্ষমতাগুলির মধ্যে কোনটির দ্বারা তোমরা দক্ষতম? ।।৩।।

**কা বাং ভূদুপমাতিঃ কয়া ন আশ্বিনা গমথো হূয়মানা।**
**কো বাং মহশ্চিৎ ত্যজসো অভীক উরুষ্যতং মাধ্বী দস্রা ন উতী ॥৪॥**

তোমাদের প্রতি আমরা কোন স্তুতি আনয়ন করব অশ্বিনদ্বয়, কিসের দ্বারা আহূত হয়ে তোমরা আমাদের নিকট আগমন কর? কে তোমাদের মধ্যে প্রবল শত্রুতার সম্মুখেও বিস্তীর্ণ স্থানে সৃষ্টি কর। সহায়তা কর, হে অদ্ভুতকর্মাযুগল, মধুপ্রিয়, তোমরা আমাদের রক্ষা কর ।।৪।।





**উরু বাং রথঃ পরি নক্ষতি দ্যামা যৎ সমুদ্রাদভি বর্ততে বাম্।**
**মধ্বা মাধ্বী মধু বাং প্রুষায়ন্ যৎ সীং বাং পৃক্ষো ভুরজন্ত পক্কাঃ ॥৫॥**

তোমাদের রথ স্বর্গের চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে বিচরণ করে। যখন সমুদ্র হতে এই (রথ) তোমাদের প্রতি আগমন করে, হে মধুময় (দেবতা) যুগ্ম, তোমাদের অভিমুখে মধুর উপর মধু (বিন্দু) সিঞ্চন করতে করতে, যখন তোমাদের উভয়ের জন্য প্রস্তুত হবিঃ রূপে রন্ধিত হয়েছে ।।৫।।

**সিন্ধুর্হ বাং রসয়া সিঞ্চদশ্বান্ ঘৃণা বয়োঽরুষাসঃ পরি গ্মন্।**
**তদূ ষু বামজিরং চেতি যানং যেন পতী[১] ভবথঃ সূর্যায়াঃ ॥৬॥**

যেন সিন্ধুনদ তোমাদের অশ্বগুলিকে তার জল (রস) দ্বারা সিক্ত করে; তোমাদের রক্তবর্ণ পক্ষী সকল[২] অগ্নিবৎ দীপ্তির সঙ্গে এই স্থানের প্রতি আগমন করে; তোমাদের দ্রুতগামী বাহন এইমাত্র উপস্থিত হয়েছে। যার দ্বারা তোমরা উভয়ে সূর্যার স্বামীদ্বয় হতে পার ।।৬।।

১. পতী—স্বামী অথবা প্রভু।
২. পক্ষী সকল —দ্রুতগামী অশ্বসকল।

**ইহেহ যদ্ বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতির্বাজরত্না।**
**উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ॥৭॥**

যখন আমি তোমাদের উভয়কে এই স্থানে সমানচিত্তে স্তুতি করেছি। তখন এই তোমার শোভন অনুগ্রহ আমাদের প্রতি (যেন আগমন করে), হে তেজঃ সম্পদের অধীশ্বরদ্বয়! উভয়ে স্তোতার প্রতি প্রসারিত হও (অনুগ্রহের সঙ্গে); হে নাসত্যদ্বয়, তোমাদের প্রতি আমাদের কামনা স্থির লক্ষ্যে প্রেরিত হয় ।।৭।।

## (সূক্ত-৪৪)

**অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের অপত্য পুরুমীলহ ও অজমীলহ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সংগতিং গোঃ।**
**যঃ সূর্যাং বহতি বন্ধুরায়ুর্গির্বাহসং পুরুতমং বসূয়ুম্ ॥১॥**

অদ্য আমরা তোমাদের বিস্তীর্ণভাবে বিচরণকারী রথকে এই স্থানে আহ্বান করছি, সূর্যরশ্মির সঙ্গে সম্মেলন স্থানে; যে রথ সূর্যকন্যাকে বহন করে, যা আসনযুক্ত, স্তুতিগুলিতে যাকে প্রশংসা করা হয়, যে রথ অনেকের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং ধনপূর্ণ ।।১।।

**যুবং শ্রিয়মশ্বিনা দেবতা তাং দিবো নপাতা বনথঃ শচীভিঃ।**
**যুবোর্বপুরভি পৃক্ষঃ সচন্তে বহন্তি যৎ ককুহাসো[১] রথে বাম্ ।।২।।**

তোমরা উভয়ে, হে অশ্বিনদ্বয়, স্বর্গের পুত্র! তোমাদের (নিজ) সামর্থ্য দ্বারা দেবগণের মধ্যে এই ঐশ্বর্য জয় করেছ। তোমাদের জ্যোতির্ময় রূপকে সকল পোষণ অনুগমন করে, যখন বিপুলদেহ অশ্বগুলি তোমাদের রথকে বহন করে ।।২।।

১. ককুহাসঃ— সায়ণভাষ্য— মহান অথবা বিপুল Jamison— কুঁজ যুক্ত।

**কো বামদ্যা করতে রাতহব্য উতয়ে বা সুতপেয়ায় বার্কৈঃ।**
**ঋতস্য বা বনুষে পূর্ব্যায় নমো যেমানো অশ্বিনা ববর্তৎ ।।৩।।**

অদ্য কে তোমাদের প্রতি হবিঃ নিবেদন পূর্বক এই স্থানে তোমাদের স্তুতির মাধ্যমে (আবাহন) করেন সহায়তার প্রার্থনায় অথবা অভিষুত (সোম) পানের জন্য; কে, যজ্ঞের প্রতি সনাতনভাবে শ্রদ্ধাবান, (তোমাদের) প্রণতি দ্বারা এই স্থানের প্রতি আবর্তিত করেন হে অশ্বিনদ্বয়! ।।৩।।

**হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপ যাতম্।**
**পিবাথ ইন্মধুনঃ সোম্যস্য দধথো রত্নং বিধতে জনায় ।।৪।।**

সুবর্ণমণ্ডিত রথে বাহিত হয়ে তোমরা সর্বত্র বিদ্যমান থাক। এই যজ্ঞস্থানের অভিমুখে উপস্থিত হও, হে নাসত্যদ্বয়। কেবলমাত্র তোমরাই সোমজাত মধুরস পান কর, তোমাদের পরিচর্যাকারী জনকে সম্পদ প্রদান কর ।।৪।।

**আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।**
**মা বামন্যে নি যমন্ দেবয়ন্তঃ সং যদ্ দদে নাভিঃ পূর্ব্যা বাম্ ।।৫।।**

এইস্থানে আমাদের অভিমুখে, স্বর্গ হতে এবং পৃথিবী হতে তোমাদের স্বর্ণমণ্ডিত, সুষ্ঠু বিচরণকারী রথের দ্বারা আগমন কর। অন্যান্য দেবানুরাগী ব্যক্তিগণ যেন তোমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে, কারণ, আমাদের সঙ্গে মৈত্রীর পূর্বতন বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ ।।৫।।





**নূ নো রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং দস্রা মিমাথামুভয়েষ্বস্মে[১]।**
**নরো যদ্ বামশ্বিনা স্তোমমাবন্ ৎসধস্তুতিমাজমীলহাসো অগ্মন্ ।।৬।।**

শীঘ্র আমাদের উভয়ের জন্য বহুবীর-সমৃদ্ধ প্রভূত সম্পদ নির্দেশিত কর, হে অদ্ভুত কর্মাদ্বয়! যখন তোমাদের প্রতি হে অশ্বিনদ্বয়, বরিষ্ঠ মানবগণ স্তুতি (প্রেরণ করেছেন, এবং অজামীলহগণ একত্রে স্তুতির (জন্য) আগমন করেছেন ।।৬।।

১. উভয়েষ্বস্মে— ঋত্বিকগণ ও যজমানগণ।

**ইহেহ যদ্ বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতির্বাজরত্না।**
**উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ।।৭।।**

যখন আমি তোমাদের উভয়কে এই স্থানে সমানচিত্তে স্তুতি করেছি। তখন এই তোমার শোভন অনুগ্রহ আমাদের প্রতি (যেন আগমন করে), হে তেজঃ সম্পদের অধীশ্বরদ্বয়! উভয়ে স্তোতার প্রতি প্রসারিত হও (অনুগ্রহের সঙ্গে); হে নাসত্যদ্বয়, তোমাদের প্রতি আমাদের কামনা স্থির লক্ষ্যে প্রেরিত হয় ।।৭।।

## (সূক্ত-৪৫)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। জগতী, ৭ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

**এষ স্য ভানুরুদিয়র্তি যুজ্যতে রথঃ পরিজ্মা দিবো অস্য সানবি।**
**পৃক্ষাসো[১] অস্মিন্ মিথুনা অধি ত্রয়ো দৃতিস্তুরীয়ো মধুনো বি রপ্শতে ।।১।।**

এই সেই জ্যোতি ঊর্ধ্বে গমন করছেন; সর্বত্র বিচরণকারী রথ এই দ্যুলোকের শিখরে সংযোজিত হয়েছে; এই (রথের) মধ্যে অন্নের প্রকারত্রয় সম্মিলিত রূপে (বিদ্যমান) এবং মধুপূর্ণ চর্মথলিকা চতুর্থরূপে বিরাজ করছে ।।১।।

১. ত্রয়ঃ পৃক্ষাসঃ— অশ্বিনদ্বয় ও সূর্যার জন্য তিন প্রকার অন্ন।

**উদ্ বাং পৃক্ষাসো মধুমন্ত ঈরতে রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টিষু।**
**অপোর্ণুবন্তস্তম আ পরীবৃতং স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আ রজঃ ।।২।।**

উষার প্রকাশকালে তোমাদের পোষণ (অন্ন) সমৃদ্ধ, মধুসমৃদ্ধ রথ ও অশ্ব সকল ঊর্দ্ধে গমন করে, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকারকে নিরাকৃত করতে করতে যেন অন্তরিক্ষ লোকের সর্বত্র সূর্যের দীপ্তির ন্যায় বিস্তার লাভ করতে থাকে ।।২।।

**মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিরুত প্রিয়ং মধুনে যুঞ্জাথাং রথম্।**
**আ বর্তনিং মধুনা জিন্বথস্পথো দৃতিং বহেথে মধুমন্তমশ্বিনা ।।৩।।**

মধুপানে অভ্যস্ত ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা মধুপান কর এবং তোমাদের স্বকীয় প্রিয় রথকে মধু (আহরণের) উদ্দেশ্যে সংযোজন কর। মধু দ্বারা তোমাদের বিচরণক্ষেত্রকে, তোমাদের গমন পথকে রমণীয় কর। হে অশ্বিনদ্বয়, মধুপূর্ণ চর্মথলিকা বহন করো ।।৩।।

**হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহুব উষর্বুধঃ।**
**উদপ্রুতো মন্দিনো মন্দিনিস্পৃশো মধ্বো ন মক্ষঃ সবনানি গচ্ছথঃ ।।৪।।**

তোমার হংসগুলি মধুসমৃদ্ধ, অস্খলিত (স্থির) স্বর্ণময় পক্ষশোভিত, বহন কার্যে সক্ষম—উষাকালে জাগরিত তারা জল মধ্যে সন্তরণরত; আনন্দদায়ক(হংসগুলি) আনন্দকর (সোমবিন্দু)গুলিকে স্পর্শ করে থাকে—তোমরা মধু (ময় সোমের)— সবন সমূহ অভিমুখে মক্ষির ন্যায় (দ্রুত) আগমন কর ।।৪।।

**স্বধ্বরাসো মধুমন্তো অগ্নয় উস্রা জরন্তে প্রতি বস্তোরশ্বিনা।**
**যন্নিক্তহস্তস্তরণির্বিচক্ষণঃ সোমং সুষাব মধুমন্তমদ্রিভিঃ ।।৫।।**

যজ্ঞবিষয়ে সুষ্ঠু পরিজ্ঞাতা, মধুসমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল অগ্নি (শিখা) সকল, অশ্বিনদ্বয়ের প্রতি উষাকালে উত্থিত হয়ে থাকেন যখন জ্ঞানবান ঋত্বিক, শোধিত হস্তে সাগ্রহে অগ্রসর হয়ে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মধুপূর্ণ সোমকে পেষণ করে থাকেন ।।৫।।

**আকেনিপাসো অহভির্দবিধ্বতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আ রজঃ।**
**সূরশ্চিদশ্বান্ যুযুজান ঈয়তে বিশ্বাঁ অনু স্বধয়া চেতথস্পথঃ ।।৬।।**

সন্নিকটে আগমনশীল (রশ্মি সকল) দিবাভাগে অন্ধকার বিদূরিত করতে করতে অন্তরিক্ষ লোকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তারিত করে। এবং সূর্যও তাঁর নিজ অশ্বসকলকে সংযুক্ত করে, দ্রুত অগ্রসর হয়ে থাকেন; তোমরা উভয়ে স্বকীয় তেজের দ্বারা সকল পথকে প্রজ্ঞাপিত করে থাক ।।৬।।





**প্র বামবোচমশ্বিনা ধিয়ংধা রথঃ স্বশ্বো অজরো যো অস্তি।**
**যেন সদ্যঃ পরি রজাংসি যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ ।।৭।।**

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের প্রতি মনীষা সন্নিবেশিত করে আমি তোমাদের উভয়ের রথের কথা ঘোষণা করেছি সেই ক্ষয়হীন রথ যা শোভন অশ্ব সংবলিত; যার মাধ্যমে ক্ষণমাত্রেই তোমরা লোক সমূহ অতিক্রম করে ক্ষিপ্রগতিতে হবির্দানকারী দ্রুতকর্মা যজমানের প্রতি শীঘ্র উপস্থিত হয়ে থাক ।।৭।।

## অনুবাক-৫

## (সূক্ত-৪৬)

**ইন্দ্র ও বায়ু, ১ম ঋকের বায়ু দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**অগ্রং পিবা মধূনাং সুতং বায়ো দিবিষ্টিষু।**
**ত্বং হি পূর্বপা অসি ।।১।।**

অভিষুত মধুর (সোমের) অগ্রভাগ পান কর, হে বায়ু, এই প্রাতঃকালীন যজ্ঞানুষ্ঠানে; কারণ, তুমিই প্রথম পানের অধিকারী ।।১।।

**শতেনা নো অভিষ্টিভির্নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ।**
**বায়ো সুতস্য তৃম্পতম্ ।।২।।**

আমাদের প্রতি শত প্রকার সহায়তা সহ, (সহায়ক) বাহিনীসহ (রথের) চালক ইন্দ্র সহ, (আগমন কর) হে বায়ু, যেন (তোমরা) উভয়ে সুত (সোম) দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ কর ।।২।।

**আ বাং সহস্রং হরয় ইন্দ্রবায়ূ অভি প্রয়ঃ।**
**বহন্তু সোমপীতয়ে ।।৩।।**

ইন্দ্র এবং বায়ু, যেন সহস্র সংখ্যক পিঙ্গল অশ্বসকল তোমাদের উভয়কে এই স্থানে, প্রীতিকর অন্নের অভিমুখে, বহন করে আনে সোম পানের জন্য ।।৩।।

**রথং হিরণ্যবন্ধুরমিন্দ্রবায়ূ স্বধ্বরম্।**
**আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্ ॥৪॥**

হে ইন্দ্র ও বায়ু! সুবর্ণ আসন সম্বলিত, যজ্ঞের সুষ্ঠু সহায়ক, আকাশস্পর্শী এই রথে আরোহণ কর ।।৪।।

**রথেন পৃথুপাজসা দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্।**
**ইন্দ্রবায়ূ ইহা গতম্ ॥৫॥**

বিপুল তেজ সমন্বিত (বৃহদাকৃতি) রথের মাধ্যমে (হবিঃ) দানকরী যজমানের প্রতি আগমন কর। হে ইন্দ্র ও বায়ু, এই স্থানে আগমন কর ।।৫।।

**ইন্দ্রবায়ূ অয়ং সুতস্তং দেবেভিঃ সজোষসা।**
**পিবতং দাশুষো গৃহে ॥৬॥**

হে ইন্দ্র এবং বায়ু, এই সেই অভিষুত সোমরস; দেবগণের সঙ্গে একত্রে (হব্য) দানকারী (যজমানের) গৃহে (এই রস) পান কর ।।৬।।

**ইহ প্রয়াণমস্তু বামিন্দ্রবায়ূ বিমোচনম্।**
**ইহ বাং সোমপীতয়ে ॥৭॥**

এই তোমাদের যাত্রা; হে ইন্দ্র ও বায়ু, তোমাদের (অশ্ব) বিযোজিত হোক, এই তোমাদের উভয়ের পান করার জন্য সোমরস (বিদ্যমান) ।।৭।।

## (সূক্ত-৪৭)

**ইন্দ্র ও বায়ু, ১ম ঋকের বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।**

**বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।**
**আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ॥১॥**





বায়ু, তোমার উদ্দেশে উজ্জ্বল (শোধিত) এবং মধুর প্রধান অংশ (সোম) নিবেদন করি প্রাতঃকালীন যজ্ঞকালে। সোম পানের জন্য আগমন কর, হে প্রার্থিত দেব, তোমার (সহচর) বৃন্দ সহ (আগমন কর) ।।১।।

**ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।**
**যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥২॥**

ইন্দ্র এবং বায়ু তোমরা উভয়ে এই সোমরস পানের যোগ্যতা-সম্পন্ন; কারণ, এই বিন্দুসকল তোমাদের প্রতি একত্রিতভাবে ধাবিত হয় যেন নিম্নাভিমুখী জলধারা ।।২।।

**বায়বিন্দশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।**
**নিযুত্বন্তা ন উতয় আ যাতং সোমপীতয়ে ॥৩॥**

হে বায়ু ও ইন্দ্র, প্রচণ্ড শক্তির অধিপতি যুগল! যুগপৎ একই রথে, (আরোহণ করে) সদলে তোমরা এইস্থানে আমাদের সহায়তার জন্য এবং সোমপানের উদ্দেশে আগমন কর ।।৩।।

**যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।**
**অস্মে তা যজ্ঞবাহসেন্দ্রবায়ূ নি যচ্ছতম্ ॥৪॥**

তোমাদের যে বহুজনের আকাঙ্খিত বাহিনী (হবিঃ) দানকারীগণের জন্য, হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! তাদের আমাদের অভিমুখে আবর্তিত কর, হে ইন্দ্র ও বায়ু—হে যজ্ঞের বাহকদ্বয় ! ।।৪।।

## (সূক্ত-৪৮)

**বায়ু দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।**

**বিহি হোত্রা অবীতা বিপো ন[১] রায়ো অর্যঃ।**
**বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥১॥**

অনাস্বাদিত হব্যাদি ভক্ষণ কর যেরূপে শত্রুর (লুণ্ঠিত) সম্পদ কবিগণ (?) উপভোগ করেন। হে বায়ু, অভিষুত (সোমরস) পানের জন্য জ্যোতির্ময় রথের দ্বারা আগমন কর ।।১।।

১. বিপোনঃ — সেই রাজার ন্যায় যিনি শত্রুদের কম্পিত করেন।

**নির্যুবাণো অশস্তীর্নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ।**
**বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥২॥**

অভিশাপ-নিন্দাবাদ বিদূরিত করে, স্বয়ং বাহিনীসহ, ইন্দ্রকে সারথিরূপে (সঙ্গে নিয়ে), হে বায়ু, অভিষুত (সোমরস) পানের জন্য জ্যোতির্ময় রথের দ্বারা অগমন কর ।।২।।

**অনু কৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।**
**বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥৩॥**

কৃষ্ণবর্ণের দুই রত্নকোষ [= রাত্রি ও দিবা] তাদের সর্বপ্রকারসজ্জাসহ তোমারই অপেক্ষায় ক্রমানুসারে আবর্তন করতে থাকেন। হে বায়ু, অভিষুত (সোমরস) ... আগমন কর ।।৩।।

**বহন্তু ত্বা মনোযুজো যুক্তাসো নবতির্নব।**
**বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥৪॥**

যেন মনঃরূপ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ, নবনবতি সংখ্যক সংযুক্ত অশ্ব তোমাকে বহন করে আনে; হে বাবু, অভিষুত ... আগমন কর ।।৪।।

**বায়ো শতং হরীণাং যুবস্ব পোষ্যাণাম্।**
**উত বা তে সহস্রিণো রথ আ যাতু পাজসা ॥৫॥**

বায়ু তোমার রথে, শতসংখ্যক পুষ্ট শরীর পিঙ্গল বর্ণের অশ্ব (=হরী) সংযোজিত কর, অথবা তোমার (অধীন) সহস্র সংখ্যক (অশ্ব), যেন পূর্ণবেগে তোমার রথ এইস্থানে আগমন করে ।।৫।।

## (সূক্ত-৪৯)

**ইন্দ্র ও বৃহস্পতী দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।**

**ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী।**
**উক্থং মদশ্চ শস্যতে ॥১॥**

এই তোমাদের উভয়ের মুখের (উদ্দেশে) প্রীতিকর হবিঃ (নিবেদন করি)। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! উক্থ (স্তুতি) এবং উত্তেজনাকর রসের প্রশংসা করা হয়ে থাকে ।।১।।





**অয়ং বাং পরি ষিচ্যতে সোম ইন্দ্রাবৃহস্পতী।**
**চারুর্মদায় পীতয়ে ॥২॥**

এই সোম তোমাদের উভয়ের জন্য সর্বত্র সেচন করা হচ্ছে, হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! প্রীতি জনক, উপভোগের জন্য পান করার উদ্দেশে।।২।।

**আ ন [১]ইন্দ্রাবৃহস্পতী গৃহমিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্।**
**সোমপা সোমপীতয়ে ॥৩॥**

আমাদের বাসগৃহের অভিমুখে এই দিকে আগমন কর, হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং ইন্দ্র, সোমপানকারী (তোমরা) সোমপানের জন্য (আগমন কর)।।৩।।

১. ইন্দ্রশ্চ— দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে বোধ হয় গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।

**অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী রয়িং ধত্তং শতগ্বিনম্।**
**অশ্বাবন্তং সহস্রিণম্ ॥৪॥**

আমাদের প্রতি। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি শত সংখ্যক গাভী-সবন্বিত সম্পদ প্রদান কর এবং সহস্র সংখ্যক অশ্বসমৃদ্ধ (সম্পদ) ।।৪।।

**ইন্দ্রাবৃহস্পতী বয়ং সুতে গীর্ভির্হবামহে।**
**অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥৫॥**

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আমরা স্তুতিযোগে আবাহন করি (যখন সোম) সবন করা হয়ে থাকে, এই সোম পানের কারণে ।।৫।।

**সোমমিন্দ্রাবৃহস্পতী পিবতং দাশুষো গৃহে।**
**মাদয়েথাং তদোকসা ॥৬॥**

এই সোম পান কর, হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, হবিঃ দানকারী যজমানের গৃহে; সেই বাসস্থানে (স্বচ্ছন্দভাবে) উপভোগ কর ।।৬।।

## (সূক্ত-৫০)

**বৃহস্পতি, ১০-১১ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি।**
**ত্রিষ্টুপ্, ১০ জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্ বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো[১] রবেণ।**
**তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥১॥**

যিনি সবলে পৃথিবীর প্রান্ত সকলকে ঘোরনাদ সহযোগে, বিবিধ ভাবে উর্ধোত্থিত করেছেন সেই ত্রিবিধ (আসনে) অধিষ্ঠিত বৃহস্পতি কে— সুমিষ্টভাষী, তাঁকে প্রাচীন ঋষিগণ, মেধাবী কবিগণ, ধ্যাননিরত অবস্থায় সম্মুখভাগে স্থাপনা করেন ॥১॥

১. ত্রিসধস্থ—স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও মর্ত্য।

**ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।**
**পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥২॥**

বিক্ষিপ্তগমন, সংকেত-অভিজ্ঞ (শোভন প্রজ্ঞ) হে বৃহস্পতি, যাঁরা (মরুৎ?) আমাদের সমীপে বর্তমান অবস্থায় আনন্দমগ্ন ছিলেন; তাঁদের বিচিত্রিত, শোভা সম্পন্ন, অহিংসিত ও সুবিস্তৃত উৎপত্তিস্থলকে রক্ষা কর, হে বৃহস্পতি! ॥২॥

টীকা—সায়ণভাষ্য—যোনিম্ যজ্ঞস্থল— Griffit ও leeding —মরুৎগণের উৎপত্তিস্থল—বায়ুমণ্ডল; Jamison—যাঁরা অর্থে অঙ্গিরসগণ এবং যোনি এখানে বলের গুহাকে বলা হয়েছে, বলের গুহায় আবদ্ধ গাভীগণকে বিচিত্রিত ইত্যাদি বলা হয়েছে।

**বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি ষেদুঃ।**
**তুভ্যং খাতা অবতা অদ্রিদুগ্ধা[১] মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥৩॥**

হে বৃহস্পতি, যা সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী সেই স্থান হতে যাঁরা[২] চিরন্তন সত্যর পূজারী তাঁরা এই স্থানে তোমার জন্য উপবেশন করেছেন; তোমারই জন্য নিখাত কূপসমূহ, পর্বত নিঃষ্যন্দিত হয়ে সর্বত্র মধুধারা প্রবাহিত করে থাকে ॥৩॥

১. অদ্রি দুগ্ধাঃ— প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে নিষ্পেষিত সোমরসের ধারা; ২.যাঁরা— অঙ্গিরসগণ অথবা মরুৎগণ।





**বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।**
**[১]সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমৎ তমাংসি ॥৪॥**

বৃহস্পতি, মহান জ্যোতিঃ হতে দূরতম আকাশে প্রথম আবির্ভাবের কালে সপ্তবদনের অধিকারী হয়ে সগর্জনে বলিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর সপ্তরশ্মির মাধ্যমে অন্ধকারকে বিনাশ করেছেন ॥৪॥

১. সপ্তাস্য— সপ্তরশ্মি— অগ্নি অথবা সূর্যের সঙ্গে তুলনা, Jamison সপ্তাস্য— অঙ্গিরসগণ।

**স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন[১] বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।**
**বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্ বাবশতীরুদাজৎ ॥৫॥**

সেই বৃহস্পতি, তাঁর (অনুগামী) বৃন্দের সঙ্গে উচ্চনিনাদে সুষ্ঠুভাবে স্তুত হতে হতে অবরোধকারী বলকে, বজ্রদ্বারা ঘোর রবে বিনাশ করেছিলেন। বৃহস্পতি সরবে উজ্জ্বলবর্ণা সকলকে পরিচালন করেছিলেন, যারা হব্যকে স্বাদু করে তোলে এবং যারা সোচ্চারে শব্দ করছিল (সেই সকল গাভীকে) ॥৫॥

১. গণেন—মরুৎগণ;

**এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ।**
**বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥৬॥**

এইভাবে সকল দেবতার জনক স্বরূপ, সেই অভীষ্ট ফলদায়ক (বৃহস্পতির) প্রতি আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, প্রণতি দ্বারা, হব্য দানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাই। হে বৃহস্পতি, যেন আমরা, শোভন সন্তানগণকে ও বীরগণকে লাভ করি, যেন সম্পদের অধিকারী হতে পারি ॥৬॥

**স ইদ্ রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ।**
**বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি বল্গূয়তি বন্দতে পূর্বভাজম্ ॥৭॥**

একমাত্র তিনিই সেই রাজা, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ হতে জাত সকল বিরোধকে প্রবলতার দ্বারা এবং শারীরশক্তির দ্বারা অভিভূত করেন, যিনি সুষ্ঠু লালিত বৃহস্পতিকে ধারণ করেন, (তাঁর প্রতি) আনুকূল্য করেন এবং মুখ্য অংশভাগী (তাঁকে) বন্দনা করেন ॥৭॥

**স ইৎ ক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে তস্মা ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীম্।**
**তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি ॥৮॥**

তিনি অবশ্যই নিজ গৃহে সুস্থিতভাবে অধিষ্ঠান করেন; তাঁরই জন্য সর্বকালে ভূমি অথবা পবিত্র অন্ন বৃদ্ধি লাভ করে; তাঁর উদ্দেশে জনতা স্বেচ্ছায় প্রণতি জানায়, যে রাজার উদ্দেশে ব্রহ্মা প্রথম আগমন করেন ।।৮।।

**অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি প্রতিজন্যান্যুত যা সজন্যা।**
**অবস্যবে যো বরিবঃ কৃণোতি ব্রহ্মণে[১] রাজা তমবন্তি দেবাঃ ॥৯॥**

তিনি অপ্রতিহত ভাবে তাঁর প্রতিপক্ষগণের এবং তাঁর অনুগত জনগণের সকল সম্পদ জয় করেন, যে রাজা অনুগ্রহের অভিলাষে ব্রহ্মণকে সহায়তা করেন। তাঁকে দেবগণ রক্ষা করেন ।।৯।।

১. ব্রহ্মণ— ঋতের বিধায়ক।

**ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে ঽস্মিন্ যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ।**
**আ বাং বিশন্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবো ঽস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্ ॥১০॥**

বৃহস্পতি ও ইন্দ্র, সোম পান কর, এই যজ্ঞ স্থলে উৎফুল্ল অবস্থায় ধনবর্ষণকারী তোমরা (পান কর)। যেন সেই সুপ্রচুর সোমবিন্দুসকল তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; আমাদের বহুবীর সমৃদ্ধ সম্পদ দান কর ।।১০।।

**বৃহস্পত ইন্দ্র বর্ধতং নঃ সচা সা বাং সুমতির্ভূত্বস্মে।**
**অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরংধীর্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ ॥১১॥**

বৃহস্পতি ও ইন্দ্র, আমাদের সমৃদ্ধি দান কর, তোমাদের এই শোভন অনুগ্রহ যেন আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। আমাদের মনীষাকে সহায়তা কর, চেতনাকে জাগ্রত কর; আমাদের শত্রু ও প্রতিস্পর্ধীগণের বিরোধকে ক্ষয় কর ।।১১।।





## (সূক্ত-৫১)

**উষা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**ইদমু ত্যৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ।**
**নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায় ॥১॥**

এই সেই প্রভূততম জ্যোতি, পূর্বদিকের অন্ধকার হতে তার উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যসহ (সকলের প্রজ্ঞাপক রূপে) ঊর্ধ্ব গমন করেছেন। ইদানীং স্বর্গের সেই কন্যা সকল উষাগণ দীপ্তি বিস্তার করতে করতে মানব সকলের জন্য কল্যাণ আনয়ন করে থাকেন ।।১।।

**অস্থুরু চিত্রা উষসঃ পুরস্তান্মিতা ইব স্বরবোঽধ্বরেষু।**
**ব্যূ ব্রজস্য তমসো দ্বারোচ্ছন্তীরব্রঞ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ ॥২॥**

সেই সকল উজ্জ্বল বর্ণা উষা পূর্বভাগে আরোহণ করেছেন যেন যজ্ঞস্থানে সন্নিবেশিত যূপকাষ্ঠ সকল। অন্ধকারের পরিবেষ্টনে তাঁরা দ্বার সমূহ উদ্ঘাটিত করেছেন—সেই বিস্তৃত প্রকাশমানা, দীপ্তিময়ী এবং পবিত্র (উষাগণ) ।।২।।

**উচ্ছন্তীরদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্ রাধোদেয়ায়োষসো মঘোনীঃ।**
**অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত্ববুধ্যমানাস্তমসো বিমধ্যে ॥৩॥**

অদ্য উদ্ভাসনরতা ধনবতী উষাগণ দাতা (যজমান)গণকে ধনদানের জন্য প্ররোচিত করছেন; যেন পণিগণ (যাগহীন অদাতা) আলোকহীন অন্ধকারের গহ্বরে চেতনাহীনভাবে নিদ্রিত থাকে ।।৩।।

**কুবিৎ স দেবীঃ সনয়ো নবো বা যামো বভূয়াদুষসো বো অদ্য।**
**যেনা নবগ্বে[১] অঙ্গিরে দশগ্বে[২] সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ ॥৪॥**

হে দেবী উষাগণ, অদ্য তোমাদের পরিক্রমণের জন্য পথ কি পুরাতন হবে অথবা নূতন—যার মাধ্যমে, হে ধনবতী, তোমরা নবগ্ব, দশগ্ব, সপ্তবদন সমন্বিত অঙ্গিরগণকে ধন-সমৃদ্ধ করেছ ? ।।৪।।

১. ২. নবগ্ব— দশগ্ব—নয় মাস বা দশ মাস সময়ে, যাঁরা সত্র সমাপ্ত করেছেন। সপ্ত-আস্য-সায়ণভাষ্য-সপ্ত ছন্দ যুক্ত মুখ যাঁদের সেই স্তোতৃবৃন্দ।

**যূয়ং হি দেবীর্ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ পরিপ্রয়াথ ভুবনানি সদ্যঃ।**
**প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্ ॥৫॥**

কারণ, হে দেবীগণ, তোমরা ধ্রুবসত্যের দ্বারা সংযুক্ত অশ্বসকল যোগে সকল জগৎকে তৎক্ষণাৎ পরিভ্রমণ করে থাক। নিদ্রিতকে জাগরিত করে; সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে গতি চঞ্চল করে থাক, হে উষাগণ! ॥৫॥

**ক্ব স্বিদাসাং কতমা পুরাণী যয়া বিধানা বিদধুর্ঋভূণাম্।**
**শুভং যচ্ছুভ্রা উষসশ্চরন্তি ন বি জ্ঞায়ন্তে সদৃশীরজুর্যাঃ ॥৬॥**

তিনি কোথায় বিদ্যমান এবং এই সকল (উষাগণের) মধ্যে তিনি কোনজন? যিনি পুরাতনী যাঁর সাহায্যে তাঁরা ঋভুগণের বিধিসকল নিয়মন করেছিলেন? যখন শ্রীর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী উষাগণ বিচরণ করেন তখন অক্ষয় সারূপ্যের জন্য তাঁদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না ॥৬॥

**তা ঘা তা ভদ্রা উষসঃ পুরাসুরভিষ্টিদ্যুম্না ঋতজাতসত্যাঃ।**
**যাস্বীজানঃ শশমান উক্‌থৈঃ স্তুবঞ্ছংসন্ দ্রবিণং সদ্য আপ ॥৭॥**

সেই সকল মঙ্গলময়ী উষাগণ পুরাকাল হতে বিদ্যমান আছেন, যাঁরা সহায়তার কারণে দীপ্তিময়ী এবং ন্যায়বিধান হতে সঞ্জাত সত্যের অনুরূপ; যাঁদের মাধ্যমে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ও স্তোতাগণ উক্‌থ যোগে প্রশস্তি রত হয়ে অতিশীঘ্র ধন লাভ করে থাকেন ॥৭॥

**তা আ চরন্তি সমনা পুরস্তাৎ সমানতঃ সমনা পপ্রথানাঃ।**
**ঋতস্য দেবীঃ সদসো বুধানা গবাং ন সর্গা উষসো জরন্তে ॥৮॥**

তাঁরা বিচরণ করেন সর্বত্র, সমান রূপে, পূর্বদিক হতে, একই স্থান হতে একইভাবে প্রসারিত হয়ে। দেবী উষাগণ, সত্যের পীঠস্থান হতে জাগরিত হয়ে নিকটে সমাগত হয়ে থাকেন (চারণ ভূমির প্রতি ধাবিত) গাভীযূথের ন্যায় ॥৮॥

**তা ইন্নবেব সমনা সমানীরমীতবর্ণা উষসশ্চরন্তি।**
**গূহন্তীরভ্বমসিতং রুশদ্ভিঃ শুক্রাস্তনূভিঃ শুচয়ো রুচানাঃ ॥৯॥**

এইভাবে সেই সকল উষা— একই পথে একই ভাবে—বিকার রহিত বর্ণ শোভিতা হয়ে ভ্রমণ করেন। সমুজ্জ্বল দেহ দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ বিপুল ছায়াকে আবৃত করতে করতে, দীপ্তি ও পবিত্রতা বিকীরণ করে তাঁরা উদ্ভাসিত থাকেন ॥৯॥





**রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ।**
**স্যোনাদা বঃ প্রতিবুধ্যমানাঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥১০॥**

হে স্বর্গের কন্যাগণ! হে দেবীগণ! আলোকবিকীরণরতা তোমরা আমাদের প্রতি সন্তান সমৃদ্ধ সম্পদ প্রদান কর। সুখকর বিশ্রামস্থান হতে তোমার উদ্দেশে জাগ্রত হয়ে, যেন আমরা সুষ্ঠু পৌরুষের অধিকারী হতে পারি ॥১০॥

**তদ্ বো দিবো দুহিতরো বিভাতীরুপ ব্রুব উষসো যজ্ঞকেতুঃ।**
**বয়ং স্যাম যশসো জনেষু তদ্ দ্যৌশ্চ ধত্তাং পৃথিবী চ দেবী ॥১১॥**

হে সমুদ্ভাসিতা স্বর্গের কন্যাগণ! যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞ (আমি), তোমাদের প্রতি এই উক্তি করছি, হে উষাগণ! যেন আমরা জনগণের মধ্যে যশোলাভ করতে পারি; যেন দ্যুলোক ও দেবী পৃথিবী উভয়ে এইরূপ নির্দেশ করেন ॥১১॥

## (সূক্ত-৫২)

**উষা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ।**
**দিবো অদর্শি দুহিতা ॥১॥**

সেই উত্তম নেত্রী, স্বর্গের দুহিতা তাঁর ভগ্নীর অনুবর্তিনী রূপে বিশেষ উদ্ভাসিতা হয়ে দৃশ্যমানা হয়েছেন॥১॥

**অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী।**
**সখাভূদশ্বিনোরুষাঃ ॥২॥**

বিচিত্রবর্ণা, রক্তিম অশ্বিনীর ন্যায় সমুজ্জ্বল, গাভীকুলের মাতৃস্বরূপিণী, সত্যের অনুগামিনী উষা অশ্বিনদ্বয়ের সঙ্গিনী হয়েছেন। সখাভূদশ্বিনোরুষা-অশ্বিনদ্বয় ও উষা একই সময়ে অর্চিত হয়ে থাকেন ॥২॥

**উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি।**
**উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥৩॥**

এবং তুমি অশ্বিনদ্বয়ের মিত্ররূপিণী অন্যদিকে তুমিই গাভীকুলের জননী এবং হে উষা তুমিই সম্পদের কর্ত্রী ।।৩।।

**যাবয়দ্দ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি।**
**প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি ॥৪॥**

হে শোভন বাক্যের অধিষ্ঠাত্রি! যে তুমি বিদ্বেষকে বিদূরিত করে থাক, সেই তোমার প্রতি অবধানের সঙ্গে, স্তুতির দ্বারা আমরা জাগরিত হয়েছি ।।৪।।

**প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ।**
**ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ ॥৫॥**

তার কল্যাণকর কিরণজাল সম্মুখে দৃশ্যমান হয়েছে যেন গাভীগুলির যূথসকল, উষা সেই বিপুল বিস্তারকে সম্যক পরিপূরিত করেছেন ।।৫।।

**আপপ্রুষী বিভাবরি ব্যাবর্জ্যোতিষা তমঃ।**
**উষো অনু স্বধামব ॥৬॥**

যখন তুমি তাকে পরিপূর্ণ করেছ, হে জ্যোতির্ময়ি! তখন তোমার আলোকচ্ছটায় অন্ধকারকে অনাবৃত করেছ, হে উষস্, তোমার নিজ শক্তিতে আমাদের রক্ষা কর ।।৬।।

**আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরান্তরিক্ষমুরু প্রিয়ম্।**
**উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥৭॥**

তুমি আকাশের সর্বত্র কিরণজালের দ্বারা বিস্তারিত হয়ে থাক, অন্তরিক্ষলোকের রমণীয় বিস্তারকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তির দ্বারা পূর্ণ কর, হে উষস্! ।।৭।।





## (সূক্ত-৫৩)

**সবিতা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**তদ্ দেবস্য সবিতুর্বার্যং মহদ্ বৃণীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ।**
**ছর্দির্যেন দাশুষে যচ্ছতি ত্মনা তন্নো মহাঁ উদয়ান্ দেবো অক্তুভিঃ ॥১॥**

দেব সবিতার, বিচক্ষণ প্রভুর— মহিমাময় সেই বরণীয় দানকে আমরা গ্রহণ করি। যার দ্বারা তিনি স্বয়ং (হব্য) দাতার প্রতি আশ্রয় প্রদান করেন, সেই পূজনীয় দেবতা আমাদের উদ্দেশে সেই (আশ্রয়কে) তাঁর আলোকচ্ছটা দ্বারা ঊর্ধ্বে ধারণ করেছেন ।।১।।

**দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ পিশঙ্গং দ্রাপিং প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ।**
**বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপৃণন্নুর্বজীজনৎ সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্ ॥২॥**

দ্যুলোকের ধারক, জগতের জীবনের অধীশ্বর সেই ঋষিকবি (স্বয়ং) পিঙ্গলবর্ণ এক পরিচ্ছদ পরিধান করেন; দূরদর্শী, বহু দূরে ব্যাপ্ত হয়ে বিস্তীর্ণ (অন্তরিক্ষকে) পরিপূরিত করে সবিতৃদেব প্রশংসনীয় কল্যাণ সৃষ্টি করেছেন ।।২।।

**আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।**
**প্র বাহূ অস্রাক্ সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ ॥৩॥**

তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের লোকসমূহকে পরিপূর্ণ করেছেন। স্বকীয় ভাবকে দৃঢ় করার জন্য সেই দেবতা মন্ত্রকে অনুপ্রেরিত করে থাকেন। সবিতা নিজের বাহুদ্বয়কে প্রসারিত করেছেন এই চলমান ভুবনকে নিজ নিজ কর্মে সন্নিবেশিত করে, রাত্রিকালগুলিতে (এবং দিবাভাগে) তাঁদের প্রেরণাদানে রত আছেন ।।৩।।

**অদাভ্যো ভুবনানি প্রচাকশদ্ ব্রতানি দেবঃ সবিতাভি রক্ষতে।**
**প্রাস্রাগ্বাহূ ভুবনস্য প্রজাভ্যো ধৃতব্রতো মহো অজ্মস্য রাজতি ॥৪॥**

সকল জীবজগৎকে অবলোকন করতে করতে সেই অপ্রতিরোধ্য দেব সবিতা, সকল ন্যায় বিধানকে রক্ষা করে থাকেন। এই পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি তিনি বাহুদ্বয় প্রসারিত করেছেন। এবং বিধান সকলের সংরক্ষক তিনি বিপুল জগতের উপর আধিপত্য করেন ।।৪।।

**ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।**
**তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি [1]ত্রিভির্ব্রতৈরভি নো রক্ষতি ত্মনা ॥৫॥**

সবিতা তার মহিমার দ্বারা বার ত্রয় অন্তরিক্ষ লোককে, বার ত্রয় লোক সকলকে এবং আলোকের ত্রিস্তরকে বেষ্টন করে ভ্রমণ করে থাকেন। তিন স্বর্গকে এবং তিন পৃথিবীকে তিনি গতিময় করে থাকেন এবং স্বেচ্ছানুসারে তাঁর বিধানত্রয় দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন ।। ৫।।

১. ত্রিভি ব্রতৈঃ – উষ্ণ, বর্ষা ও শৈত্য তিন প্রকার কর্ম দ্বারা —সায়ণভাষ্য।

**বৃহৎসুম্নঃ প্রসবীতা নিবেশনো জগতঃ স্থাতুরুভয়স্য যো বশী।**
**স নো দেবঃ সবিতা শর্ম যচ্ছত্বস্মে ক্ষয়ায় ত্রিবরূথমংহসঃ ॥৬॥**

মহৎ অনুগ্রহশীল সেই দেবতা, যিনি অনুপ্রেরিত করে থাকেন, (আবার) বিশ্রামের হেতুভূত যিনি স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ের নিয়ামক, সেই সবিতৃদেব যেন আমাদের আশ্রয় প্রদান করেন। শান্তিময় জীবনের জন্য ত্রিবিধ আবরণের দ্বারা পাপ হতে রক্ষা করেন ।।৬।।

**আগন্ দেব ঋতুভির্বর্ধতু ক্ষয়ং দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্।**
**স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু ॥৭॥**

দেব সবিতা কালানুক্রমে সমীপে আগমন করেছেন, যেন তিনি আমাদের বাসগৃহকে উত্তম সন্তান ও অন্ন দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। যেন তিনি আমাদের রাত্রিকালে ও দিবাভাগে প্রাণশক্তি প্রদান করেন, সন্তান সমৃদ্ধ প্রাচুর্য যেন তিনি আমাদের প্রাপ্ত করেন ।।৭।।

## (সূক্ত-৫৪)

**সবিতা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। জগতী, ৬ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।**

**অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু ন ইদানীমহ্ন উপবাচ্যো নৃভিঃ।**
**বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ ।।১।।**

তিনি আবির্ভূত হয়েছেন— আমাদের পূজনীয় দেব সবিতা, দিবসের এই সময়ে শ্রেষ্ঠ মানবগণ দ্বারা শীঘ্র তাঁকে আহ্বান করা প্রয়োজন; যিনি মনুর সন্তানগণের প্রতি ধন বিভাজন করেন, যেন তিনি আমাদের উদ্দেশে সর্বোত্তম সম্পদ প্রদান করেন ।।১।।





**দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যো ঽমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্।**
**আদিদ্ দামানং সবিতর্ব্যূর্ণুষে ঽনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ ॥২॥**

তুমিই প্রথম যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অংশরূপে অমৃতত্বকে স্বীকার করেছিলে। অতঃপর তুমি, হে সবিতৃদেব তোমার দানকে প্রকট করেছ। ক্রমানুসারে জীবনের পরে জীবন মানবের জন্য উপস্থিত হয়েছে ।।২।।

**অচিত্তী যচ্চকৃমা দৈব্যে জনে দীনৈর্দক্ষৈঃ প্রভূতী পূরুষত্বতা।**
**দেবেষু চ সবিতর্মানুষেষু চ ত্বং নো অত্র সুবতাদনাগসঃ ॥৩॥**

অজ্ঞানবশতঃ, দিব্যজনগণের প্রতি আমরা যা কিছু অপরাধ করেছি, নিপুণতার অভাবে অথবা ক্ষমতার আতিশয্যে, আমাদের মানবসুলভ স্বভাবের বশে—হে সবিতৃদেব, দেবতা ও মানব উভয় (জাতির) মধ্যে, একই ভাবে, আমাদের নিরপরাধরূপে যেন অবগত হয়ে থাকে ।।৩।।

**ন প্রমিয়ে সবিতুর্দৈব্যস্য তদ্ যথা বিশ্বং ভুবনং ধারয়িষ্যতি।**
**যৎ পৃথিব্যা বরিমন্না স্বঙ্গুরির্বর্ষ্মন্ দিবঃ সুবতি সত্যমস্য তৎ ॥৪॥**

দেব সবিতার (বিধান) কখনই অবহেলার যোগ্য নয়, কারণ, তিনিই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে থাকেন! সেই শোভন অঙ্গুলির অধিকারী দেবতা পৃথিবীর বিস্তারের উপর অথবা দ্যুলোকের প্রাচুর্যের প্রতি যা কিছু বহন করেন, তাঁর সেই বিকাশ সত্য হয় ।।৪।।

**ইন্দ্রজ্যেষ্ঠান্ বৃহদ্ভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ ক্ষয়াঁ এভ্যঃ সুবসি পস্ত্যাবতঃ।**
**যথাযথা পতয়ন্তো বিযেমির এবৈব তস্থুঃ সবিতঃ সবায় তে ॥৫॥**

ইন্দ্র যাঁদের নায়ক সেই (মরুৎ)গণকে বিপুল পর্বত সমূহ হতে (প্রেরণ কর) এবং তুমি সেই (মেঘ?) বাসস্থান সকলকে অনুজ্ঞা দিয়ে থাক যা তাঁদের আশ্রয় দেয়। যেমন রূপে তাঁরা উড্ডয়নশীল অবস্থায় বিস্তার লাভ করতে থাকেন সেই রূপেই তাঁরা(আবার) তোমার আদেশের অপেক্ষায় স্থির অবস্থান করেন, হে সবিতৃদেব! ।।৫।।

টীকা—Wilson –এর অনুবাদ-তুমি তাঁদের প্রেরণ করে থাক, ইন্দ্র যাঁদের নায়ক, বৃহৎ মেঘরাশির উপরে : কারণ, ইহাদের (যজমানগণের) জন্য তুমি জনসমৃদ্ধ বাসস্থানের আয়োজন কর। ...ইত্যাদি।

**যে তে ত্রিরহন্‌ৎসবিতঃ সবাসো দিবেদিবে সৌভগমাসুবন্তি।**
**ইন্দ্রো দ্যাবাপৃথিবী সিন্ধুরদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ॥৬॥**

হে সবিতৃদেব, যখন দিবসের মধ্যে তিন বার তোমার (উদ্দেশে) সবন সকল, প্রতিদিন সৌভাগ্য বহন করে আনে, তখন ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী, জল সহিতা সিন্ধু, আদিত্য সহিতা অদিতি যেন আমাদের জন্য আশ্রয় প্রদান করেন ॥৬॥

## (সূক্ত-৫৫)

**বিশ্বদেবগণ দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌, ৮-১০ গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্‌ সংখ্যা-১০।**

**কো বস্ত্রাতা বসবঃ কো বরূতা দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নঃ।**
**সহীয়সো বরুণ মিত্র মর্তাৎ কো বোহধ্বরে বরিবো ধাতি দেবাঃ ॥১॥**

হে শ্রেষ্ঠ (দেবগণ), তোমাদের মধ্যে কে ত্রাতা, কে বা আরক্ষক? হে দ্যুলোক ও ভূলোক, হে অদিতি, আমাদের রক্ষা কর। প্রবলতর পরাক্রমী মানব হতে, হে বরুণ ও মিত্র! হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কে যজ্ঞকালে বিস্তারিত (স্বস্তি) প্রতিষ্ঠা করেন ?॥১॥

**প্র যে[১] ধামানি পূর্ব্যাণ্যর্চান্‌ বি যদুচ্ছান্‌ বিয়োতারো অমূরাঃ।**
**বিধাতারো বি তে দধুরজস্রা ঋতধীতয়ো রুরুচন্ত দস্মাঃ ॥২॥**

যাঁরা (ঋত্বিগগণ?) প্রাচীন বিধান সকলকে স্তুতি করে থাকেন, যখন সেই অভ্রান্ত পার্থক্য-নির্ণায়ক-গণ বিশেষভাবে আলোক প্রকাশ করেন তাঁরা, সেই বিধায়কগণ সর্বদাই বিধান দিয়ে থাকেন। সেই অদ্ভুতকর্মাগণ যাঁরা সত্যনিষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী তাঁরা দীপ্তি বিকীরণ করেন ॥২॥

১. যে— সায়ণভাষ্যেও Griffith এর অনুবাদ অনুসারে দেবগণকে বলা হয়েছে।

**প্র পস্ত্যামদিতিং সিন্ধুমর্কৈঃ[১] স্বস্তিমীলে সখ্যায় দেবীম্‌।**
**উভে যথা নো অহনী[২] নিপাত উষাসানক্তা করতামদব্ধে ॥৩॥**





আমি সশ্রদ্ধভাবে স্তোত্র যোগে আবাহন করি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অদিতি ও সিন্ধুকে, সখ্যের জন্য দেবী স্বস্তিকে (আবাহন করি); এবং রাত্রি ও উষা উভয়ে অবাধে যেন এইরূপে আয়োজন করেন, যে দিবা রাত্রি আমাদের রক্ষা করবেন ॥৩॥

১. স্বস্তি—সমৃদ্ধি।
২. অহনী— দ্যাবাপৃথিবী—সায়ণ,

**ব্যর্যমা বরুণশ্চেতি পন্থামিষস্পতিঃ সুবিতং গাতুমগ্নিঃ।**
**ইন্দ্রাবিষ্ণূ নৃবদু ষু স্তবানা শর্ম নো যন্তমমবদ্‌ বরূথম্‌ ॥৪॥**

অর্যমন ও বরুণ পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তেজের অথবা পোষণের অধিপতি, অগ্নি কল্যাণের উদ্দেশে বিচরণপথকে (সুগম করেছেন); ইন্দ্র ও বিষ্ণু, যখন মানবোচিতভাবে স্তুত হয়ে থাকেন যেন তাঁরা আমাদের আশ্রয় ও বলবৎ সুরক্ষা প্রদান করেন ॥৪॥

**আ পর্বতস্য মরুতামবাংসি দেবস্য ত্রাতুরব্রি ভগস্য।**
**পাৎ পতির্জন্যাদংহসো নো মিত্রো মিত্রিয়াদুত ন উরুষ্যেৎ ॥৫॥**

আমি আকাঙ্খা করেছি পর্বতগণের, মরুৎ সংঘের ও ত্রাণকর্তা দেব ভগের সহায়তা; মানব জনিত পাপ হতে প্রভু (অগ্নি) বরুণ আমাদের রক্ষা করবেন। (আমাদের) বন্ধু হতে জাত (দুঃখ) হতে যেন মিত্র রক্ষা করেন, আমাদের জন্য যেন তিনি স্থান বিস্তার করেন ॥৫॥

**নূ রোদসী অহিনা বুধ্নেন স্তবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।**
**সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবো ঘর্মস্বরসো[১] নদ্যো অপ ব্রন্‌ ॥৬॥**

অবশ্যই হে দিব্য দ্যৌ ও পৃথিবী, তোমরা (উভয়ে) অহি-বুধ্নের সঙ্গে সঙ্গে এই জল-সম্পাদ্য যাগ সকল দ্বারা অর্চনীয়। সম্পদপ্রার্থী তাঁরা (ঋত্বিক?)( যেন সেই সকল যাগকে) প্রকাশিত করেছেন (উপচীয়মান) ঘর্ম পাত্র সকলের অনুরূপে (যেমন) সমুদ্রকে সম্মিলিত হবার সময় নদীগুলি ॥৬॥

১. ঘর্মস্বরসঃ — সায়ণ বলেছেন প্রদীপ্ত ধ্বনিসংকুল নদী সকল। Griffith ঘর্ম বা তপ্ত পানীয় প্রস্তুতকারক ঋত্বিগগণ অথবা ঘর্ম প্রস্তুত করার পাত্রগুলি।

**দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্।**
**নহি মিত্রস্য বরুণস্য ধাসিমর্হামসি প্রমিয়ং সান্বগ্নেঃ ॥৭॥**

যেন দেবী অদিতি, দেবগণসহ আমাদের রক্ষা করেন। যেন পরিত্রাতা দেবতা আমাদের অবিরতভাবে ত্রাণ করেন। আমরা, মিত্র ও বরুণের প্রতি প্রদত্ত, অগ্নির উপরিভাগে (আহুত) হব্যকে কলুষিত করতে অধিকারী নই ॥৭॥

টীকা—অগ্নেঃ সানুম্— অগ্নির উপরে প্রদত্ত।

**অগ্নিরীশে বসব্যস্যাগ্নির্মহঃ সৌভগস্য।**
**তান্যস্মভ্যং রাসতে ॥৮॥**

অগ্নি ধন সম্পদের একমাত্র অধিপতি, অগ্নি মহান সমৃদ্ধির; যেন তিনি আমাদের সেই সকল প্রদান করেন ॥৮॥

**উষো মঘোন্যা বহ সূনৃতে বার্যা পুরু।**
**অস্মভ্যং বাজিনীবতি ॥৯॥**

ধনবতী সুভাষিণী (রমণীয়া ইত্যর্থ) উষা তুমি আমাদের অভিমুখে বহু কাম্য ধন বহন করে আন, যে তুমি প্রভূত সম্পদের অধিকারিণী ॥৯॥

**তৎ সু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা।**
**ইন্দ্রো নো রাধসা গমৎ ॥১০॥**

অতএব আমাদের প্রতি যেন সবিতৃ, ভগ, বরুণ, মিত্র অর্যমন—আমাদের প্রতি ইন্দ্র বদান্যতার সঙ্গে আগমন করেন ॥১০॥

## (সূক্ত-৫৬)

**দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৫-৭ গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।**

**মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে রুচা ভবতাং শুচয়দ্ভিরর্কৈঃ[১]।**
**যৎ সীং বরিষ্ঠে বৃহতী বিমিন্বন্ রুবদ্ধোক্ষা পপ্রথানেভিরেবৈঃ ॥১॥**





যেন মহিমাময় দ্যৌ এবং পৃথিবী, দুই প্রধান, দ্যুতিময় রশ্মিজালে (শোভিত হয়ে) তাঁদের আলোকের সঙ্গে এইস্থানে বিদ্যমান থাকেন; যখন সেই বিপুল, বহুবিস্তৃত যুগলকে বিচ্ছিন্ন করতে করতে সেই বৃষভ (বলবান) বহুদূরগামী পথে পথে তাঁদের প্রতি হুংকার করেছিলেন ॥১॥

১. শুচয়দ্ভিঃ অর্কৈঃ —দ্যুতিময় মন্ত্রসমূহের দ্বারা—সায়ণ।

**দেবী দেবেভির্যজতে যজত্রৈরমিনতী তস্থতুরুক্ষমাণে।**
**ঋতাবরী অদ্রুহা দেবপুত্রে যজ্ঞস্য নেত্রী শুচয়দ্ভিরর্কৈঃ ॥২॥**

যজনীয় দেবগণের সঙ্গে যজনীয় দেবীগণ উভয়ে অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণরত[১] অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন— সত্যনিষ্ঠ, অপ্রতিহত সেই যুগলের পুত্র দেবগণ; তাঁরা যজ্ঞের নেতৃস্বরূপ, (তাঁরা) দ্যুতিময় রশ্মিজাল (মন্ত্র সমূহে)র সঙ্গে (বিদ্যমান) ॥২॥

১. বর্ষণরত— সম্পদ দান করেন।

**স ইৎ স্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।**
**উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ ॥৩॥**

নিশ্চিত এই জীব-জগতে তিনি সুদক্ষ কারু যিনি এই যুগ্ম দ্যুলোক ও ভূলোককে সৃষ্টি করেছেন, সেই জ্ঞানী তাঁর নৈপুণ্য যোগে দুই বিস্তৃত, গভীর, সুগঠিত এবং আধাররহিত লোকদ্বয়কে সম্যক স্থাপিত করেছেন ॥৩॥

**নূ রোদসী বৃহদ্ভির্নো [১]বরূথৈঃ পত্নীবদ্ভিরিষয়ন্তী সজোষাঃ।**
**উরূচী বিশ্বে যজতে নি পাতং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥৪॥**

হে দ্যৌ ও পৃথিবী, তোমাদের প্রভূত রক্ষণের দ্বারা, পত্নীগণের সঙ্গে সম্মিলিত (দেবতাদের) দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধি বিধানের উদ্দেশে, হে বহুদূরবিস্তৃত এবং যজনীয়দ্বয় আমাদের রক্ষা কর। যেন আমরা আমাদের মনীষার মাধ্যমে রথারোহণ করতে পারি, বিজয় লাভ করতে পারি ॥৪॥

১. বরূথৈঃ পত্নীবদ্ভিঃ — আমাদের প্রশস্ত ও পত্নী যুক্ত গৃহ সকল দ্বারা —সায়ণভাষ্য।

**প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে।**
**শুচী উপ প্রশস্তয়ে ॥৫॥**

আমরা তোমাদের উভয়ের প্রতি, হে মহিমাময় দ্যৌ (ও পৃথিবী), আমাদের প্রশস্তি কথন করি, তোমাদের যশোগান করার উদ্দেশে, হে জ্যোতির্ময় যুগল! ॥৫॥

**পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ।**
**উহ্যাথে সনাদৃতম্ ॥৬॥**

তোমরা পরস্পরের রূপকে পরিশোধন করে থাক, স্বকীয় দক্ষতার সঙ্গে তোমরা শাসন করে থাক, এবং অতীতকাল হতে নিয়ত সত্যকে বহন করে থাক ॥৬॥

**মহী মিত্রস্য সাধথস্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্।**
**পরি যজ্ঞং নি ষেদথুঃ ॥৭॥**

তোমরা উভয়ে, মহিমার সঙ্গে মিত্রের সত্যবিধানকে বিস্তৃততর করতে করতে, পূরণ করতে করতে সার্থক করেছ। যজ্ঞকে বেষ্টন করে বিশেষভাবে অধিষ্ঠান করেছ ॥৭॥

## (সূক্ত-৫৭)

**প্রথম তিনটি ঋকের ক্ষেত্রপতি, চতুর্থের শুন, পঞ্চম ও অষ্টমের শুনাসীর, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সীতা দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পুর উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।**

**ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।**
**গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥১॥**

ক্ষেত্রপতির মাধ্যমে, আমরা যেমনভাবে বন্ধুর মাধ্যমে সেইভাবে (অথবা সকলের কল্যাণের মাধ্যমে) যেন জয় করতে পারি যা গাভী ও অশ্বের সমৃদ্ধি বিধান করে। এইভাবে তিনি আমাদের প্রতি যেন অনুগ্রহ করেন ॥১॥

**ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।**
**মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু ॥২॥**





হে ক্ষেত্রপতি! গাভী যে রূপে দুগ্ধ প্রদান করে, (সেইভাবে) আমাদের অভিমুখে মাধুর্যপূর্ণ তরঙ্গ প্রেরণ কর, (যা) মধুরস ক্ষরণ করে, সুষ্ঠু শোধিত ঘৃতের ন্যায়। যেন সত্যের অধীশ্বর সকলে অনুকূল হয়ে থাকেন ॥২॥

টীকা—সায়ণ— উর্মি – জল।

**মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।**
**ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্ নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥৩॥**

ওষধীসকল মধুময় (যেন থাকে), সকল স্বর্গ, জলরাশি, অন্তরিক্ষলোকও যেন আমাদের জন্য মধুপূর্ণ হয়ে থাকে। ক্ষেত্রপতি যেন আমাদের জন্য মিষ্টতা পূর্ণ থাকেন; অপ্রতিহত ভাবে যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করি ॥৩॥

**শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।**
**শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয় ॥৪॥**

বাহন (পশু) সকল সানন্দে (যেন থাকে), জনগণ সানন্দে (যেন থাকে), স্বচ্ছন্দে যেন লাঙ্গল কর্ষণ করে। প্রগ্রহ (বন্ধনরজ্জু) সকল যেন স্বচ্ছন্দে আবদ্ধ করা যায়; স্বচ্ছন্দে যেন অঙ্কুশ (পশুচারণে) তাড়িত হয় ॥৪॥

**শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্ দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।**
**তেনেমামুপ সিঞ্চতম্ ॥৫॥**

হে (শুন[১] এবং সীর)-সমৃদ্ধি এবং লাঙ্গল, এই বাক্যাবলী উপভোগ কর। স্বর্গে যে দুগ্ধ ধারা সৃষ্টি করেছ তার দ্বারা এই (ভূমিকে) অভিষিক্ত কর ॥৫॥

১. শুন— কল্যাণকর—যাস্কের মতে, বায়ু এবং সীরঃ – আদিত্য অথবা সূর্য। কৃষি সম্পর্কিত দেবতা।

**অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।**
**যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥৬॥**

মঙ্গলময়ী সীতা, (হল রেখা) তুমি অভিমুখে আনতা হয়ে থাক; আমরা তোমাকে বন্দনা করব। যেন তুমি আমাদের প্রতি কল্যাণ দায়িনী হয়ে থাক, যেন আমাদের প্রতি শোভন ফল প্রদান কর ॥৬॥

**ইন্দ্রঃ[১] সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।**
**সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥৭॥**

যেন ইন্দ্র সেই হলকাষ্ঠ দ্বারা সুষ্ঠু ভাবে খনন করেন, যেন পূষণ তাকে নিয়মন করেন। যেন তিনি দুগ্ধ সমৃদ্ধা হয়ে বৎসরের পর বৎসর আমাদের জন্য দুগ্ধ দান করেন ।।৭।।

১. ইন্দ্র— কৃষির দেবতা।

**শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।**
**শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্ ॥৮॥**

স্বচ্ছন্দে যেন আমাদের হল সকল ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে থাকে, স্বচ্ছন্দে কর্ষকগণ (পশু রক্ষকগণ) বাহন পশুগুলি সহ গমন করে। স্বচ্ছন্দে সুমিষ্ট জল ধারায় মেঘ সকল (সেচন করে)। হে শুন এবং সীর, আমাদের প্রতি সমৃদ্ধি প্রদান কর ।।৮।।

টীকা—এই সূক্তটিতে কৃষি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে ।

## (সূক্ত-৫৮)

**অগ্নি, সূর্য, জল, গো অথবা ঘৃত দেবতা। বামদেব গৌতম ঋষি।**
**ত্রিষ্টুপ, জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।**

**সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।**
**ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ ॥১॥**

সমুদ্র হতে মধুময় এক তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে। (সোম) লতার সঙ্গে সে-ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ঘৃতের সেই নাম গোপনীয়; 'দেবগণের সেই জিহ্বা', অমরত্বের কেন্দ্রবিন্দু-স্বরূপ ।।১।।

(এই দুটি ঘৃতের নাম—সায়ণভাষ্য)।

টীকা— সায়ণভাষ্যে 'মধুমান উর্মিঃ' শব্দ বন্ধকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন সমুদ্র—অর্থ— যজ্ঞাগ্নি বা বিদ্যুতের অগ্নি অথবা অন্তরিক্ষ লোক বা গাভীর স্তন এবং উর্মি অর্থে যথাক্রমে সম্পদ অথবা বৃষ্টি বা ঘৃত।





**বয়ং নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্যাহস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।**
**উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্ গৌর এতৎ ॥২॥**

আমরা ঘৃতের নাম সোচ্চারে ঘোষিত করব, এই যজ্ঞস্থলে তাকে শ্রদ্ধা ভরে প্রতিষ্ঠা করব যেন ব্রহ্মন্ (অগ্নি?—মহীধর ভাষ্যে ঋত্বিক) স্তুতিকালে সেই (ঘোষণা) শ্রবণ করেন। চতুঃশৃঙ্গ সমন্বিত সেই মহিষ এই (নাম) উদ্গীরণ করেছেন ।।২।।

**চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।**
**ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ॥৩॥**

তাঁর চারটি শৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দুইটি মস্তক এবং সাতটি হস্ত। তিনভাবে আবদ্ধ সেই বলবান গর্জন করে থাকেন। সেই মহান দেবতা মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন ।।৩।।

টীকা—সায়ণভাষ্য অনুসারে যজ্ঞরূপী অগ্নির চার শৃঙ্গ— চার বেদ, অথবা আদিত্য পক্ষে ব্যাখ্যা করলে চারটি শৃঙ্গ চারটি দিক। ত্রয়ঃ পাদাঃ—যজ্ঞ পক্ষে তিন প্রকার সবন, আদিত্যপক্ষে তিন বেদ, সূর্যের গমন সাধন পাদ স্বরূপ; দুই মস্তক—যজ্ঞপক্ষে —ব্রহ্মৌদন ও প্রবর্গ্য—দুটি যাগ আদিত্য পক্ষে দিবা ও রাত্রি; সাতটি হস্ত—যজ্ঞপক্ষে সপ্তছন্দ এবং আদিত্যপক্ষে—সূর্যের সপ্তরশ্মি। ত্রিধা বন্ধন—যজ্ঞ পক্ষে বেদের মন্ত্র, কল্প ও ব্রাহ্মণ ভাগ; আদিত্য পক্ষে—স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষলোক।

**ত্রিধা হিতং[১] পণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।**
**ইন্দ্র একং সূর্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ ॥৪॥**

তিন প্রকারে ব্যবস্থিত, পণিগণের দ্বারা সংগোপিত সেই ঘৃতকে দেবগণ গাভীর মধ্যে অনু (সন্ধান দ্বারা) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্র একটিকে এবং সূর্য (অপর) একটিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের স্বকীয় ক্ষমতার মাধ্যমে বেণের (অগ্নি অথবা বায়ুর) নিকট হতে আর একটিকে নির্মাণ করেছিলেন ।।৪।।

১. ত্রিধা হিতম্ —সায়ণভাষ্য অনুসারে দুগ্ধ, দধি ও আজ্য অথবা ননীরূপে।

**এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে।**
**ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো[১] মধ্য আসাম্ ॥৫॥**

এই (ধারা সকল) অন্তঃস্থিত সমুদ্র হতে, অসংখ্য গমন স্থানের প্রতি শত্রুর অলক্ষ্যে নিম্ন মুখে প্রবাহিত হয়। আমি ঘৃত প্রবাহগুলির প্রতি অবলোকন করি এবং তাদের মধ্যে সুবর্ণ বেতস (খণ্ড) (দেখা যায়) ।।৫।।

১. বেতসঃ —বৈদুত্যাগ্নি।

**সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ।**
**এতে অর্ষন্ত্যূর্ময়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ ॥৬॥**

এই আহুতিসকল একই সঙ্গে (নদী) ধারার ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে, অন্তঃস্থিত হৃদয়ে ও মনে পরিশোধিত হতে হতে; এই ঘৃতের তরঙ্গ শ্রেণী ধাবিত হয় যেন বন্য পশুযূথ ব্যাধের সম্মুখে পলায়নরত ।।৬।।

**সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।**
**ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ[১] পিন্বমানঃ ॥৭॥**

যেভাবে নদীর প্রবহণ পথে ধাবিত হয় সেইভাবেই যেন চঞ্চল তরঙ্গমালা বায়ুর ও অধিক ক্ষিপ্রতায় ধাবিত হতে থাকে; সেই ঘৃতের ধারা সমূহ, যেমন কোন রক্তাভ অথবা দীপ্তিমান বলবান অশ্ব (গমন পথের) কাষ্ঠ (রচিত সীমা)গুলি ভগ্ন করে সেইভাবে তরঙ্গ সকলের দ্বারা স্ফীতি লাভ করতে করতে (ছুটে যায়) ।।৭।।

১. উর্মিভিঃ —রসের দ্বারা পূর্ণ হয়ে।

**অভি প্রবন্ত সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্।**
**ঘৃতস্য ধারাঃ সমিধো নসন্ত তা জুষাণো হর্যতি জাতবেদাঃ ॥৮॥**

(বিবাহ) সভায় সুরূপা হাস্যমুখী নারীগণের অনুরূপে তারা অগ্নির অভিমুখে নত হয়ে থাকে; সেই ঘৃতের ধারা সকল সমিধ (ইন্ধন কাষ্ঠের) প্রতি ব্যাপ্ত হয় এবং জাতবেদস্ সেই ধারাগুলিকে উপভোগ করে আনন্দিত হয়ে থাকেন ।।৮।।

**কন্যা ইব বহতুমেতবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভি চাকশীমি।**
**যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভি তৎ পবন্তে ॥৯॥**





বিবাহোৎসবে গমন করার জন্য উজ্জ্বল অলঙ্করণ দ্বারা সজ্জানিরতা কুমারীগণের ন্যায় তাদের প্রতি আমি অবলোকন করি। যেখানে সোম অভিষুত হয়ে থাকেন, যেখানে যজ্ঞ (আয়োজিত হয়েছে) সেই স্থানের প্রতি ঘৃতের ধারাসকল প্রবাহিত হয়ে থাকে ।।৯।।

**অভ্যর্ষত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত।**
**ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তে ॥১০॥**

গাভীর জন্য দ্বন্দ্বের সময়ে (আমাদের কৃত) সুষ্ঠু স্তুতির প্রতি শীঘ্র আগমন কর; আমাদের উদ্দেশে কল্যাণকর সম্পদ সকল প্রদান কর। আমাদের কৃত এই যজ্ঞকে আমাদের জন্য দেবগণের প্রতি বহন কর। ঘৃতের ধারাসকল যেন মধুর ন্যায় পবিত্র ভাবে প্রবাহিত হয় ।।১০।।

**ধামন্ তে[১] বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি।**
**অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্মিম্ ॥১১॥**

তোমার তেজোরাশিতে সকল জগৎ দৃঢ়ভাবে আস্থিত আছে, এবং সমুদ্র মধ্যে, হৃদয় মধ্যে, সমগ্র আয়ুষ্কালের মধ্যে তোমার শক্তিতে (আস্থিত আছে); জলরাশির উপরিভাগে (তাদের) সংযোগে সৃষ্ট তোমার মধুময় তরঙ্গকে যেন আমরা প্রাপ্ত হতে পারি ।।১১।।

১. ধামন্ তে —অগ্নির তেজে; সমুদ্রে অন্তরিক্ষলোকে যেখানে বৈদ্যুতাগ্নির উৎপত্তি, হৃদি—বৈশ্বানররূপে অগ্নি সকল লোকের অন্তরে স্থিত; উর্মিম্— ঘৃতের আহুতি।

**চতুর্থ মণ্ডল সমাপ্ত।**